তর্কতত্ত্ব।

বা

পাশ্চাত্য ন্যায়।

শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র

প্রণীত।

কাঁটালপাড়া।

বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

১৮৭৮।

মূল্য ১৸০ মাত্র।

তর্কতত্ত্ব।

বা

পাশ্চাত্য ন্যায়।

শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র
প্রণীত।

কাঁটালপাড়া।
বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক
মুদ্রিত।

১৮৭৮।

উৎসর্গপত্র।

——0○0——

তোমার বিশুদ্ধ ও অসীম স্নেহ আমার এই দুঃখপবিবেষ্টিত জীবনকে স্বর্গতুল্য কবিয়াছিল। তোমাব অকালমৃত্যু আমার ভবিষ্যৎকে চিব-অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল। আমার দুঃখময় জীবনেব এক মাত্র আলোক নির্ব্বাপিত হইল—সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিল। তোমাব উন্নত চিন্তাসমূহের কিয়দংশও যদি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতাম তাহা হইলে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতাম। কিন্তু তাহা আমার দ্বারা হইবার নহে। তোমার যত্নে ও উৎসাহেই এই গ্রন্থ বচনা করিতে সক্ষম হইয়াছি। এক্ষণে যদি সহৃদয় পাঠকবর্গ দ্বাবা ইহা সমাদৃত হয় তাহা হইলে তুমি যে তাহাতে আহ্লাদ করিতে পারিবে না ইহাই আমাব এক বড দুঃখ বহিল। ধবিতে গেলে তুমিই এই গ্রন্থের রচয়িত্রী অতএব সম্পূর্ণাবস্থায় সাধারণেব হস্তে যে তুমি ইহাকে দেখিতে পাইলে না ইহাই আমাব পবম দুঃখ। মনে কবিয়াছিলাম দুইজনে একত্রে যাইব। তুমি ভাগ্যবতী, অগ্রেই গেলে। যাহাই হউক তোমাকে অনন্তস্নেহেব শেষ উপহার স্বরূপ এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ কবিলাম।

তোমাবই চিবকালেব

উপক্রমণিকা

—0○0—

তর্কশাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও বিষয়।

কোন বিষয় লিখিতে হইলে প্রথমে তাহার ব্যাখ্যা করা উচিত। কিন্তু বিষয়ের প্রামাণিকতা অনুসারে ব্যাখ্যাটি সুস্পষ্ট ও নির্ণীত হইবে। ব্যাখ্যা কাহাকে বলে? একটি পদার্থের কতকগুলি ধর্ম্ম আছে। সেই ধর্ম্মগুলি নির্ণীত করিয়া তন্মধ্যে কতকগুলি এরূপ ধর্ম্ম বাছিয়া লইতে হইবেক, যে পদার্থটির নাম মাত্র করিলে ঐ ধর্ম্মনিচয় আমাদের স্মৃতিপথে আইসে—এই বাছিয়া লওনকে ব্যাখ্যাকরণ বলে। অতএব কোন পদার্থের ব্যাখ্যা করিতে হইলে সেই পদার্থের ধর্ম্মসমূহ উত্তমরূপে জানা আবশ্যক, তাহা না হইলে ব্যাখ্যাটি প্রকৃত ব্যাখ্যা হইবেক না। যে বিজ্ঞান যত প্রামাণিক, তাহার ব্যাখ্যাও সেই পরিমাণে প্রকৃত। বিজ্ঞানবৃন্দের মধ্যে গাণিতিক তত্ত্বই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক, তজ্জন্য তাহার ব্যাখ্যাও সর্ব্বাপেক্ষা নির্দ্দিষ্ট ও প্রকৃত। বিজ্ঞানবৃন্দের মধ্যে চিকিৎসাতত্ত্ব প্রামাণিকতায় সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, তজ্জন্য চিকিৎসাতত্ত্বের ব্যাখ্যাও সর্ব্বাপেক্ষা অনির্দ্দিষ্ট ও পরিবর্ত্তনাধীন। এই কারণ কোন বিষয় লিখিতে হইলে প্রথমেই তাহার নির্দ্দিষ্ট ব্যাখ্যা করা অযৌক্তিক। কারণ, এমত ঘটিতে পারে, যে উক্ত বিষয়ের সকল ধর্ম্মগুলি প্রথমেই আমরা জানি না, এমত ঘটিতে পারে, যে দুই একটি অপরিচিত ধর্ম্ম ক্রমে অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত হইবে। কিন্তু কোন বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে হইলে আমরা তাহার কি তত্ত্বাবধান করিব, তাহা না বলিলে একবারে চলে না, অতএব প্রথমে উক্ত বিষয়টির

নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ না করিয়া বিষয়টির তত্ত্বাবধানের কেবলমাত্র সীমা-নির্দ্দেশ করাই যুক্তিসিদ্ধ। আমরা এক্ষণে তর্কশাস্ত্রের কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যাখ্যা করিব না। উক্ত বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের ইপ্সিত তত্ত্বাবধানের সীমা মাত্র নির্দ্দেশে আমরা এক্ষণে সমর্থ। আমাদিগের এই ব্যাখ্যাটি তর্কশাস্ত্রের ব্যাখ্যা না হইতে পারে, কিন্তু ইহা এই পুস্তকের বিষয়ের ব্যাখ্যা।

২। সচরাচর তর্কশাস্ত্রকে নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের শিল্প বলে। হোয়েটলি এই ব্যাখ্যার পরিবর্ত্তে তর্কশাস্ত্রকে নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিজ্ঞান ও শিল্প এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। হোয়েটলির মতে তর্কশাস্ত্র কেবল শিল্প নহে, ইহা শিল্প এবং বিজ্ঞান। শিল্প ও বিজ্ঞানের প্রভেদ কি? শিল্প কাহাকে বলে আর বিজ্ঞানই বা কাহাকে বলে? পৃথিবীতে সমস্ত পদার্থই নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন। নিয়ম ভিন্ন অনিয়ম কিছুই নাই। পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাদ্বারা এই নিয়মগুলিকে আবিষ্কৃত করা বিজ্ঞানের কার্য্য। আকাশের দিকে একখণ্ড লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে তাহা আবার ভূতলে আসিয়া পড়ে। ইহা একটি পৃথিবীর ঘটনা। কিন্তু সেই নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্র কেন ভূতলে পড়ে? কারণ, লোষ্ট্র পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ নিয়মাধীন। কেবল লোষ্ট্রই কি নিক্ষিপ্ত হইলে ভূতলে পড়ে? না অন্য পদার্থও ঐ অবস্থায় ঐরূপ ভূতলে পড়িয়া থাকে? সকল গুরুপদার্থই ঐরূপ নিক্ষিপ্ত হইলে ভূতলে আসিয়া পড়ে। এই শেষোক্ত সিদ্ধান্তটি, সকল প্রকার গুরুপদার্থকে উপর হইতে পড়িতে দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ পর্য্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত নির্দ্দেশ পূর্ব্বক প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কৃত করণ বিজ্ঞানের কার্য্য। এবং এই আবিষ্কৃত নিয়মকে আবশ্যক মত আমাদিগের কর্ম্মে প্রয়োগ করাই শিল্পের কার্য্য। ঐ মাধ্যা-

ঘর্ষণ নিয়ম প্রয়োগ করিয়া আমরা বলিতে পারি, একটি কামান হইতে নিক্ষিপ্ত গোলা কতদূর যাইয়া পড়িবে। কার্য্যে এইরূপ বৈজ্ঞানিক নিয়মের প্রয়োগকে শিল্প বলে। অনেক সময়ে একটি শিল্প অনেক গুলি বিজ্ঞানসাপেক্ষ। অর্থাৎ একটি শিল্পে অনেক গুলি ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের নিয়মনিচয় প্রযোগ হয়। কিন্তু শিল্প বিজ্ঞানসাপেক্ষ বলিয়া যে বিজ্ঞানপ্রসূত এমত নহে। প্রথমাবস্থায় শিল্প অনেক সময়ে বিজ্ঞানের পূর্ব্বজ। বিজ্ঞানানুশীলনার্থ বহু বিস্তীর্ণ পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক, শিল্পের কর্ম্মক্ষেত্র অতদূর বিস্তৃত নহে। মনুষ্যের আদিম অভাবসমূহ নিবারণার্থে শিল্পের সৃষ্টি হয়। মনুষ্যের পক্ষে আহার প্রথম প্রয়োজনীয়, অতএব রন্ধন-শিল্পের প্রথম সৃষ্টি হয়। তৎপরে প্রথম অভাবসমূহের পূরণ হইলে পর যথা সময়ে বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইতে থাকে। মনুষ্যের প্রথম রন্ধন কার্য্য, বোধ হয় অত্যুৎকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু প্রথমে যে ঐ শিল্পের সৃষ্টি হয়, তাহার সন্দেহ নাই। তাহার পর উদর পূর্ত্তি হইলে মনুষ্য ক্রমে পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা রন্ধনের রসায়ন বিজ্ঞান আবিষ্কৃত করিলেন। তখন পাক ভাল হইতে লাগিল। রন্ধনটি প্রথমাবস্থায় বিজ্ঞানের সাহায্যাধীন না হওয়ায় অসম্পূর্ণ শিল্প ছিল, কিন্তু ক্রমে রসায়ন বিজ্ঞানের সাপেক্ষ হওয়ায় সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া শিল্পবৃন্দ মধ্যে উচ্চপদস্থ হইয়া উঠিল। বিজ্ঞান সাপেক্ষ হইলে শিল্প সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত শিল্প সম্ভব, তাহার কোন সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ তর্কশাস্ত্র একটি শিল্প, কারণ ইহার নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীদ্বারা আমরা মনোবৃত্তি সমূহের কার্য্যনিচয়ের বিশ্লেষণ করিতে পারি। হোয়েট্লির মতে তর্কশাস্ত্র এই হেতু একটি শিল্প। আবার তর্কশাস্ত্র একটি বিজ্ঞান, কারণ ইহা সিদ্ধান্তের জন্য প্রয়োজনীয় মনোবৃত্তি সমূহের কার্য্যের বিশ্লেষণ। অতএব ইহা একটি বিজ্ঞান ও শিল্প।

৩। কিন্তু তর্কশাস্ত্রের উদ্দেশ্য কি কেবল ভূমিকা হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা? সিদ্ধান্ত গ্রহণ ভিন্ন কি তর্কশাস্ত্রের অন্য উদ্দেশ্য নাই?—আধুনিক পণ্ডিত সমাজে তর্কশাস্ত্রকে চিন্তার শিল্প বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। অর্থাৎ কি প্রকারে চিন্তা করিলে চিন্তা ভ্রান্তিমূলক হইবে না, তাহা তর্কশাস্ত্রের নিয়মাবলী দেখাইয়া দেয়। কিন্তু পূর্ব্বতন পণ্ডিতসমাজে, তর্কশাস্ত্রের উদ্দেশ্য কেবল তর্ক, এই মত প্রচারিত ছিল। এবং পুরাতন গ্রন্থনিচয়ে তর্কের বিষয় তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত হইত, আর প্রথম দুই অধ্যায়ে পারিভাষিক নাম ও প্রসঙ্গ নিচয়ের বিষয় উল্লিখিত হইত। এই হেতু সিদ্ধান্ত গ্রহণ ভিন্ন অপরাপর অনেক বিষয় যে তর্কশাস্ত্রের অন্তর্গত তাহা দেখা যাইতেছে। আমাদের মতে তর্কশাস্ত্র সত্যানুসন্ধানে প্রযুক্ত মনোবৃত্তিবৃন্দের কার্য্যনিচয়ের বিজ্ঞান। কারণ, তর্কশাস্ত্রের অন্তর্গত সমস্ত বিষয় সত্যানুসন্ধানের নিমিত্তই কেবল প্রয়োজনীয়। নামকরণ, শ্রেণীবন্ধন, ব্যাখ্যা ইত্যাদি দ্বারা আমাদিগের জ্ঞান অন্যকে প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত কার্য্যগুলির প্রধান উদ্দেশ্য এই, যে তাহাদিগের সাহায্যে আমরা সত্যনিচয়কে জানিতে পারি ও সত্যনিচয়কে মনোমধ্যে এরূপ নিবিষ্ট করিতে পারি, যে সেই সত্যনিচয় আবশ্যক মতে সহজে আমাদিগের স্মৃতিপথে আইসে। এক ব্যক্তির জ্ঞান অন্যকে প্রদান করা শিক্ষা-শিল্পের বিষয়, তর্কশাস্ত্রের নহে। তর্কশাস্ত্রের সাহায্যে লব্ধ জ্ঞান কেবল আমাদিগের নিজ ব্যবহারের জন্য। এই জগতে যদ্যপি একজন ব্যতীত আর মনুষ্য না থাকিত, তথাপি সেই একজন মনুষ্য উত্তম তর্কশাস্ত্রবিৎ হইতে পারিত, কারণ, তর্কশাস্ত্রের নিয়মাবলী সমূহ মানবজাতির পক্ষে যেরূপ, উক্ত একজন মনুষ্যের পক্ষেও সেইরূপ।

৪। তর্কশাস্ত্র তবে সত্যানুসন্ধানে প্রযুক্ত মনোবৃত্তিবৃন্দের

কার্য্যনিচয়ের বিজ্ঞান। তবে কি সমস্ত সত্যই তর্কশাস্ত্রের বিষয়? সত্য দুই প্রকার—ব্যবহিত ও অব্যবহিত। আমার ক্ষুধা হইতেছে--এই প্রাকৃতিক ঘটনাটি আমি অব্যবহিতরূপে অর্থাৎ নিজের অন্তর্বোধ হইতে জানিতে পারি। আমার ক্ষুধা হইতেছে—এই সত্যটি জানিবার জন্য আমাকে অন্যের সাহায্য লইতে হয় না। আমার ক্ষুধা হইতেছে—এই ঘটনাটি কোন পূর্ব্ব ঘটনা হইতে আমাকে অনুমান করিতে হয় না। এই সত্যটি আমি একেবারে জানিতে পারি। আমার অন্তর্বোধ আমাকে বলিয়া দিতেছে যে আমার ক্ষুধা হইতেছে। এই সত্যসম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ হইতে পারে না। অতএব যাহা কেহ দেখে বা বোধ করে, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণই আবশ্যক করে না। এইরূপ অব্যবহিত সত্যগুলিকে স্বতঃ বলে। স্বতঃ সত্যের সত্যতা অনুসন্ধান করিবার কোন প্রয়োজন নাই। অতএব সত্যানুসন্ধানের নিমিত্ত যে বিজ্ঞান আছে স্বতঃনিচয় তাহার বিষয় নহে। স্বতঃনিচয় তর্কশাস্ত্রের বিষয় নহে। ব্যবহিত সত্যনিচয় তর্কশাস্ত্রের বিষয়। যে সত্যকে পূর্ব্বসত্য হইতে অনুমান করিয়া লইতে হয়, বা যে সত্য অন্যের প্রমাণের উপর নির্ভর করে, তাহাকে ব্যবহিত সত্য বা অনুমান বলে। আমাদিগের অনবস্থিতিতে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে সে সকল ঐতিহাসিক সত্যনিচয় বা পরিমাণতত্ত্বের সূত্রসমূহ) তাহা ব্যবহিত সত্য বা অনুমানের উদাহরণ। ব্যবহিত সত্যের বা অনুমানের সত্যতা নির্দ্ধারণার্থে প্রমাণ আবশ্যক। এবং এই প্রমাণ প্রকৃত কি না, তাহার বিচার করা তর্কশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কোন্ প্রকার প্রমাণ প্রকৃত, আর কোন প্রকার প্রমাণ মিথ্যা; তাহা বিচার করিয়া তর্কশাস্ত্র স্থির করে। আমি বিশ্বাস করি যে অর্জ্জুন নারায়ণের অংশ, ইহাতে তর্কশাস্ত্র সন্তুষ্ট হইবার

নয়। আমার বিশ্বাস হইল কেন এবং এই বিশ্বাস যে সত্য তাহার কি প্রমাণ আছে? ইহার তদন্ত না করিয়া তর্কশাস্ত্র ক্ষান্ত হইবার নয়। তদন্তের পর যদি উক্ত প্রমাণ প্রকৃত ও ভ্রমশূন্য হয়,তাহা হইলে তর্কশাস্ত্র আমার উক্ত বিশ্বাস গ্রাহ্য করিবে। আর যদ্যপি ঐ প্রমাণ দূষণীয় হয়, তাহা হইলে তর্কশাস্ত্র উহাকে কুসংস্কার এবং বিশ্বাসের যোগ্য নহে বলিবে। তবে তর্কশাস্ত্র প্রমাণের বিজ্ঞান। এবং ব্যবহিত, অর্থাৎ নির্ণীত সত্যনিচয় হইতে যে সকল সত্য আমরা অনুমান করিতে পারি, তাহারাই তর্কশাস্ত্রের বিষয়। অব্যবহিত সত্যনিচয় তর্কশাস্ত্রের বিষয় নহে।

৫। তর্কশাস্ত্র তবে প্রমাণের বিজ্ঞান। কিন্তু কি প্রকারে আমরা ব্যবহিত সত্যবৃন্দকে অব্যবহিত সত্য হইতে বাছিয়া লইব? অনেক সময়ে এমন ঘটে যে ভ্রমবশতঃ আমরা কোন ব্যবহিত সত্যকে অব্যবহিত সত্য বলিয়া স্থির করিয়া থাকি। দূরতার উপলব্ধি এইরূপ ভ্রান্তির একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ। নির্দ্দিষ্ট পদার্থের দূরতাসম্বন্ধে আমরা প্রায়ই জানি যে ইহা একটি অব্যবহিত সত্য। অর্থাৎ আমরা প্রায়ই মনে করি যে নির্দ্দিষ্ট পদার্থের দূরতা আমরা অব্যবহিতরূপে উপলব্ধ করি। কিন্তু বাস্তবিক দূরতার উপলব্ধি একটি অনুমান মাত্র। চক্ষের দ্বারা আমরা নানাপ্রকারের রঞ্জিত বিস্তৃতি ব্যতীত আর কিছুই উপলব্ধি করি না। দৃষ্টিকালীন চক্ষের অক্ষকে স্থির করণে মাংসপেশী সকলের আকুঞ্চন ও বিস্ফারণজনিত চেতনা হইতে দূরতার উপলব্ধি কিয়দংশ অনুমিত হয় এবং কিয়দংশ অন্তরালস্থিত বস্তুসমূহের বর্ণের স্পষ্টতার ও অস্পষ্টতার তুলনা করিয়া অনুমিত হয়। এই তুলনা অভ্যাসবশতঃ এত শীঘ্র হয়, যে উহা বোধ করিতে আমরা সময় পাই না। এইজন্য আমরা দূরতার উপলব্ধিকে অব্যবহিত বলিয়া মনে করি। কিন্তু ভাবিয়া

দেখিতে গেলে উপলব্ধিটি সম্যক্‌রূপে ব্যবহিত, অব্যবহিত নহে।

কোন সত্যটি ব্যবহিত আর কোনটিই বা অব্যবহিত, কোন সত্যটি তর্কশাস্ত্রের বিষয় আর কোনটিই বা তর্কশাস্ত্রের বিষয় নহে,এই সকল স্থির করা মনস্তত্ত্বের কার্য্য। তর্কশাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা হইতে বোধ হয়, যে এইরূপ ব্যবহিত ও অব্যবহিত সত্যের প্রভিন্নতা-নিরূপণও তর্কশাস্ত্রের কার্য্য। সত্যানুসন্ধানে প্রযুক্ত মনোবৃত্তি সমূহের কার্য্যের যে বিজ্ঞান,এই প্রভিন্নতা নির্দ্দেশ করা তাহার কর্ত্তব্য বটে,কিন্তু উক্ত বিজ্ঞানান্তর্গত তর্কশাস্ত্রের কার্য্য নহে। কারণ তর্কশাস্ত্র প্রমাণের বিজ্ঞান। তর্কশাস্ত্র বিচারকর্ত্তা। কোন প্রকার প্রমাণ প্রকৃত ও নিঃসন্দেহ, আর কোন প্রকার প্রমাণ অপ্রকৃত ও ভ্রমাত্মক, তাহাই দেখান কেবল তর্কশাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য।

৬। সামান্য বা গৌণ যত সত্য আছে,তাহাদের অধিকাংশই অনুমিত। তন্নিবন্ধন সমস্ত বিজ্ঞানই তর্কশাস্ত্রের নিয়মাবলীর অধীন। আর কেবল বিজ্ঞানই যে তর্কশাস্ত্রের নিয়মাবলীর অধীন এমত নহে, মনুষ্যের দৈনিককর্ম্মসমূহও উক্ত নিয়মাবলীর অধীন। কারণ মনুষ্যের দৈনিক কর্ম্মসমূহের অধিকাংশ পূর্ব্ব ঘটনানিচয় হইতে অনুমান মাত্র। সেনাপতির যুদ্ধনৈপুণ্য, নাবিকের পোতচালননৈপুণ্য, বিচারকর্ত্তার বিচারনৈপুণ্য সকল মানব—কর্ম্মই প্রায় নির্ণীত সত্যনিচয় হইতে অনুমিত। পুরাতন গ্রীকেরা এইরূপে ব্যূহ বিন্যাস করিতেন, তজ্জন্য এই অবস্থায় তাঁহাদিগের ব্যূহ, হিন্দুব্যূহাপেক্ষা ভাল ছিল। এই সকল নির্ণীত সত্যনিচয়ের অনুসন্ধান করিয়া আধুনিক সেনাপতি অবস্থাভেদে সমরক্ষেত্রে পূর্ব্ব সদৃশ বা ভিন্নপ্রকার ব্যূহবিন্যাস করেন। এই ব্যূহবিন্যাস করণটি হিন্দু ও গ্রীক্ ব্যূহ হইতে উক্ত সেনাপতির

দ্বারা অনুমিত তাহার কোন সন্দেহ নাই। এইরূপে দেখিতে গেলে প্রায় সমস্ত মানবকার্য্যই অনুমানের উপর নির্ভর করে। আমরা জাগ্রত অবস্থায় প্রায় সকল সময়েই পূর্ব্বনির্ণীত সত্যনিচয় হইতে অনুমান করিতেছি। অনুমান কর্ম্ম হইতে মানব মন একবারও বিশ্রাম করিতে পারে না।

কিন্তু তর্কশাস্ত্রের কর্ম্মক্ষেত্র জ্ঞানের সহিত এক হইলেও তর্কশাস্ত্রের অর্থ জ্ঞান নহে। তর্কশাস্ত্র প্রমাণের অনুসন্ধান করে না। তর্কশাস্ত্র কেবল প্রমাণের স্বভাব বিচার করে। প্রমাণটি দূষণীয় কি না, তাহাই কেবল তর্কশাস্ত্র দেখাইয়া দেয়। উদ্বন্ধনে মৃত শবশরীরে কি কি চিহ্ন থাকা উচিত তাহা তর্কশাস্ত্র চিকিৎসককে বলিয়া দেয় না। এই চিহ্নগুলি পর্য্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত করা চিকিৎসাতত্ত্বের বিষয়। উক্ত পর্য্যবেক্ষণ বা পরীক্ষাটি প্রকৃত কি না—উক্ত পর্য্যবেক্ষণ বা পরীক্ষাটি নিঃসন্দেহ কি না—উক্ত পর্য্যবেক্ষণ বা পরীক্ষাটি সমস্ত চিহ্নগুলিকে অন্তর্ভূত করে কি না—এই সকলের তদন্ত করাই তর্কশাস্ত্রের কার্য্য। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি তর্কশাস্ত্র বিচারকর্ত্তা মাত্র। তুমি বিচারকর্ত্তার সম্মুখে প্রমাণ আনিয়া দিবে। সেই প্রমাণটি সর্ব্বতোভাবে নিঃসন্দেহ কি না ইহার তদন্তমাত্র বিচারকর্ত্তার কর্ত্তব্য। প্রমাণটি তোমাকে আনিয়া দিতে হইবে, বিচারকর্ত্তা কেবল সেই প্রমাণের সত্যতা বিষয়ে বিচার করিবেন। প্রমাণ আনা বিচারকর্ত্তার কার্য্য নহে। এইরূপে সমস্ত বিজ্ঞানই নিজ নিজ বিষয় সমর্থনার্থে প্রমাণ আনিয়া দেয়। আর সেই প্রমাণের স্বভাবসম্বন্ধে তর্কশাস্ত্র বিচার করে। এই হেতু বেকন তর্কশাস্ত্রকে "Arsartium" অর্থাৎ বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বলিয়াছেন।

৭। যখন তর্কশাস্ত্রের নিয়মাবলী সর্ব্বত্র প্রযুজ্য, তখন

তর্কশাস্ত্রের ব্যবহার্য্যতা সম্বন্ধে আর অধিক লেখা বাহুল্য। তর্কশাস্ত্রের জন্মের পূর্ব্বে মনুষ্য প্রমাণের বিষয় বিচার করিত সত্য বটে, পোতচালন বিজ্ঞানের জন্মের পূর্ব্বে লোকে জলপথে নৌকায় যাইত সত্য; কিন্তু পোতচালনের নিয়মাবলী নির্ণীত হইবার পূর্ব্বে অর্ণবযান এত সুশৃঙ্খলরূপে চালিত হইত না। এক্ষণে সমুদ্রপথে যাত্রা করা দুঃসাহসিক কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু যখন জেসন্ নৌকারোহণ পূর্ব্বক স্বুবর্ণ উর্ণার অনুসন্ধানে প্রথমে সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন জেসন্‌কে এই অসংসাহসিক কর্ম্মের জন্য বীরত্বের উপহার প্রদান করা হয়। এক্ষণে শত শত ইংরাজরূপী জেসন্ দারদানলিস অপেক্ষা শতগুণ বিস্তৃত সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্ব্বক ভারতের স্বুবর্ণ উর্ণার অন্বেষণে প্রত্যহ আসিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে কেহ বীর বলিয়া গণ্য করে না। কেন? পোতচালনের নিত্য নিয়মাবলী নির্ণীত হওয়ায় এক্ষণে পোতচালন পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণে সহজ হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপে তর্কশাস্ত্রের জন্মের পূর্ব্বে মনুষ্য প্রমাণের বিষয় বিচার করিলেও এক্ষণে তর্কশাস্ত্রের নিয়মাবলী অনুসারে উক্ত বিচার করণ যে সহস্রগুণে সহজ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। বিজ্ঞানমাত্রেরই বিষয় পূর্ব্ব নির্ণীত নির্দ্দিষ্ট সত্যনিচয় হইতে, অনুমিত-সত্যনিচয়ের নিগমন ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব পূর্ব্বনির্ণীত নির্দ্দিষ্ট সত্যবৃন্দের সহিত তদনুমিত সত্যনিচয়ের যে সম্বন্ধ আছে তাহার সন্দেহ নাই। এই সম্বন্ধটি যে কি তাহা তর্কশাস্ত্র বলিয়া দেয়। দুইটি সত্যের মধ্যে যে কোনটি মূলসত্য, আর তাহা হইতে যে অপরটি অনুমিত —এই সম্বন্ধ তর্কশাস্ত্রের নিয়মাবলীর সাহায্যে আমরা বাহির করি।' অতএব যখন দেখা যাইতেছে, যে সত্যনিচয়ের মধ্যে পরস্পর বিশেষ সম্বন্ধ আছে—যখন দেখা যাইতেছে যে অনুমিত

ও মূলসত্যের সম্বন্ধ নির্ণয করা অত্যন্ত আবশ্যক—আর যখন তর্কশাস্ত্রের নিয়মাবলীর সাহায্যে উক্ত সম্বন্ধ নির্ণীত হয়—তখন তর্কশাস্ত্র যে সাতিশয় প্রয়োজনীয় তাহার আর সন্দেহ কি?

৮। তর্কশাস্ত্র তবে প্রমাণের বিচারে নিযুক্ত মনোবৃত্তি নিচয়ের কার্য্যসমূহের বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র তবে পূর্ব্ব নির্ণীত সত্য হইতে নূতন সত্যকে অনুমিত করণের, আর উক্ত অনুমানের সাহয্যকারী মনোবৃত্তিনিচয়ের, কার্য্যসমূহের বিজ্ঞান। ভাষা আমাদিগের চিন্তার যন্ত্রের স্বরূপ। ভাষার সহায় ব্যতীত আমরা চিন্তা করিতে পারি না। আমি এই বৃক্ষ নামক পদার্থটির বিষয় চিন্তা করিব, কিন্তু উক্ত পদার্থকে বৃক্ষ নামটি প্রদান না করিয়া তদ্বিষয়ে চিন্তা করা আমার পক্ষে অতিশয় কঠিন। পশুরা স্বাভাবিক জ্ঞানের দ্বারা আশ্রয়দায়ী বৃক্ষকে জানে, মনুষ্যও সেইরূপে অগৎস্থ পদার্থসমূহকে জানিতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ ভাষাবিহীন জ্ঞান সহজে অন্যকে বিতরণ করা যায় না, এমন কি অনেক সময়ে একবারেই যায় না। এই হেতু চিন্তার নিমিত্ত ভাষা অর্থাৎ নামকরণ সাতিশয় প্রয়োজনীয়। যখন নামকরণ চিন্তার নিমিত্ত সাতিশয় প্রয়ো জনীয়, তখন নামকরণ অনুমান কার্য্যের নিমিত্তও প্রয়োজনীয়, কারণ অনুমান কার্য্যটি চিন্তাকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং নামকরণ তর্কশাস্ত্রের একটি প্রধান অংশ। শ্রেণীবন্ধন এবং ব্যাখ্যাও তর্কশাস্ত্রের বিষয়। শ্রেণীবন্ধন ও ব্যাখ্যা কার্য্যদ্বয়ের সাহায্যে আমরা যে কেবল মাত্র সিদ্ধান্ত নিচয়কে, ও সেই সিদ্ধান্ত নিচয়ের আবশ্যকীয় প্রমাণবৃন্দকে স্মৃতিতে অঙ্কিত করিয়া রাখি এমত নহে; আমরা কোন ঘটনাপুঞ্জের তদন্তে প্রবৃত্ত হইলে শ্রেণীবন্ধন ও ব্যাখ্যাকার্য্যদ্বয় তাহাদিগকে এমত সুশৃঙ্খলে সজ্জিত করিয়া রাখে, যে আমরা উক্ত ঘটনাপুঞ্জসম্বন্ধে প্রমাণ-

সমূহের বিচার অতি সহজে করিতে পারি। এইরূপে উক্ত ঘটনাগুলিকে সুশৃঙ্খলরূপে সজ্জিত করায় উক্ত প্রমাণসম্বন্ধে বিচারটি ভ্রমাত্মক হওয়ার সম্ভাবনা স্বল্পতর হইয়া আইসে। তুমি কতকগুলি পদার্থ দেখিয়াছ। পদার্থগুলির এক সাধারণ গুণ এই যে মাটিতে প্রত্যেকেরই শিকড় নামিয়াছে। এই সাধারণ গুণটি লক্ষ্য করিয়া উক্ত মাটিতে শিকড়যুক্ত পদার্থগুলিকে তুমি গাছ নাম প্রদান করিলে। গাছ বলিলেই তুমি মাটিতে শিকড়যুক্ত পদার্থ বুঝিবে। এই পদার্থগুলি গাছশ্রেণীতে বদ্ধ হইল। "ক" পদার্থটির মাটিতে শিকড় আছে কি না জানিলেই "ক" পদার্থটি গাছ কি না, তুমি তাহা বলিয়া দিতে পারিবে।

এই পুস্তকে অনুমান কার্য্যসম্বন্ধে মনোবৃত্তি নিচয়ের কার্য্যের বিশ্লেষণ করা আমাদের উদ্দেশ্য, এবং সেই বিশ্লেষণ হইতে এরূপ কতকগুলি নিয়ম বাহির করা, যদ্দ্বারা নির্দ্দিষ্ট প্রসঙ্গ সমর্থনে আনীত প্রমাণ প্রকৃত কি না, তাহার উত্তমরূপ বিচার হইতে পারে। উক্ত বিশ্লেষণটি যে সম্পূর্ণ হইবে এমত নহে। যাহাতে আমরা প্রকৃত অনুমানকার্য্যের আর দূষণীয় অনুমান কার্য্যের ভিন্নতা জানিতে পারি, তাহাই আমাদের উদ্দেশ্য, কারণ তাহা জানিলেই অনুমিত প্রসঙ্গটি বিশুদ্ধ কি না, তাহাও জানিতে পারিব। অতএব অনুমান কার্য্যসম্বন্ধে মনোবৃত্তি নিচয়ের আমরা এইরূপ বিশ্লেষণ করিব, যে তদ্দ্বারা বিশুদ্ধ অনুমানের আর অশুদ্ধ অনুমানের প্রভিন্নতা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নাম ও প্রসঙ্গ।

তর্কতত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

—০○০—

ভাষার বিশ্লেষণ প্রথমে প্রয়োজনীয়।

১। কি প্রকারে পূর্ব্বনির্ণীত সত্য হইতে নূতন সত্য অনুমান করা যায়, কোন প্রকার প্রমাণ উক্ত অনুমান সমর্থন করে আর কোন প্রমাণই বা সেই অনুমানের ভ্রান্তি দেখাইয়া দেয়, এইগুলির তদন্ত করা তর্কশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। পর্য্যবেক্ষণ বা পরীক্ষাকালীন অনেকগুলি প্রশ্ন আমাদিগের মনোমধ্যে উদয় হয়, তন্মধ্যে আমাদিগের অন্তর্বোধ একেবারেই কতকগুলির উত্তর দিতে পারে, আর কতকগুলির উত্তর দিতে হইলে প্রমাণের আবশ্যক হয়। শেষোক্ত প্রশ্নগুলিমাত্র তর্কশাস্ত্রের বিষয়। সে সকলের উত্তর মনুষ্যকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে বা মানববুদ্ধি আবিষ্কৃত করিতে পারিবে এমত আশা আছে। সেই প্রশ্নগুলি কি? এই সকল প্রশ্নের প্রত্যেকের উত্তর যাহা মনুষ্য একবার দিয়াছে বা দিতে পারিবে, এমত আশা আছে, তাহা প্রসঙ্গরূপে প্রকাশিত হয়। বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের বিষয় এমত কিছুই নাই

যাহা প্রসঙ্গ দ্বারা বিবরিত করা যাইতে পারে না। যে তত্ত্বকে আমরা পূর্ব্বে সত্তা বলিয়া বিবরিত করিয়া আসিয়াছি, তাহা কেবল সত্যপ্রসঙ্গ মাত্র। সত্য বা অসত্য সকলই প্রসঙ্গরূপে প্রকাশিত হয়। যে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গরূপে প্রকাশিত হইতে পারে না, সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে মানববুদ্ধি একেবারে অসমর্থ। অতএব সম্ভব সমুদয় প্রসঙ্গ জানিলেই মানববুদ্ধি যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ, তৎসমুদায়ক জানা হইল—বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের সমস্ত বিষয়ই জানা হইল। কিন্তু প্রসঙ্গ কাহাকে বলে ? প্রসঙ্গ কি হইতে নির্ম্মিত ?

সচরাচর প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা এই যে, প্রসঙ্গ একটি বচন মাত্র যাহাতে কোন নির্দ্দিষ্ট পদার্থ সম্বন্ধে কিছু স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হইয়াছে। "সুবর্ণ পীত" ইহা একটি প্রসঙ্গ কারণ এ স্থলে সুবর্ণ পদার্থটী যে পীতবর্ণ তাহা স্বীকৃত হইল। সুবর্ণ একটি নির্দ্দিষ্ট পদার্থ আর তদ্বিষয়ে কিছু (পীততা) স্বীকৃত হইল, অতএব প্রসঙ্গ শব্দটির পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যানুযায়ী "সুবর্ণ পীত' এই বচনটি যে একটি প্রসঙ্গ তাহার কোন সন্দেহ নাই। "রাম বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করেন নাই" এইটি একটী প্রসঙ্গ, কারণ এস্থলে "রাম" পদার্থ সম্বন্ধে আর কিছু, অর্থাৎ "বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করা," অস্বীকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রসঙ্গ তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে—(১) যে পদার্থ সম্বন্ধে কিছু বলা যায় (২) উক্ত পদার্থ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা যায় (৩) আর এই দুইয়ের যোজক। "সুবর্ণ হয় পীত" ইহা একটী প্রসঙ্গ। এস্থলে "সুবর্ণ" পদার্থ যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে (১)। "সুবর্ণ হয় পীত" ইহা একটী প্রসঙ্গ। এস্থলে সুবর্ণ পদার্থটী সম্বন্ধে কিছু অর্থাৎ "পীত" ধর্ম্ম আছে ইহাই বলা যাইতেছে (২)। আর 'সুবর্ণ' ও 'পীত' এই দুইটী শব্দ 'হয়' এই

শব্দটীর দ্বারা যোজিত (৩)। ‘ সুবর্ণ হয় পীত’ এই প্রসঙ্গটীর তবে তিনটী অংশ আছে ‘ সুবর্ণ’—‘পীত’ আর ‘ হয়’ এস্থলে ‘ সুবর্ণ’ শব্দটীকে কর্ত্তা বা প্রবাচ্য বলে, ‘পীত’ শব্দটীকে প্রবচন বলে, আর ‘ হয়’ শব্দটীকে যোজক বলে। অতএব যাহার বিষয় কিছু বলা যায় তাহা ‘কর্ত্তা’ বা প্রবাচ্য, ‘কর্ত্তার’ বিষয় যাহা কিছু বলা যায় তাহা ‘ প্রবচন’ আর কর্ত্তা ও প্রবচনের সম্বন্ধনির্দ্দেশক শব্দটী ‘ যোজক’ বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। প্রসঙ্গ তবে তিন অংশে বিভক্ত (১) কর্ত্তা বা প্রবাচ্য (২) প্রবচন, (৩) যোজক।

আমি যদি কেবল মাত্র ‘ সূর্য্য’ কথাটী উচ্চারিত করি, তাহা হইলে ‘ সূর্য্য’ পদার্থটী আমার শ্রোতার মনে উদয় হইবে। অর্থাৎ ‘ সূর্য্য’ কথাটীর অর্থ মাত্র আমার শ্রোতা বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু ‘ সূর্য্য’ কথাটী মাত্র বলিয়া আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি ইহা সত্য কি না, তুমি ইহা বিশ্বাস কর কি না, তাহা হইলে তুমি কোন উত্তর দিতেই সমর্থ হইবে না। কারণ সূর্য্যের কি বিশ্বাস করিতে হইবে, তাহা তুমি জান না। এস্থলে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু যদি আমি বলি ‘ সূর্য্য আছে,’ আর যদি আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি ‘ সূর্য্য আছে’ ইহা তুমি বিশ্বাস কর কি না, তাহা হইলে তুমি সহজেই উত্তর দিতে পারিবে য ‘ সূর্য্য আছে বটে আমি জানি।’ কারণ এস্থলে আমার প্রশ্নে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের বিষয় আছে। ‘ সূর্য্য আছে’ বলিলে দুইটী পদার্থের প্রতিকৃতি তোমার মনোমধ্যে আবির্ভূত হইবে, ‘ সূর্য্যের’ প্রতিকৃতি এবং ‘ আছে’ অর্থাৎ ‘ সত্তার’ প্রতিকৃতি। কেবল ‘ সূর্য্য’ বলিলেই ‘ সূর্য্য’ যে ‘আছে, তাহা বুঝায় না, কারণ সূর্য্য থাকিতেও পারে বা না থাকিতেও পারে। অতএব

সত্তা সূর্য্যের অন্তর্ভূত নহে। সূর্য্য এই শব্দটী 'সূর্য্য আছে' এই প্রসঙ্গটীর সহিত তুল্যার্থ নহে। 'সূর্য্য' বলিলে সূর্য্য নামক পদার্থ বুঝায়, আর 'সূর্য্য আছে' বলিলে, সূর্য্য পদার্থটি বুঝায় ও তদ্ব্যতীত সূর্য্যের সত্তাও বুঝায়। অতএব 'সূর্য্য' অপেক্ষা 'সূর্য্য আছে' এই প্রসঙ্গটীর অর্থ যে অধিক তাহার কোন সন্দেহ নাই।

প্রত্যেক প্রসঙ্গের তবে তিনটী স্থূলাংশ আছে, কর্ত্তা, প্রবচন, যোজক। কর্ত্তা, প্রবচন, আর যোজক এই তিনটি কি পদার্থ? ইহারা তিনটী ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের তিনটী ভিন্ন ভিন্ন নাম। অতএব প্রত্যেক প্রসঙ্গে তিনটী করিয়া নাম আছে। নাম ব্যতীত প্রসঙ্গ হইতে পারে না। নাম দ্বারা প্রসঙ্গ গঠিত। যেমত তাপ না থাকিলে বাষ্প হয় না সেইরূপ নাম ব্যবহার না করিলে প্রসঙ্গ রচনা করা যায় না। আর আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে যে সকল প্রশ্নের উত্তর মানববুদ্ধি একবার দিয়াছে বা দিতে পারিবে এমত আশা আছে, সেই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গরূপে ব্যতীত অন্য কোনরূপে প্রকাশিত হয় না। অতএব সমস্ত বিজ্ঞানই প্রসঙ্গরূপে প্রকাশিত হয়, কারণ বিজ্ঞান, প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রশ্নসমূহের উত্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। তবে প্রসঙ্গের প্রকৃতি না জানিলে আমরা কোন মতেই বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে পারি না। আর আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে প্রসঙ্গ নাম দ্বারা গঠিত। অতএব নাম সম্বন্ধে আমাদিগের জ্ঞান পক্ক না হইলে আমরা প্রসঙ্গের তত্ত্বানুধানে সমর্থ হইব না।

এতদ্ব্যতীত ভাষা চিন্তার নিমিত্ত একটি প্রধান যন্ত্র। ভাষা ব্যতীত চিন্তা করা সাতিশয় সুকঠিন এবং অনেক সময়ে একেবারে অসম্ভব। ভাষা কি? ভাষা কাহাকে বলে? ভাষা জগৎস্থ

সমস্ত পদার্থের কেবল নামসংগ্রহ মাত্র। নাম জানিলেই ভাষা জানা হইল। ভাষা জানিলেই তদ্‌ভাষী ব্যক্তিরা যে সমস্ত পদার্থের নাম জানে, অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থকে জানিবা নাম প্রদান করিয়াছে তৎসমুদায় পদার্থকে জানা হইল। একজন মনুষ্য পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা কত পদার্থই জানিতে পারে? সমস্ত মানবজাতি সহস্র সহস্র বৎসরের পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা এই বিপুল বিশ্বের কত পদার্থই জানিতে পারিয়াছে? আমি যদি পদার্থের নাম ত্যাগ করিয়া কেবল পদার্থের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হই তাহা হইলে আমাকে নিজের পর্য্যবেক্ষণ মাত্রের উপর নির্ভর করিতে হইবে, কারণ তাহা হইলে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা যে সমস্ত বিশ্বস্ত ঘটনা নির্ণীত করিয়া গিয়াছেন ও আমাদিগের সমসাময়িক পণ্ডিতেরা যে সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নির্ণীত করিয়াছেন সেই সমস্ত বহুবিস্তীর্ণ পর্য্যবেক্ষণ হইতে আমি কোন প্রকার ফলই গ্রহণ করিতে পারিব না। কারণ তাঁহারা সকলে তাঁহাদিগের পর্য্যবেক্ষণের ফলনিচয়কে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এবং এই লিপিবদ্ধ ভাষার সাহায্যে হইয়াছে, আর ভাষা নামসংগ্রহ মাত্র, এবং আমি নাম ত্যাগ করিয়া পদার্থের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত। অতএব নামসম্বন্ধে জ্ঞান যখন ভাষার একটি প্রধান যন্ত্র, আর ভাষা না জানিলে যখন বহুকালব্যাপক পর্য্যবেক্ষণসমূহের কোন ফলগ্রাহী হইতে পারা যায় না তখন নামের আলোচনা করা আমাদিগের প্রথম কর্ত্তব্য তাহার আর সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নাম।

১। আমি একটি পদার্থের উপলব্ধি করিলাম। ভবিষ্যতে উক্ত পদার্থটি স্মরণকরণার্থ আমি ইচ্ছামত এক অথবা বহু কথা নির্ম্মিত একটি চিহ্নের দ্বারা এই পদার্থকে চিহ্নিত করিলাম। এই চিহ্নকে নাম বলে। নাম দ্বারা যে কেবলমাত্র তন্নামক পদার্থ আমাদের স্মরণে আইসে এমত নহে, নামের সাহায্যে আমরা তন্নামক পদার্থ সম্বন্ধে অন্যের সহিত কথোপকথন করিতে পারি। নাম দ্বারা আমরা অতীত উপলব্ধি সম্বন্ধে অন্যকে পরিচয় দিতে পারি।

কিন্তু নাম কি তন্নামক পদার্থের চিহ্ন, অথবা উপলব্ধিকালীন আমাদিগের মনোমধ্যে তন্নামক পদার্থের যে প্রতিকৃতি হয় তাহার চিহ্ন? বৃক্ষনামক পদার্থটি তোমার সম্মুখে রহিয়াছে। বৃক্ষনামক পদার্থটিকে তুমি চক্ষু দিয়া দেখিতেছ। তোমার চাক্ষুষ স্নায়ুতে উক্ত পদার্থের চেতনা হইতেছে, উক্ত স্নায়ুর দ্বারা সেই চেতনটি মস্তিষ্কে নীত হইলে তুমি উক্ত পদার্থের উপলব্ধি করিলে। সেই উপলব্ধিটি উক্ত পদার্থের প্রতিকৃতি রূপে তোমার মনোমধ্যে অঙ্কিত রহিল। উপলব্ধিকালীন তুমি উক্ত পদার্থটিকে বৃক্ষ নাম প্রদান করিলে। কিয়ৎক্ষণ পরে উক্ত পদার্থ হইতে দূরে গেলে। বৃক্ষ তোমার দৃষ্টিপথে আর আসিল না, কিন্তু তুমি, বৃক্ষ এই নামটি চিন্তা করিলে। এক্ষণে নামটী কি স্মরণ করাইয়া দিবে, বৃক্ষটিকে না তোমার মনোমধ্যে বৃক্ষের প্রতিকৃতিকে? নামটি কিসের চিহ্ন? তন্নামক পদার্থের চিহ্ন না তোমার মনোমধ্যে উক্ত পদার্থের যে প্রতিকৃতি রহিয়াছে তাহার চিহ্ন? অনেকে বলেন যে আমাদিগের মনোমধ্যে তন্নামক

পদার্থের যে প্রতিকৃতি রহিয়াছে নাম তাহারই চিহ্ন, উক্ত পদার্থটির চিহ্ন নহে। কিন্তু আমাদের মতে এই মতটি ভ্রমাত্মক। আমি কোন অতীত কালে বৃক্ষ নামক পদার্থের উপলব্ধি করিয়াছিলাম, এবং তৎকালীন উক্ত পদার্থকে বৃক্ষ নামটি প্রদান করিয়া চিহ্নিত করিয়াছিলাম। এক্ষণে উক্ত পদার্থসম্বন্ধে অন্য এক ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিবার মানসে তাঁহাকে বলিলাম 'বৃক্ষে ফল জন্মে।' 'বৃক্ষে ফল জন্মে' ইহার অর্থ এই যে বৃক্ষনামক প্রাকৃতিক পদার্থে ফলনামক প্রাকৃতিক পদার্থ জন্মে ইহা আমি বিশ্বাস করি। নাম যদি তন্নামক পদার্থের অতীত উপলব্ধিজনিত প্রতিকৃতি মাত্র হইত তাহা হইলে 'বৃক্ষে ফল জন্মে' এই প্রসঙ্গের এইরূপ অর্থ হইত— যে আমার মনস্থিত বৃক্ষের প্রতিকৃতি আমার মনোমধ্যে ফলের প্রতিকৃতির উৎপাদন করে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে না। 'বৃক্ষে ফল জন্মে' এই প্রসঙ্গের দ্বারা বৃক্ষনামক প্রাকৃতিক পদার্থের ফল নামক পদার্থের উৎপাদিকা-শক্তি সম্বন্ধে তোমার বিশ্বাস জন্মাইতে ইচ্ছা করিতেছি। আর আমার মনঃস্থিত বৃক্ষ প্রতিকৃতি যে আমার মনোমধ্যে ফল প্রতিকৃতির উৎপাদন করে ইহা তোমাকে বুঝান যে আমার উদ্দেশ্য নহে তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে। কোন পদার্থের নাম করিলে আমরা ঐ পদার্থসম্বন্ধে কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করি, আমাদিগের মনস্থিত উক্ত পদার্থের প্রতিকৃতি সম্বন্ধে কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করি না। যদি আমি 'সূর্য্য' এই নামটি উচ্চারণ করি, তাহা হইলে তুমি কি বুঝ? সূর্য্যনামক প্রাকৃতিক পদার্থটি বুঝ, না আমার মনোমধ্যে সূর্য্যনামক প্রাকৃতিক পদার্থের প্রতিকৃতি বুঝ? সচরাচর লোকে নাম শুনিলেই তন্নামক পদার্থ বুঝে, নামকর্তৃক মনোমধ্যে উক্ত পদার্থের প্রতিকৃতি বুঝে না।

অতএব এ পুস্তকে নাম বলিলেই তন্নামক পদার্থের নাম বুঝাইবে, উক্ত পদার্থের প্রতিকৃতির নাম বুঝাইবে না।

২। নাম তবে তন্নামক পদার্থের চিহ্ন। কিন্তু সেই পদার্থগুলি কি? এই প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে প্রত্যেক প্রকার নামের তদন্ত করা উচিত। কতকগুলি শব্দ আছে যাহারা কোন পদার্থের নাম হইতে পারে না, কেবল পদার্থের নামের অংশ মাত্র হইতে পারে, যথা বিভক্তি, বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ, উপসর্গ। এই শব্দগুলির এমত কোন অর্থ নাই যাহার সম্বন্ধে কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা যায়। আমরা যদি বলি 'পীত পড়িতেছে' তাহা হইলে কোন অর্থই হয় না, কারণ 'পীত' শব্দটি, বিশেষণ, ইহা কোন পদার্থবাচক নহে কেবল পদার্থের একটি গুণবাচক মাত্র। 'উপ এই গৃহের আছে' বলিলে কিছুই বুঝা যায় না। উপ শব্দ একটি উপসর্গ। অন্য পদার্থবাচক নামের সহিত সংযুক্ত না হইলে ইহার কোন অর্থ হয় না। 'দিগের টাকা আছে' বলিলে কোন অর্থই হয় না; কারণ 'দিগের' শব্দ একটি বিভক্তি মাত্র, অন্য পদার্থবাচক শব্দের সহিত যুক্ত না হইলে ইহার কোন অর্থই হয় না। কিন্তু যদি আমি বলি 'তাহাদিগের টাকা আছে;' 'পীত বস্ত্র পড়িতেছে' 'এই গৃহের উপমা আছে' তাহা হইলে উক্ত বচনগুলি সার্থ হয়, কারণ তাহারা যে বিষয়বৃন্দ বিবরিত করে তৎসমুদায় সম্বন্ধে কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা যাইতে পারে। উক্ত বচনপুঞ্জ দ্বারা বিবরিত বিষয়বৃন্দ বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের কারণ হইতে পারে। তবে বিভক্তি, বিশেষণ, ক্রিয়া বিশেষণ, উপসর্গ, ইহারা কি কখনই নামের অংশ ভিন্ন সম্পূর্ণ নাম বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে না? কেবল এক সময়ে মাত্র পারে নতুবা নহে। যখন বিভক্তি, বিশেষণ, ক্রিয়া বিশেষণ

বা উপসর্গ নিজবাচক হয় তখনই কেবল ইহারা সম্পূর্ণ নাম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে ; যথা—যখন আমরা বলি 'উপ একটি উপসর্গ,' 'পীত একটি বর্ণ,' 'দিগের ষষ্ঠীর এক বচনের চিহ্ন,' এ স্থলে 'উপ,' 'পীত,' 'দিগের' এই শব্দগুলিকে নাম বলিয়া ধরিতে হইবে সন্দেহ নাই।

'ঘাস শ্যাম' এই প্রসঙ্গে 'শ্যাম' শব্দটি বিশেষণ। কিন্তু শ্যাম শব্দটি বিশেষণ হইলেও এ স্থলে একটি সম্পূর্ণ নামরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'শ্যাম' শব্দটির বর্ত্তমান প্রয়োগ হইতে আমরা কখনই বলিতে পারি না যে এস্থলে শ্যাম শব্দটি কোন নামের অংশ ; একটি সম্পূর্ণ নাম নহে। কিন্তু তর্কশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা 'ঘাস শ্যাম' এইরূপ প্রসঙ্গকে 'ঘাস শ্যাম বর্ণ পদার্থ' বলিয়া উল্লেখ করেন। 'তুষার শ্বেত' অর্থাৎ 'তুষার শ্বেত পদার্থ' ইত্যাদি। আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি 'পৃথিবী গোল,' কিন্তু 'গোলকে সহজে চালান যায়' এরূপ প্রসঙ্গ আমরা এক বারে করিতে পারি না। 'গোলকে সহজে চালান যায়' এই বচনটির কোন অর্থই নাই, কারণ 'গোলকে' কথাটি একটি বিশেষণ এবং তন্নিবন্ধন একটি সম্পূর্ণ নাম নহে। 'গোলকে সহজে চালান যায়' এই বচনটিকে একটি প্রকৃত প্রসঙ্গ করিতে হইলে বলিতে হইবে 'গোল বস্তুকে' সহজে চালান যায় কারণ 'গোল বস্তু' সম্বন্ধে কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু 'গোল' সম্বন্ধে কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা একবারে অসম্ভব।

কোন কোন সময়ে অনেক গুলি কথার দ্বারা আমরা একটী মাত্র নামকে প্রকাশিত করি। 'উদয় সিংহের সেনাপতি জয় মল্ল' এইরূপ বহুশব্দপ্রসূত নামের উদাহরণ। শব্দমালা দ্বারা একটী মাত্র নাম প্রকাশিত হইয়াছে কি না তাহা জানিতে হইলে

উক্ত শব্দমালা সম্বন্ধে একটী প্রবচন করিতে হয়। যদি শব্দমালা দ্বারা একটী মাত্র নাম প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত প্রবচনের সহযোগে একটী মাত্র প্রসঙ্গ সম্ভূত হইবে; আর যদি উক্ত শব্দমালা দ্বারা একাপেক্ষা অধিক নাম প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত প্রবচনসহযোগে একাপেক্ষা অধিক প্রসঙ্গ সম্ভূত হইবে। 'জয়মল্ল যিনি উদয়সিংহের সেনাপতি ছিলেন, যুদ্ধে হত হয়েন,' এস্থলে 'জয়মল্ল, যিনি উদয়সিংহের সেনাপতি ছিলেন' এই শব্দমালা দ্বারা একমাত্র ব্যক্তির, 'জয়মল্লের' নাম বুঝাইতেছে, কারণ 'যুদ্ধে হত হয়েন' এই প্রবচনটির সহযোগে একটীমাত্র প্রসঙ্গ সম্ভূত হইতেছে। 'জয়মল্ল যিনি উদয়সিংহের সেনাপতি ছিলেন যুদ্ধে হত হয়েন' এই প্রসঙ্গে জয়মল্লের যুদ্ধে হত হওয়া ব্যতীত আমরা আরও একটী বিষয় স্বীকার করিতেছি,—আমরা স্বীকার করিতেছি যে 'জয়মল্ল উদয়সিংহের সেনাপতি ছিলেন।' কিন্তু এই শেষোক্ত প্রসঙ্গটী পূর্ব্বোক্ত প্রসঙ্গ 'জয়মল্ল যুদ্ধে হত হয়েন' নির্দ্দিষ্ট হইবার পূর্ব্বে স্বীকৃত হইয়াছে অতএব এস্থলে একের অধিক বিষয় স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু যদি আমি বলি 'জয়মল্ল ও উদয়সিংহের সেনাপতি যুদ্ধে হত হয়েন' তাহা হইলে দুইটী প্রসঙ্গ একত্রে গ্রথিত হইবে। 'জয়মল্ল ও উদয়সিংহের সেনাপতি' এই শব্দমালা দুইটী নামবাচক হইবে। 'জয়মল্ল ও উদয়সিংহের সেনাপতি যুদ্ধে হত হয়েন' বলিলে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা বুঝায়,—'জয়মল্ল যুদ্ধে হত হয়েন' আর 'উদয়সিংহের সেনাপতি যুদ্ধে হত হয়েন।'

৩। সমস্ত নামই বাস্তব বা অবাস্তব পদার্থের নাম। নাম বলিলেই কোন পদার্থের নাম বুঝিতে হইবে। উক্ত পদার্থটী বাস্তব বা অবাস্তব হইতে পারে; উক্ত পদার্থটী কেবল মাত্র

একটী মানসিক ভাব বা মানসিক বোধ হইতে পাবে, উক্ত পদার্থ একটী বহির্বিষয় হইতে পাবে, কিন্তু 'নাম' বলিলেই উক্ত দুই প্রকার পদার্থের একপ্রকারকে বুঝাইবে। কারণ "নাম" পদার্থ ব্যতীত আর কিছুরই নাম হইতে পারে না ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি, আর বিশ্বস্থ সমস্ত পদার্থই মানসিক ও বাহ্যিক—এই দুই ভাগে বিভক্ত। তবে 'নাম' কোন না কোন পদার্থের নাম। কিন্তু প্রত্যেক বিশ্বস্থ পদার্থেরই নির্দ্দিষ্ট নাম নাই। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পদার্থের মাত্র নির্দ্দিষ্ট নাম আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির বা প্রসিদ্ধ স্থানের একটী করিয়া নির্দ্দিষ্ট নাম আছে, যথা—রাম, দেবদত্ত, কামিনী, লাহোর, কলিকাতা। আর যে সকল পদার্থের নির্দ্দিষ্ট নাম নাই তাহাদিগকে নাম প্রদান করিতে গেলে অনেক কথা একত্র গ্রথিত করিয়া নাম রচনা করিতে হয়। সেই কথাপুঞ্জের প্রত্যেকেই অসংখ্য পদার্থের নাম হইতে পারে কিন্তু তাহারা এরূপে গ্রথিত হয় যে তাহাদিগের সকলের সমষ্টি অর্থে একমাত্র পদার্থকে বুঝায়। 'এই প্রস্তর খণ্ড' এক নির্দ্দিষ্ট প্রস্তরখণ্ডের নাম—আমার সম্মুখস্থ এই নির্দ্দিষ্ট প্রস্তরখণ্ডের নাম। 'এই প্রস্তরখণ্ড' এই বচনটীতে দুইটী নাম ব্যবহৃত হইয়াছে, 'এই' আর 'প্রস্তরখণ্ড।' 'এই' কথাটী এই নির্দ্দিষ্ট প্রস্তর খণ্ড সম্বন্ধে ব্যতীত যে আরও অনেক পদার্থ সম্বন্ধে প্রয়োগ হইতে পারে, আর 'প্রস্তরখণ্ড' নামটী যে এই নির্দ্দিষ্ট প্রস্তর খণ্ড ব্যতীত জগৎস্থ সমস্ত প্রস্তরখণ্ডকে বুঝাইতে পারে তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এস্থলে 'এই' কথাটী 'প্রস্তর খণ্ড' কথাটীর সহিত গ্রথিত হইয়া এক নির্দ্দিষ্ট প্রস্তর খণ্ডকে অর্থাৎ আমার সম্মুখস্থ প্রস্তরখণ্ডকে বুঝাইতেছে ও তদ্ভিন্ন আর কিছুই বুঝাইতেছে না। ইহার কারণ কি? এস্থলে

অসংখ্য পদার্থবাচক 'প্রস্তরখণ্ড' নামটী অসংখ্য পদার্থবাচক 'এই' নামটীর সহিত গ্রথিত হওয়ায় উভয় নামেরই অর্থের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদিগের প্রত্যেকের অর্থ অসীম কিন্তু এস্থলে উভয়ে একত্র গ্রথিত হওয়াতে উভয়ের অর্থসীমা ক্ষুদ্রতম হইয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু নির্দ্দিষ্ট নামশূন্য পদার্থপুঞ্জের নাম হওয়া ব্যতীত অসংখ্যপদার্থবাচী নাম সমূহের আর এক কর্ম্ম আছে। অসংখ্যপদার্থবাচী নামের সাহায্যে আমরা সামান্য প্রসঙ্গ নির্দ্দেশ করিতে পারি। সামান্য প্রসঙ্গ কাহাকে বলে? যে প্রসঙ্গে আমরা অসংখ্য পদার্থবৃন্দ সম্বন্ধে একবারে কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করি তাহাকে সামান্য প্রসঙ্গ বলে। অসংখ্য পদার্থবাচী নামকে সামান্য নাম বলা উচিত, কারণ এই নাম ঐ অসংখ্য পদার্থের প্রত্যেকেরই নাম—অতএব উক্ত নামটী উক্ত পদার্থপুঞ্জের সামান্য নাম। মনুষ্য বলিলেই রাম, দেব দত্ত, কামিনী প্রভৃতি সমস্ত মানবজাতিকেই বুঝাইবে। আর রাম মনুষ্য, দেবদত্ত মনুষ্য, কামিনী মনুষ্য—ইহারা সকলেই মনুষ্য। অতএব মনুষ্য নামটী ইহাদিগের সকলের পক্ষে স্বীকৃত হইতেছে, তন্নিবন্ধন উক্ত নামটী ইহাদের সকলের পক্ষে সামান্য বা সাধারণ। যে নাম এক এবং নির্দ্দিষ্ট অর্থে অসংখ্য পদার্থনিচয়ের প্রত্যেকের সম্বন্ধে স্বীকৃত হইতে পারে, তাহাকে সামান্য নাম বলা যায়। আর যে নাম এক এবং নির্দ্দিষ্ট অর্থে একমাত্র পদার্থ সম্বন্ধে স্বীকৃত হইতে পারে, তাহাকে একবাচক নাম বলে। 'মনুষ্য' এই নামটী সামান্য নাম কারণ ইহা রাম, দেবদত্ত, কানাই, কামিনী, হেমাঙ্গিনী এই ব্যক্তিগুলির প্রত্যেকেরই সম্বন্ধে স্বীকৃত হইতে পারে। আমরা জানি যে রাম মনুষ্য, দেবদত্ত মনুষ্য, কানাই মনুষ্য,

কামিনী মনুষ্য, হেমাঙ্গিনী মনুষ্য। 'মনুষ্য' এই শব্দ দ্বারা প্রকাশিত ধর্ম্মগুলি উক্ত ব্যক্তিগণে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দেবদত্ত একটী একবাচক নাম, রাম একটী একবাচক নাম, কানাই একটী একবাচক নাম, কামিনী একটী একবাচক নাম, হেমাঙ্গিনী একটি একবাচক নাম, কারণ উক্ত নামগুলির প্রত্যেকে এক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অন্যকে বুঝায় না। দেবদত্ত, রাম, কামিনী, ইত্যাদি নামগুলি গুণবাচক নহে। 'রাম মনুষ্য' বলিলে বুঝায় যে রামের মনুষ্যত্ব গুণ আছে, অর্থাৎ মনুষ্যের যে গুণগুলি থাকা উচিত রামের সেই গুণগুলি আছে। কিন্তু যদি আমি বলি 'আমার ভ্রাতা রাম' তাহা হইলে বুঝাইবে না যে আমার ভ্রাতার রামত্ব গুণ আছে, অর্থাৎ রামের যে গুণগুলি থাকা উচিত আমার ভ্রাতার সেই গুণগুলি আছে, কারণ প্রকৃতিতে রামত্ব গুণ বলিবা কোন গুণ নাই, কিন্তু মনুষ্যত্ব গুণ বলিয়া প্রকৃতিতে অনেকগুলি গুণ আছে। অতএব 'রাম' এই নামটী এক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি সম্বন্ধে ব্যতীত স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হইতে পারে না এবং তন্নিবন্ধন ইহা একটি একবাচক নাম। 'আকবরের অব্যবহিত পরে যিনি দিল্লির সম্রাট হইয়াছিলেন' ইহা একটী একবাচক নাম কারণ ইহা জাহাঙ্গীর ভিন্ন অন্য কাহারও সম্বন্ধে স্বীকৃত হইতে পারে না।

এক সামান্য নাম দ্বারা পরিচিত, পদার্থের সম্প্রদায়কে শ্রেণী বলে। 'মনুষ্য' এই সামান্য নামটী শরীরিগণের মধ্যে মনুষ্যশ্রেণীটিকে পরিচিত করে, অতএব জগৎস্থ মনুষ্য সম্প্রদায় মনুষ্যশ্রেণী। কিন্তু সামান্য নাম ও শ্রেণী নাম তুল্যার্থ নহে। সামান্য নামটী তন্নামক প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধে স্বীকৃত হইতে পারে। কিন্তু শ্রেণী নাম সেই শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে স্বীকৃত হইতে পারে না, কেবল সেই

শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিসম্প্রদায়ের পক্ষে শ্রেণী নামটি স্বীকৃত হইতে পারে। 'মনুষ্য' একটি সামান্য নাম, রাম ও কামিনী মনুষ্য নামক ব্যক্তি। আমরা এক্ষণে বলিতে পারি যে রাম মনুষ্য,—কামিনী মনুষ্য। আর এই পাঠশালার 'প্রথম শ্রেণী' একটি শ্রেণী নাম, রাম, কানাই, গোপাল প্রত্যেকেই উক্ত প্রথম শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি। এক্ষণে আমরা বলিতে পারি না যে রাম প্রথম শ্রেণী কানাই প্রথম শ্রেণী, গোপাল প্রথমশ্রেণী, কারণ রাম, কানাই ও গোপাল এই ব্যক্তিগুলি একত্রিত হইলে 'প্রথম শ্রেণী' হয়, কিন্তু ইহাদিগের প্রত্যেকেই প্রথম শ্রেণী নহে। নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর নাম একবাচক নাম কারণ ইহা একমাত্র নির্দ্দিষ্ট পদার্থ 'নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী' সম্বন্ধে স্বীকৃত হইতে পারে। নির্দ্দিষ্ট প্রথম শ্রেণীটী একটি প্রাকৃতিক পদার্থ নহে, ইহা সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক। কিন্তু কাল্পনিক হইলেও ইহা একটি পদার্থ, অতএব ইহার নাম সম্ভব। আর উক্ত নাম একমাত্র পদার্থ ব্যতীত অন্য পদার্থ সম্বন্ধে স্বীকৃত হইতে না পারায় উহা একটী এক-বাচক নাম। কিন্তু 'শ্রেণী' এই নামটী সামান্য নাম, কারণ ইহা প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণী, সকল শ্রেণী সম্বন্ধে স্বীকৃত হইতে পারে যথা 'প্রথম শ্রেণী একটী শ্রেণী,' 'দ্বিতীয় শ্রেণী—একটী শ্রেণী' ইত্যাদি।

৪। নাম অবরুদ্ধ বা সংজাত হইতে পারে। যে নাম দ্বারা পদার্থের ধর্ম্ম মাত্র বুঝায় তাহাকে অবরুদ্ধ নাম বলে, যথা শুভ্রতা, কৃষ্ণতা, পীততা, চক্রতা ইত্যাদি। আর যে নাম দ্বারা কোন পদার্থ বুঝায়, তাহাকে সংজাত নাম বলে। পদার্থ হইলেই ধর্ম্মবিশিষ্ট হইবে। আমরা কিরূপে পদার্থের উপলব্ধি করি? পদার্থের ধর্ম্মনিচয় ব্যতীত আর কিছুই আমরা উপলব্ধি করি না। এই বৃক্ষটী আমরা উপলব্ধি করিতেছি বলিলে

উক্ত বৃক্ষের দৈর্ঘ্য, বর্ণ ইত্যাদি ধর্ম্মপুঞ্জ উপলব্ধি করিতেছি ইহাই বুঝায়। পদার্থের ধর্ম্ম হইতেই আমরা পদার্থ উপলব্ধি করিতে পারি, কারণ ইন্দ্রিয়চালনা দ্বারা আমরা ঐ ধর্ম্মগুলি মাত্র উপলব্ধি করিতে পারি। কোন নির্দ্দিষ্ট পদার্থের ধর্ম্মপুঞ্জ ব্যতীত তৎসম্বন্ধে আমরা আর কিছুই জানি না ও জানিতে পারি না। 'ঐ বৃক্ষ' বলিলে নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্য, বর্ণ ইত্যাদি ধর্ম্মগুলি মাত্র বুঝায়। তবে প্রত্যেক পদার্থ আমাদের পক্ষে কতকগুলি ধর্ম্মমাত্রের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। উক্ত ধর্ম্মসমষ্টি হইতে যদি একটি ধর্ম্ম বাছিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে সেই বিযুক্ত ধর্ম্মটি আর আর সমস্ত ধর্ম্মগুলি হইতে অবকৃষ্ট হইল। আমার সম্মুখস্থ বৃক্ষটি দীর্ঘে ৫ হাত, শ্যামল বর্ণ ইত্যাদি। '৫ হাত দৈর্ঘ্য ও শ্যামল বর্ণ ইত্যাদি' উক্ত বৃক্ষের ধর্ম্ম। এক্ষণে উক্ত ধর্ম্মবৃন্দ হইতে যদি 'শ্যামল বর্ণ' এই ধর্ম্মটি আমি বিযুক্ত করি, তাহা হইলে 'শ্যামল বর্ণ' অর্থাৎ 'শ্যামলতা' ধর্ম্মটি অবকৃষ্ট হইল, 'শ্যামলতা' একটি অবকৃষ্ট নামের উদাহরণ। আমার সম্মুখস্থ বৃক্ষটি দীর্ঘে ৫ হাত, শ্যামল বর্ণ ইত্যাদি। '৫ হাত দৈর্ঘ্য শ্যামলতা ইত্যাদি' উক্ত বৃক্ষের ধর্ম্ম। অর্থাৎ উক্ত ধর্ম্মগুলি বলিলে উক্ত বৃক্ষটিকে বুঝাইবে। এই ধর্ম্মগুলির সমষ্টি অর্থাৎ 'আমার সম্মুখস্থ বৃক্ষ' সংজাত নামের উদাহরণ। 'একটি অশ্ব' সংজাত নাম; 'এক' অবকৃষ্ট নাম।

সমস্ত ধর্ম্মবাচক নাম তবে অবকৃষ্ট নাম। অবকৃষ্ট নাম সামান্য বা একবাচক হইতে পারে। 'শুভ্রতা' এই নামটি অবকৃষ্ট এবং সামান্য; কারণ ইহা ধর্ম্মবাচক ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শুভ্রতা সম্বন্ধে স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হইতে পারে। প্রকৃতিতে যে বিবিধ প্রকার শুভ্রতা আছে, তাহার কোন সন্দেহ

নাই। দুগ্ধ শুভ্র; তুষার শুভ্র। দুগ্ধের শুভ্রতার সহিত তুষারের শুভ্রতার প্রভিন্নতা আছে। অতএব 'শুভ্রতা' এই নামটি উক্ত দুই প্রকার 'শুভ্রের' প্রত্যেকেরই সম্বন্ধে স্বীকৃত হইতে পারে। 'দুগ্ধের শুভ্রতা, শুভ্রতা,' 'তুষারের শুভ্রতা, শুভ্রতা।' আবার 'শুভ্রতা' নামটি একটি ধর্ম্মবাচক নাম। অতএব 'শুভ্রতা' নামটি সামান্য ও অবকৃষ্ট। অবকৃষ্ট নাম এক বাচকও হইতে পারে। 'চতুষ্কোণতা' এই নামটি ধর্ম্মবাচক নাম এবং তন্নিবন্ধন অবকৃষ্ট। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার চতুষ্কোণতা নাই। 'চতুষ্কোণতা' একই প্রকার। অতএব 'চতুষ্কোণতা' নানা প্রকার চতুষ্কোণতা সম্বন্ধে স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হইতে পারে না। এই হেতু 'চতুষ্কোণতা' এই নামটি একবাচক নাম, কারণ ইহা একমাত্র ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বীকৃত হইতে পারে। আবার ইহা একটি ধর্ম্মবাচক নাম এবং তন্নিবন্ধন অবকৃষ্ট। 'চতুষ্কোণতা' অবকৃষ্ট ও একবাচক। কিন্তু 'চতুষ্কোণ' কি অবকৃষ্ট? 'চতুষ্কোণ' এই নামটি কিসের নাম? চতুষ্কোণতা ধর্ম্মের নাম, না চতুষ্কোণ পদার্থের নাম? 'চতুষ্কোণ' নামটিকে অন্য কোন পদার্থ সম্বন্ধে প্রবচন করিলে 'চতুষ্কোণ' নামটি উক্ত পদার্থের নাম হইয়া যায়, 'চতুষ্কোণতা' ধর্ম্মের নাম হয় না। এই আসনটি 'চতুষ্কোণ' বলিলে 'চতুষ্কোণ' শব্দটি উক্ত আসনের নামাংশ মাত্রকে প্রকাশ করে। 'চতুষ্কোণ' নামটি বিশ্বস্থ সমস্ত 'চতুষ্কোণ' পদার্থের নাম আর 'চতুষ্কোণতা' তন্নামক ধর্ম্মমাত্রের নাম। অতএব 'চতুষ্কোণ' শব্দটি পদার্থের নাম হওয়ায়, 'চতুষ্কোণ' সংজ্ঞাত। কারণ পদার্থ মাত্রের নাম সংজাত ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি।

৫। নাম অসংচিহ্নক বা সংচিহ্নক। যে নাম দ্বারা কেবল মাত্র পদার্থ বা কেবল মাত্র ধর্ম্ম বুঝায় তাহাকে অসংচিহ্নক নাম

বলা যায়। আর যে নাম কোন পদার্থকে বুঝায় ও তৎসম্বন্ধে কোন ধর্ম্মকে চিহ্নিত করে, তাহাকে সংচিহ্নক নাম বলে। রাম, কলিকাতা, এই নামগুলি অসংচিহ্নক নামের উদাহরণ। রাম এই নামটি কেবল মাত্র নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝায় তৎসম্বন্ধে কোন ধর্ম্ম চিহ্নিত করে না। সমস্ত সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য এইরূপে অসংচিহ্নক। 'শুভ্র', 'পীত,' 'দীর্ঘ,' 'ধার্ম্মিক,' ইত্যাদি সংচিহ্নক নামের উদাহরণ। কারণ এই নামগুলি নির্দ্দিষ্ট পদার্থবৃন্দকে বুঝায় ও তৎসম্বন্ধে একটি ধর্ম্ম সংচিহ্নিত করে। 'শুভ্র' এই নামটি, দুগ্ধ, তুষার, কাগজ ইত্যাদিকে বুঝায় ও উক্ত পদার্থ নিচয়ের শুভ্রতা ধর্ম্মটিকে সংচিহ্নিত করে। সমস্ত সামান্য সংজ্ঞাত নামই সংচিহ্নক। 'মনুষ্য' একটি সামান্য সংজ্ঞাত নাম। মনুষ্য নামটি রাম, কামিনী, দেবদত্ত প্রভৃতিকে চিহ্নিত করিতেছে, কারণ রাম, কামিনী, দেবদত্ত প্রভৃতি মনুষ্যশ্রেণীভুক্ত। কিন্তু রাম, কামিনী, দেবদত্ত ইত্যাদিকে মনুষ্য নাম কেন প্রদত্ত হইল? রাম, কামিনী, দেবদত্ত ইত্যাদির কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সাধারণ ধর্ম্ম থাকায় তাঁহাদিগকে মনুষ্যনাম প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে 'মনুষ্য' বলিলেই রাম, কামিনী, দেবদত্ত ইত্যাদির যে সকল ধর্ম্ম থাকায় তাঁহাদিগকে 'মনুষ্য' নাম প্রদত্ত হইয়াছে, ঐ ধর্ম্মগুলিও ঐ সঙ্গে সংচিহ্নিত হইবে। জীবনী শক্তি, বুদ্ধিবৃত্তিও এক নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকার একত্রিত হইলে মনুষ্য নামে পরিচিত হয়। যদি মনুষ্যের ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তিযুক্ত কিন্তু অশ্বের ন্যায় আকার বিশিষ্ট কোন প্রাণী আবিষ্কৃত হয়, তাহাহইলে তাহাকে কখনই 'মনুষ্য' নাম প্রদত্ত হইবে না। কারণ 'মনুষ্য' বলিলেই যে ধর্ম্মনিচয় সংচিহ্নিত হওয়া উচিত তৎসমুদয়ই উক্ত আবিষ্কৃত প্রাণীতে নাই, কেন না উক্ত প্রাণীর আকার মানবাকারের

মত নহে। সংচিহ্নক নাম,তবে তন্নামক পদার্থকে অগ্রে চিহ্নিত করে ও তৎপরে উক্ত পদার্থের ধর্ম্মনিচয়কে সংচিহ্নিত করে।

আমরা দেখাইয়াছি যে সামান্য সংজ্ঞাত নাম মাত্রেই সংচিহ্নক। কোন কোন সময়ে অবকৃষ্ট নামও সংচিহ্নক হয়। অবকৃষ্ট নাম কেবল ধর্ম্মবাচক ও তন্নিবন্ধন সচরাচর অসংচিহ্নক বলিয়া পরিচিত। কিন্তু কোন কোন সময়ে ধর্ম্মের ধর্ম্ম থাকে,এবং অবকৃষ্ট নাম তন্নামক ধর্ম্মকে চিহ্নিত করে ও তৎসঙ্গে উক্ত ধর্ম্মের ধর্ম্মকে সংচিহ্নিত করে। 'দোষ' এই নামটী অবকৃষ্ট নাম। দোষ কথাটীর অর্থ 'অনিষ্টকারী ধর্ম্ম'। 'দোষ' কথাটি নানা প্রকার দোষের সামান্য, অর্থাৎ নানা প্রকার দোষ, এই 'দোষ' কথাটির অন্তর্গত—'দোষ' এই নামটি উক্ত নানা প্রকার দোষ সম্বন্ধে স্বীকৃত হইতে পারে। অতএব আমি যদি বলি চৌর্য্যবৃত্তি একটী দোষ, তাহাহইলে 'দোষ' এই কথাটি চৌর্য্যবৃত্তিকে চিহ্নিত করে ও চৌর্য্য বৃত্তির অনিষ্টকারিত্বকে সংচিহ্নিত করে। সামান্য সংজ্ঞাত নাম মাত্রেই সংচিহ্নক। আর একবাচক সংজ্ঞাত নামের মধ্যে কতকগুলি অসংচিহ্নক আর কতকগুলি সংচিহ্নক।

সমস্ত সংজ্ঞাবাচক নামই অসংচিহ্নক। 'এই শিশুর নাম রাম' বলিলে উক্ত শিশু সম্বন্ধে কোন ধর্ম্ম স্বীকৃত হইল না। উক্ত শিশুকে 'রাম' না বলিয়া 'কানাই' বলিলেও, শিশু 'রাম' নামটিতে যেমন 'কানাই' নামটির দ্বারা সেইরূপ চিহ্নিত হইত। কারণ 'রাম' বা 'কানাই' এই নামদ্বয়ের মধ্যে কোনটিই উক্ত শিশু সম্বন্ধে কোন ধর্ম্ম সংচিহ্নিত করে না। যদ্যপি 'রাম' বলিলে উক্ত শিশু চিহ্নিত হইত ও উক্ত শিশু সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম সংচিহ্নিত হইত তাহা হইলে 'রাম' এই নামটির পরিবর্ত্তে 'কানাই' নামটি উক্ত শিশুকে প্রদত্ত

হইলে অর্থের বৈলক্ষণ্য ঘটিত, কারণ রাম নামটি এক নির্দ্দিষ্ট ধৰ্ম্মকে সংচিহ্নিত করিতেছে, এবং "কানাই' নামটী সেই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মকে সংচিহ্নিত করিতেছে না। কিন্তু 'রাম' ও 'কানাই' এই নামদ্বয়ের শব্দের প্রভেদ ব্যতীত বাস্তবিক কোন প্রভেদ নাই। অতএব আমরা ইচ্ছামত উক্ত দুই নামের এক নাম দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে চিহ্নিত করিতে পারি। কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীটের সমস্ত গৃহই ভিন্ন ভিন্ন নম্বর যুক্ত। যদ্যপি উক্ত গৃহনিচয়ের প্রত্যেকেই এক নম্বর যুক্ত হইত, তাহা হইলে নম্বর দ্বারা ঐ গৃহনিচয়ের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট গৃহকে আমরা চিনিয়া লইতে পারিতাম না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন নম্বর যুক্ত হওয়ায় উক্ত গৃহনিচয়ের মধ্যে প্রয়োজন মতে আমরা কোন নির্দ্দিষ্ট গৃহকে চিনিয়া লইতে পারি। সংজ্ঞাবাচক নাম দ্বারা আমরা তন্নামক ব্যক্তিকে ব্যক্তিবৃন্দ হইতে চিনিয়া লইতে পারি। কেবল মাত্র চিহ্নিত করা সংজ্ঞাবাচক নামের উদ্দেশ্য। যদ্যপি কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীটের গৃহনিচয় এক, দুই, তিন ইত্যাদি সংখ্যাবাচক নাম দ্বারা চিহ্নিত না হইয়া ক, খ, গ ইত্যাদি বর্ণনিচয়ের দ্বারা চিহ্নিত হইত তাহা হইলে উক্ত গৃহবৃন্দের মধ্যে প্রয়োজনমতে কোন নির্দ্দিষ্ট গৃহকে চিনিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত দুরূহ হইত না। একের নম্বরের গৃহকে চিনিয়া লইতে এক্ষণে আমাদিগের যে কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, ক, নম্বরের গৃহকে চিনিয়া লইতেও যে সেই কষ্ট স্বীকার করিতে হইত ও তাহার অধিক কষ্ট স্বীকার করিতে হইত না, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। অতএব সংজ্ঞাবাচক নাম যে কেবল মাত্র তন্নামক পদার্থকে চিহ্নিত করে এবং তদ্ব্যতীত অন্য কোন অর্থ প্রকাশ করে না তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।

কতকগুলি একবাচক সংজ্ঞাত নাম সংচিহ্নক। 'সীতা দেবীর পিতা' একটি একবাচক সংজ্ঞাত নাম। কিন্তু এই নামটি সংচিহ্নক, কারণ ইহা জনক রাজাকে চিহ্নিত করিতেছে ও সীতা দেবীর সম্বন্ধে জনক রাজার পিতৃত্ব ধর্ম্মটী সংচিহ্নিত করিতেছে। 'সীতা দেবীর পিতা' বলিলে জনক রাজা ভিন্ন আর কাহাকেও বুঝায় না, এবং জনক রাজা যে সীতার পিতা ছিলেন তাহাও বুঝায়। তবে এই নামটি দুইটি বিষয়কে এক কালীন বুঝাইতেছে। জনক রাজা এবং জনক রাজার সীতা দেবীর সম্বন্ধে পিতৃত্ব। অতএব 'সীতা দেবীর পিতা' এই নামটী সংচিহ্নক। এস্থলে নাম হইতেই দেখা যাইতেছে যে উক্ত নাম দ্বারা সংচিহ্নিত ধর্ম্ম এক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের থাকিতে পারে না। 'সীতা দেবীর পিতা' বলিলে সীতার পিতৃত্ব ধর্ম্মটী জনক রাজা ব্যতীত অন্য কাহারও থাকিতে পারে না, কারণ তাহা হইলে সীতার দুইটি পিতা সম্ভব হইত, কিন্তু তাহা প্রকৃতিতে হইতে পারে না। 'পৃথ্বীরাজের হন্তা' এই নামটি একটি সংজ্ঞাত একবাচক নাম। ইহা সংচিহ্নক, কারণ ইহা পৃথ্বীরাজকে যে ব্যক্তি হনন করিয়াছে, তাহাকে চিহ্নিত করিতেছে এবং উক্ত ব্যক্তির পৃথ্বীরাজকে হনন করা ধর্ম্মটিকে সংচিহ্নিত করিতেছে। 'আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র' এস্থলে 'জ্যেষ্ঠ' এই কথাটি হইতে আমরা বুঝিতেছি যে 'আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র' এই নামটির দ্বারা একমাত্র ব্যক্তি চিহ্নিত হইতেছে। 'আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র' এই নামটি জাহাঙ্গীরকে চিহ্নিত করিতেছে ও জাহাঙ্গীর সম্বন্ধে আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্রত্ব ধর্ম্মটি সংচিহ্নিত করিতেছে। 'ভারতবর্ষের আধুনিক গবর্ণর জেনেরাল' নামটি সম্পূর্ণরূপে একবাচক। 'আধুনিক' কথাটীর যোগে উক্ত নামটি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'ভারতবর্ষের

গবর্ণর জেনেরাল' এই নামটি একটী সামান্য নাম, ইহার দ্বারা সংচিহ্নিত ধর্ম্মগুলি অনেক ব্যক্তি সম্বন্ধে স্বীকৃত হইতে পারে। কিন্তু আধুনিক কথাটীর যোগে 'ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরাল' এই নামটি এক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের সম্বন্ধে স্বীকৃত হইতে পারে না। 'ভারতবর্ষের আধুনিক গবর্ণর জেনেরাল' এই নামটি নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে ও ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরালের যে সমস্ত ধর্ম্ম থাকা উচিত তৎসমুদায়কে উক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে সংচিহ্নিত করে।

কিন্তু এরূপ অনেক সংচিহ্নক নাম আছে যাহারা নির্দ্দিষ্টরূপে সংচিহ্নিত করে না। 'মনুষ্য' এই প্রকার সংচিহ্নক নামের উদাহরণ। 'মনুষ্য' নামটি কি কি ধর্ম্ম সংচিহ্নিত করে? বুদ্ধিবৃত্তি, জীবনীশক্তি ও এক নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকার, এই ধর্ম্মত্রয়কে 'মনুষ্য' নামটী সংচিহ্নিত করে। কিন্তু যদ্যপি এমত কোন প্রাণী আবিষ্কৃত হয় যাহার বুদ্ধিবৃত্তি মানব বুদ্ধির ন্যায়, যাহার জীবনী শক্তি মানব জীবনীশক্তির ন্যায়, যাহার আকারও মানবাকারের ন্যায় কিন্তু যাহার চরণে অঙ্গুষ্ঠের পরিবর্ত্তে খুর আছে, তাহাকে কি 'মনুষ্য' নাম প্রদত্ত হইবে? জীবনীশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও মানবাকার এই তিনটি মনুষ্যত্বের নিমিত্ত প্রথম প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই ধর্ম্মগুলির অবস্থিতি কি মনুষ্যত্বের নিমিত্ত প্রয়োজনীয়? বাস্তবিক দেখিতে গেলে এই ধর্ম্মগুলির অবস্থিতি মনুষ্যত্বের নিমিত্ত সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় নহে, কারণ তাহা হইলে সমস্ত মানবজাতি একরূপী ও এক প্রকার বুদ্ধিশালী হইত, ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যে কোন প্রভেদই থাকিত না, এক জন অন্যের অপেক্ষা রূপবান, বলবান, বা বুদ্ধিমান্ হইত না; সকলেই সমান হইত। কিন্তু বস্তুতঃ ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত মনুষ্যত্ব ধর্ম্মনিচয়ের তারতম্য দেখিতে

পাওয়া যায়। তবে বুদ্ধিবৃত্তিব বা জীবনীশক্তিব বা মানবা-কাবের কতদূব তাবতম্য মনুষ্যাত্বেব পক্ষে সঙ্গত? মনুষ্যত্বেব নিমিত্ত কত পবিমাণে বুদ্ধিবৃত্তি, কত পবিমাণে জীবনীশক্তি, কত পবিমাণে মানবাকাবেব সহিত সাদৃশ্য প্রয়োজনীয়? মনুষ্যত্বেব নিমিত্ত জীবনীশক্তিব, বুদ্ধিবৃত্তিব এবং মানবাকারেব সহিত সাদৃশ্যেব, ন্যূন পবিমাণ কি? এই প্রশ্নগুলির উত্তব দিতে সক্ষম হইলেই আমবা বলিতে পাবিব যে এক নূতন আবিষ্কৃত প্রাণী যাহাব বুদ্ধিবৃত্তি ও জীবনীশক্তি মানবাদর্শেব সহিত তুল্য কিন্তু যাহাব আকাব মানবাকাব হইতে প্রভিন্ন, সে প্রাণীটী মনুষ্য কি না? কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উপবোক্ত প্রশ্ন-গুলিব কোন উত্তব অদ্যাবধি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, মানবজাতিব উপবোক্ত প্রশ্নগুলিব উত্তব নির্দ্দেশ কবিবাব প্রয়োজন হয় নাই। অতএব 'মনুষ্য' এই নামটিব সংচিহ্নিত ধর্ম্মগুলি যে কি (মনুষ্যত্ব ধর্ম্মগুলি যে কি) তাহা সম্পূর্ণরূপে অনির্দ্দিষ্ট বহিয়াছে। এইরূপ অনেকগুলি কথা আছে, যাহাদেব সংচিহ্নিত ধর্ম্মগুলি সাতিশয় অনির্দ্দিষ্ট। 'প্রস্তব' কথাটি উক্ত কথাপুঞ্জেব একটি সামান্য উদাহবণ। 'প্রস্তব' এই নামটি জনপ্রসিদ্ধ দ্রব্য বিশেষ, খনিজ পদার্থ, মেরুগ্রন্থিস্থিত সঞ্চয়, চুম্বক পাথব, ইত্যাদি বিবিধ প্রকাব পদার্থ সম্বন্ধে স্বীকৃত হইযা থাকে। কিন্তু 'প্রস্তব' নামটি দ্বাবা সংচিহ্নিত ধর্ম্মগুলি কি উক্ত পদার্থনিচয়ে দেখিতে পাওযা যায? মেরুগ্রন্থিস্থিত সঞ্চয়ে কি চুম্বক পাথবে সমস্ত উপকরণ আছে, চুম্বক পাথবে কি খনিজ পদার্থেব উপকরণসমূহ দেখিতে পাওযা যায়, আব উক্ত তিন পদার্থে কি প্রস্তবনির্ম্মিত পদার্থেব উপকরণ সমূহ আছে? আমবা বসায়ণ তত্ত্ব হইতে জানিতে পাবি যে চুম্বক পাথব এক প্রকাব লৌহ মাত্র--প্রস্তব নহে। তবে চুম্বককে 'প্রস্তব' নাম প্রদত্ত

হইল কেন? 'প্রস্তর' নামটির সংচিহ্নিত ধর্ম্মাবলী সাতিশয় অনির্দ্দিষ্ট। কোন পদার্থ আবিষ্কৃত হইলে তাহার সহিত প্রস্তরের অত্যল্প পরিমাণে সাদৃশ্য থাকিলেই আমরা বিবেচনা না করিয়া তাহাকে প্রস্তর নাম প্রদান করি। নূতন কথা রচনার প্রতি মানবমনের স্বাভাবিক দ্বেষ আছে। নূতন পদার্থ আবিষ্কৃত হইলে তাহার সহিত অন্য কোন পূর্ব্বাবিষ্কৃত পদার্থের যদ্যপি কোন সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, এবং যদিও সেই সাদৃশ্য অতি অল্প, তাহা হইলে নূতনাবিষ্কৃত পদার্থটিকে পূর্ব্বাবিষ্কৃত পদার্থের শ্রেণীভুক্ত করিয়া উক্ত শ্রেণীর সামান্য নাম দ্বারা নূতনাবিষ্কৃত পদার্থটিকে পরিচিত করা মানবস্বভাবসিদ্ধ। এইরূপে চুম্বক পাথর প্রস্তরের ন্যায় দেখিতে বলিয়া মানবমন চুম্বকের উপকরণের বিশ্লেষণ না করিয়া সহসা উহাকে 'প্রস্তর' শ্রেণীভুক্ত করিয়া 'পাথর' নামদ্বারা চিহ্নিত করিয়াছে। এক্ষণে বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা দেখিতেছি যে, চুম্বকে প্রস্তরত্ব ধর্ম্ম নাই, --চুম্বক এক প্রকার লৌহ মাত্র। কিন্তু এক্ষণে 'চুম্বক' নামটী প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। রসায়নবিৎ পণ্ডিত তাহাকে চুম্বক পাথর' না বলিয়া 'চুম্বক লৌহ' বলিলে সাধারণে বুঝিতে পারিবে না, অতএব ঐ পদার্থের 'পাথর' নামই রহিয়া গেল। 'প্রস্তর' নামটি এক্ষণে অনেক পদার্থকে বুঝায় যাহাদের প্রস্তরত্ব ধর্ম্মই নাই। এইরূপ নামগুলি যাহাদিগের সংচিহ্নিত ধর্ম্ম অনির্দ্দিষ্ট তাহাদিগকে যে বিশেষ সাবধানে প্রয়োগ করা উচিত তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

৮। নামের আর একটী বিভাগ আছে। নাম স্বীকার বাচক বা অস্বীকারবাচক। মনুষ্য, বৃক্ষ এই নামগুলি স্বীকার বাচক নামের উদাহরণ। অমানুষ, অবৃক্ষ ইত্যাদি অস্বীকার বাচক নামের উদাহরণ। যে নাম তন্নামক পদার্থ সম্বন্ধে স্বীকৃত

হয় তাহাকে স্বীকারবাচক নাম বলে। মনুষ্য, মনুষ্য নামক প্রাণী সম্বন্ধে* স্বীকৃত হয় অতএব মনুষ্য নামটী স্বীকারবাচক। যে নাম তন্নামক পদার্থ ব্যতীত বিশ্বস্থ সমস্ত পদার্থসম্বন্ধে স্বীকৃত হয় তাহাকে অস্বীকারবাচক নাম বলে। 'অমানুষ' মনুষ্য ব্যতীত বিশ্বস্থ সমস্ত পদার্থ গো, মেষ, সিংহ, বৃক্ষ, পর্ব্বত

* নামের স্বীকারবাচক বা অস্বীকারবাচক বিভাগ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু ধরিতে গেলে এরূপ বিভাগ করা অন্যায়। যে নাম তন্নামক পদার্থ সম্বন্ধে স্বীকৃত হয়, তাহাকে স্বীকারবাচক নাম বলে আর যে নাম তন্নামক পদার্থ ব্যতীত বিশ্বস্থ সমস্ত পদার্থ সম্বন্ধে স্বীকৃত হয়, তাহাকে অস্বীকারবাচক নাম বলে। অতএব দুই প্রকার নামই স্বীকৃত হয়। স্বীকারবাচক সংচিহ্নক নাম তন্নামক পদার্থকে চিহ্নিত করে ও উক্ত পদার্থের ধর্ম্মের অবস্থিতিকে সংচিহ্নিত করে, আর অস্বীকারবাচক সংচিহ্নক নাম ও তন্নামক পদার্থকে চিহ্নিত করে ও উক্তপদার্থের ধর্ম্মের অনবস্থিতিকে সংচিহ্নিত করে। উভয় প্রকার নামই তন্নামক পদার্থকে চিহ্নিত করে ও উক্ত পদার্থ সম্বন্ধে একটি ধর্ম্মকে সংচিহ্নিত করে। এখানে বলা উচিত যে ধর্ম্মের অনবস্থিতি একটী ধর্ম্ম। কোন পদার্থকে উপলব্ধি করিতে হইলে আমরা সেই পদার্থকে উপলব্ধি করি না, তাহার ধর্ম্মনিচয়কে মাত্র উপলব্ধি করি, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। অতএব যদ্যপি আমরা কোন "কৃষ্ণবর্ণ" পদার্থ উপলব্ধি করি, তাহা হইলে উক্ত পদার্থের অন্যান্য ধর্ম্মনিচয়ের মধ্যে আমরা তাহার কৃষ্ণতা ধর্ম্ম উপলব্ধি করি। কিন্তু কৃষ্ণতা ধর্ম্মটি কি? লোহিত, পীত, শ্যামল, শুভ্র, ইত্যাদি সমস্ত বর্ণের অনবস্থিতিকেই কৃষ্ণতা বলে। তবে কৃষ্ণবর্ণকে অলোহিত, অপীত, অশ্যামল ইত্যাদির সমষ্টি বলিলেও বলা যায় অতএব কোন ধর্ম্মের অনবস্থিতি যে অন্য এক ধর্ম্মের অবস্থিতি তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। এই হেতু স্বীকারবাচক ও অস্বীকারবাচক এই দুই প্রকার নামে ধরিতে গেলে কোন বিভিন্নতাই নাই, কারণ যাহাকে মনুষ্য বলা যায়, তাহাকে অনঅমানুষও বলা যায়।

প্রভৃতি সম্বন্ধে স্বীকৃত হইতে পারে, অতএব 'অমানুষ' এই নামটি অস্বীকারবাচক নাম। প্রত্যেক স্বীকারবাচক সংজ্ঞাত নাম হইতে একটি অস্বীকারবাচক নাম রচনা করিতে পারা যায়। স্বীকারবাচক নামটি সংচিহ্নক হইলে উক্ত নামহইতে উদ্ভূত অস্বীকার বাচক নামও সংচিহ্নক হয়। স্বীকারবাচক সংচিহ্নক নাম তদ্দ্বারা সংচিহ্নিত ধর্ম্মনিচয়ের অবস্থিতি স্বীকার করে, আর উক্ত স্বীকারবাচক নাম হইতে উদ্ভূত অস্বীকার বাচক নামটি সেই ধর্ম্মনিচয়ের অনবস্থিতি স্বীকার করে। 'দুগ্ধ শুভ্র' একটি স্বীকারবাচক সংচিহ্নক নাম, এস্থলে দুগ্ধের শুভ্রতা ধর্ম্মটি সংচিহ্নিত ও স্বীকৃত হইতেছে। 'আবলুস, (অদুগ্ধ,) অশুভ্র' একটি অস্বীকারবাচক নাম, এস্থলে 'অশুভ্র' নামটি আবলুসের, (অদুগ্ধের) 'অশুভ্রতা' ধর্ম্মটিকে (কৃষ্ণতাকে অর্থাৎ শুভ্রতার অনবস্থিতিকে) সংচিহ্নিত করিতেছে।

কতকগুলি নামের আকার স্বীকারবাচক কিন্তু অর্থ অস্বীকার বাচক। আর কতকগুলি নামের আকার অস্বীকারবাচক কিন্তু অর্থ স্বীকারবাচক। 'অলস' নামটির আকার স্বীকার বাচক কিন্তু অর্থ অস্বীকারবাচক। 'অলস' বলিলেই 'পরিশ্রমী নহে' বুঝায়। যে পরিশ্রম না করে তাহাকে অলস বলে, অতএব পরিশ্রমের অনবস্থিতি হইলেই আলস্য হইল। 'অসুখ' এই নামটির আকার অস্বীকার বাচক, কিন্তু অর্থ স্বীকারবাচক; কারণ সুখের অনবস্থিতিকেই 'অসুখ' বলে না। 'অসুখ' বলিলে 'সুখের' অনবস্থিতি বুঝায় সত্য বটে, কিন্তু তদ্ব্যতীত আরও কিছু বুঝায়। 'অসুখ' বলিলে সুখের অনবস্থিতি বুঝায় ও অল্প পরিমাণে 'কষ্ট' ও বুঝায়, অতএব 'অসুখ' নামটি আকারে অস্বীকারবাচক কিন্তু অর্থে স্বীকারবাচক।

কোন পদার্থ সম্বন্ধে যে নামটির স্বভাবতঃ স্বীকৃত হওয়া উচিত

সে নামটি তৎসম্বন্ধে যদি অস্বীকৃত হয় তাহা হইলে উক্ত নামটিকে বিয়োগবাচক নাম বলে। 'অন্ধ' নামটি এইরূপ বিয়োগবাচক নামের উদাহরণ। 'অন্ধ' বলিলে 'অ-দৃষ্টি' বুঝায় না, ইহা প্রকৃতিদত্ত চক্ষের হীনতাটক বুঝায়। স্বভাবতঃ এই প্রাণীর দর্শনক্ষম হওয়া উচিত কিন্তু কোন ঘটনাবশতঃ সেই দর্শনের ক্ষমতাটি ইহার আর নাই এরূপ ব্যক্তিকে 'অন্ধ' বলে।

৭। নামনিচয় আর একটী ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। নাম সম্বন্ধ বাচক বা নহে। পিতা, সন্তান, ভর্ত্তা, স্ত্রী, সমান অসমান, কার্য্য, কারণ এই নামগুলি সম্বন্ধবাচক নামের উদাহরণ। সম্বন্ধবাচক নামের দ্বন্দ্বই দেখিতে পাওয়া যায়। পিতা বলিলেই যে সন্তান আছে, ভর্ত্তা বলিলেই যে স্ত্রী আছে, সমান বলিলেই যে তাহার অসমান আর একটী পদার্থ আছে তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝায়। এই নাম গুলি সংচিহ্নক। ইহারা সম্বন্ধ ধর্ম্মটি সংচিহ্নিত করে। 'পিতা,' এই নামটি সন্তান সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির পিতৃত্ব ধর্ম্মটিকে সংচিহ্নিত করে। 'তারপর জাহাঙ্গীরের পিতা' এই নামটি জাহাঙ্গীরের সহিত আক্‌বরের যে সম্বন্ধ অর্থাৎ আক্‌বরের পিতৃত্ব ধর্ম্মটিকে সংচিহ্নিত করে। কিন্তু এই নামগুলি যে সম্বন্ধকে সংচিহ্নিত করে সেই সম্বন্ধটি কি? 'ক খয়ের পিতা' এস্থলে কয়ের পিতৃত্ব ধর্ম্মটি ও খয়ের সন্তানত্ব ধর্ম্মটি সংচিহ্নিত হইতেছে। 'ক খয়ের পিতা' এই সম্বন্ধটি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ঘটনার উপর নির্ভর করে, আর উক্ত ঘটনা গুলির সহিত ক, খ এই দুই ব্যক্তির প্রত্যেকেরই সমান সম্পর্ক আছে। 'ক খয়ের পিতা' এই প্রসঙ্গটি 'খ, কয়ের সন্তান' এই প্রসঙ্গটির সহিত সমার্থক। উভয়েই নির্দ্দিষ্ট ঘটনাপুঞ্জ স্বীকার করিতেছে। কয়ের সহিত খয়ের ও খয়ের সহিত কয়ের যে সম্বন্ধ, তাহা উক্ত ঘটনাপুঞ্জের উপর

নির্ভর করিতেছে। অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে যে নাম নির্দ্দিষ্ট পদার্থকে চিহ্নিতকরণ ব্যতীত অন্য এক পদার্থের সত্তা বুঝায় আর সেই শেষোক্ত পদার্থ যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত পদার্থের ভিত্তি স্বরূপ ঘটনার উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে সেই নামটি সম্বন্ধবাচক নাম। অর্থাৎ তুইটি পদার্থের প্রত্যেকেরই যদ্যপি এক ঘটনাপুঞ্জ ভিত্তি হয় তাহা হইলে উক্তপদার্থ দ্বয়ের প্রত্যেকেই সম্বন্ধবাচক, এবং তন্নিবন্ধন উক্ত পদার্থদ্বয়ের প্রত্যেকেরই নাম সম্বন্ধবাচক। আর উক্ত পদার্থদ্বয়ের প্রত্যেকেই অন্য পদার্থটির সহ সম্বন্ধবাচী হয়।

৮। নাম একার্থ বাচক বা অনেক অর্থ বাচক হইতে পারে। যে নাম ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সম্বন্ধে এক অর্থে স্বীকৃত হইতে পারে তাহাকে একার্থ বাচক নাম বলে 'সুন্দর' একার্থবাচক নামের উদাহরণ। যে নাম ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে স্বীকৃত হইতে পারে তাহাকে বহু অর্থ বাচক নাম বলে। 'কুল' নামটি বহু অর্থবাচক নামের উদাহরণ। 'কুল' নামটি তন্নামক ফল সম্বন্ধে যে অর্থে স্বীকৃত হয়, নদীর কূল সম্বন্ধে বা 'কুলবালা' সম্বন্ধে সেই অর্থে স্বীকৃত হয় না। 'কুল' বলিলে কুল ফল, নদীর তীর, বংশ ইত্যাদি বুঝায়। কিন্তু 'সুন্দর' এই নামটি 'রমণী,' 'অশ্ব,' 'বৃক্ষ,' 'রথ' ইত্যাদি সমস্ত পদার্থ সম্বন্ধে এক অর্থে (সুদৃশার্থে) স্বীকৃত হয়। অবএব 'কুল' নামটী অনেক অর্থবাচক, ও 'সুন্দর' নামটি একার্থ বাচক।

কতকগুলি নাম একার্থবাচক হইলেও অলঙ্কারের প্রযোজনানুসারে অনেক অর্থবাচকের ন্যায় প্রয়োগ হইয়া থাকে। 'তীক্ষ্ণ' এইরূপ নামের উদাহরণ। 'তীক্ষ্ণ অস্ত্র' বলিলে অস্ত্র ধারাল ইহা বুঝায়, কিন্তু 'তীক্ষ্ণ রৌদ্র' বলিলে উত্তাপের উৎকর্ষ বুঝায়। 'চৌকষ' কথাটিতে একবার চতুষ্কোণ বুঝায় আবার সুচতুরও বুঝায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

নামচিহ্নিত পদার্থবৃন্দ।

১। ন্যায় তবে প্রমাণের বিচারে নিযুক্ত মনোবৃত্তিনিচয়ের কার্য্যসমূহের বিজ্ঞান। কিন্তু প্রমাণ বলিলেই তাহার প্রতিপাদ্য আছে। আর আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়া আসিয়াছি যে প্রসঙ্গই কেবল প্রতিপাদ্য। কেবল প্রসঙ্গ সম্বন্ধেই কিছু প্রমাণ হইতে পারে। প্রসঙ্গ কিন্তু দুইটী নাম হইতে রচিত হয়। তন্মধ্যে যাহার বিষয় কিছু স্বীকৃত হয় তাহাকে কর্ত্তা, ও কর্ত্তার বিষয় যাহা স্বীকৃত হয়, তাহাকে প্রবচন বলে, এবং কর্ত্তা ও প্রবচন যোজকের দ্বারা যোজিত ইহাও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই কর্ত্তা ও প্রবচন দুইটী নাম মাত্র, এবং নাম বলিলেই যে তন্নামক পদার্থ থাকিতে হইবে তাহাও আমরা পূর্ব্বে বিবৃত করিয়া আসিয়াছি। প্রসঙ্গ তবে নির্দ্দিষ্ট পদার্থসম্বন্ধে কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করে এবং প্রসঙ্গের নিমিত্ত নাম প্রথম প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বাধ্যায়ে আমরা নাম কয়প্রকার হইতে পারে তাহা দেখাইয়াছি। এক্ষণে কোন প্রকার পদার্থ কর্ত্তা হইতে পারে ও কোন প্রকারই বা প্রবচন হইতে পারে, অর্থাৎ কোনপ্রকার পদার্থই বা প্রসঙ্গের কর্ত্তা হইতে পারে আর উক্ত কর্ত্তাসম্বন্ধে কোন পদার্থই বা স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হইতে পারে তাহা আমরা এই অধ্যায়ে সমালোচনা করিব।

২। কোন্ প্রকার পদার্থ প্রসঙ্গের কর্ত্তা হইতে পারে আর কোন্ প্রকার পদার্থই বা প্রসঙ্গের প্রবচন হইতে পারে, দেখিতে গেলে পদার্থনিচয়ের বিভাগসমূহকে পরীক্ষা করিতে হয়। এইরূপ পরীক্ষার প্রারম্ভেই আমাদের বলা উচিত যে 'পদার্থ'

শব্দকে আমরা 'সৎ' এই শব্দের অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। পূর্ব্ব তিন অধ্যায়ে পদার্থ অর্থে সৎ বুঝিতে হইবে। 'সৎ' কথাটীর অর্থ 'যাহা কিছু আছে,' পদার্থ কথাটিরও সেই অর্থ বটে, কিন্তু সাধারণ ব্যবহারে 'পদার্থ' এই কথাটি বাহ্যিক বিষয়কে বুঝায়। ধর্ম্মকে পদার্থ বলিয়া বিবরিত করিলে ধর্ম্মের কোন স্বাধীন সত্তা আছে ইহা বুঝায়। 'ধর্ম্ম একটী পদার্থ' বলিলে বাহ্যিক প্রকৃতিতে প্রস্তর, বৃক্ষ ইত্যাদি পদার্থের ন্যায় ধর্ম্মও একটি স্বাধীন পদার্থ ইহা বুঝায়। 'পিতৃত্ব ধর্ম্মটি একটি পদার্থ' বলিলে বোধ হয় বাহ্যিক প্রকৃতিতে পিতৃত্ব বলিয়া একটি সৎ আছে। 'পদার্থ' কথাটির অর্থ তবে বাহ্যিক, মানসিক নহে। সচরাচর মনের একটি ভাবকে পদার্থ বলিয়া বিবরিত করা যায় না। 'বস্তু' কথাটী 'পদার্থ' কথাটির সহিত সমার্থক। আবার বস্তু বা পদার্থ বলিলে জড়পদার্থ বুঝায়। কিন্তু 'সৎ' কথাটীর অর্থ এখনপর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ হয় নাই। 'সৎ' বলিলে 'যাহা আছে' বুঝায়। অতএব, ধর্ম্ম, মনের ভাব প্রভৃতি মানসিক বিষয়কে সৎ বলিয়া বিবরিত করিলে অর্থের অস্পষ্টতা ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ 'সৎ' কথাটি সংস্কৃত অস্ ধাতু হইতে উদ্ভূত, আর অস্ ধাতুর অর্থ 'থাকা।' অতএব যাহা কিছু আছে তাহাই সৎ। মানসিক সমস্ত ভাব সৎ বাহ্যিক সমস্ত পদার্থ সৎ, ধর্ম্ম সমস্তই সৎ। যাহা কিছু আছে তাহাই সৎ।

এক্ষণে আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সৎ কি, তাহার সমালোচনা করিব। কারণ সৎই প্রসঙ্গের কর্ত্তা হয়, সৎই প্রসঙ্গের প্রবচন হয়, সৎ সম্বন্ধেই কিছু স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হইতে পারে, আর নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তাসম্বন্ধে সৎ ব্যতীত অন্য কিছুই স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হইতে পারে না। সতের প্রথম বিভাগ অনুভূতি বা অন্তর্বোধের ভিন্ন ভিন্ন ভাবসমূহ।

(১) অনুভূতি বা অন্তর্বোধের ভিন্ন ভিন্ন ভাবসমূহ।

৩। আমরা যাহা কিছু অনুভব করিতে পারি তাহাকেই জ্ঞান বলে। এস্থলে 'আমরা' কথাটার অর্থ 'আমাদিগের মন।' একপ্রকার শারীরিক অনুভূতিও আছে যাহার বিষয় আমরা উপলব্ধির বিবরণে বিস্তৃত করিয়া লিখিব। সেই শারীরিক অনুভূতি যতক্ষণ না মস্তিষ্কে নীত হয়,ততক্ষণ তৎসম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারি না, কারণ মস্তিষ্ক মানবমনের প্রধান যন্ত্র। সকল জ্ঞানই অনুভূতি। অনুভূতি কাহাকে বলে? যাহা কিছু আমরা অনুভব করি, যাহা কিছু আমাদিগের জ্ঞানে আইসে তৎ সমুদয়ই অনুভূতি। অনুভূতির নামই অন্তর্বোধ। অন্তর্বোধ শব্দটী অন্তর্ ও বুধ্ ধাতু যাহার অর্থ জানা,এই দুই শব্দ হইতে উৎপন্ন। আমাদিগের জ্ঞান অর্থাৎ বোধ, স্থূলতঃ দুই প্রকার, কারণ সমস্ত জ্ঞানের বিষয় দুই প্রকার—বাহ্যিক ও মানসিক। কিন্তু বোধ বা জ্ঞান দুই প্রকার হইলেও,বোধ বা জ্ঞান কার্য্যটি যে মানসিক অর্থাৎ আমাদিগের আন্তরিক, এবং বাহ্যিক নহে তাহার আর কোন সন্দেহই নাই। যাহা কিছু আমরা ইন্দ্রিয়চালনা দ্বারা জানিতে পারি তাহা বাহ্যিক, কিন্তু সেই জানা অর্থাৎ বোধ করা —অর্থাৎ অনুভব করা কার্য্যটি আন্তরিক, বাহ্যিক নহে। বোধ, বা জ্ঞান, বা অনুভব কার্য্যটি যে আন্তরিক তাহার একটি সামান্য উদাহরণ এই যে অনুপস্থিত বিষয়কে আমরা চিন্তা করিতে পারি। আমি তিন দিবস পূর্ব্বে যে বৃক্ষ দেখিয়াছি এক্ষণে সেই বৃক্ষ আমার সম্মুখে না থাকিলেও তৎসম্বন্ধে আমি চিন্তা করিতে পারি। 'আমার আহ্লাদ হইতেছে' অর্থাৎ আমি আহ্লাদ অনুভব করিতেছি। এই অনুভব কার্য্যটি আন্তরিক, বাহ্যিক নহে। ইহা কোন বাহ্যিক ঘটনা হইতে উৎপন্ন হইতে

পারে, কিন্তু ইহার অনুভূতিটী সম্যক্‌প্রকারে আন্তরিক। আমি এই বৃক্ষটীকে উপলব্ধি করিতেছি, এই উপলব্ধি কার্য্যের বিষয়টি আমার সম্মুখস্থ বৃক্ষ (অর্থাৎ বাহ্যিক,) কিন্তু উপলব্ধিকার্য্যটি আন্তরিক, বাহ্যিক নহে। জ্ঞান, বোধ বা অনুভব কার্য্য তবে আন্তরিক প্রতিপন্ন হইল। অতএব এই জ্ঞান বা বোধ বা অনুভবকার্য্য অন্তর্বোধ। মানবমন আর কিছুই নহে কেবল অন্তর্বোধ মাত্র।

আমাদের সমস্ত জ্ঞানই চারি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে, উপলব্ধি, মানসিকআবেগ, চিন্তা ও ইচ্ছা। জ্ঞান অনুভূতি মাত্র, আর অন্তর্বোধও আর কিছুই নহে কেবল অনুভূতি, অতএব অন্তর্বোধের চারিটী ভাব আছে—উপলব্ধি ভাব, আবেগ ভাব, চিন্তাভাব ও ইচ্ছা ভাব। উপলব্ধি-অনুভূতি, আবেগ-অনুভূতি চিন্তা-অনুভূতি ও ইচ্ছানুভূতি এই চারিটীর প্রত্যেকেরই সম্বন্ধে অন্তর্বোধ নামটি স্বীকৃত হয়। ইহারা প্রত্যেকেই অন্তর্বোধের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র। উপলব্ধি, আবেগ, চিন্তা ও ইচ্ছা এই কয়টী অন্তর্বোধের ভাবকে আমারা অনুভূতি বলিয়া বিবরিত করিলাম কারণ ইহাদিগকে অনুভব না করিলে আমরা জানিতে পারি না, কারণ জ্ঞানকার্য্য অনুভূতি মাত্র।

৪। কোন কোন মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মতে উপলব্ধি কার্য্যের একটী পূর্ব্বভাগ আছে। সেই পূর্ব্বভাগের নাম চেতনা। তুমি এক নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষের উপলব্ধি করিতেছ। বৃক্ষটির প্রতিকৃতি তোমার চক্ষের দর্পণ জালে পতিত হইয়া চাক্ষুষ স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হইলে তুমি বৃক্ষের উপলব্ধি করিলে। উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বে বৃক্ষটির প্রতিকৃতি তোমার চক্ষের দর্পণজালে পতিত হয় এবং পতিত হইয়া চাক্ষুষ মাংসপেশীকে আকুঞ্চিত ও বিস্ফারিত করে, এই সময়ে তোমার শরীর

উক্ত বৃক্ষকে অনুভব করে। তৎপরে তোমার মস্তিষ্কে চাক্ষুষ স্নায়ু দ্বারা উক্ত বৃক্ষের প্রতিকৃতি নীত হইলে, তুমি বৃক্ষকে উপলব্ধি কর। উক্ত বৃক্ষের শারীরিক অনুভূতিকে চেতনা বলে, আর তৎপরে উক্ত বৃক্ষের যে মানসিক অনুভূতি হয়, তাহাকে উপলব্ধি বলে। শারীরিক অনুভূতিটীকে আমরা জানিতে পারি না। যতক্ষণ কোন পদার্থের প্রতিকৃতি আমাদের মস্তিষ্কে (অর্থাৎ প্রধান মানসিক যন্ত্রে) না নীত হয়, ততক্ষণ উক্ত পদার্থকে আমরা উপলব্ধি করি না। শারীরতত্ত্ব হইতে আমরা জানি যে কণ্ঠে কতকগুলি মাংসপেশী আছে, যাহা কোন দ্রব্য দ্বারা প্রতিহত হইলেই বিস্ফারিত ও আকুঞ্চিত হয়। কিন্তু সেই বিস্ফারণ ও আকুঞ্চনের আমরা অনুভূতি করি না, কারণ উক্ত মাংসপেশীনিচয় হইতে কোন স্নায়ু মস্তিষ্কে যায় না। অতএব কোন শারীরিক অনুভূতি অর্থাৎ চেতনা স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কে নীত না হইলে, তদ্বিষয়ে আমরা জানিতে পারি না। কেবলমাত্র চেতনাকে আমরা জানিতে পারি না। এবং এই জন্য কেবলমাত্র চেতনাকে আমরা নাম দ্বারা চিহ্নিত করিতে পারি না, অতএব চেতনা নাম চিহ্নিত না হওয়ায় ন্যায়শাস্ত্রের বিষয় হইতে পারে না। উপলব্ধিকে আমরা অনুভব করি। উপলব্ধিটি এই জন্য নাম চিহ্নিত হইতে পারে, অতএব উপলব্ধি ন্যায়ের বিষয়বৃন্দের মধ্যে পরিগণিত। উপলব্ধি একটি অনুভূতি অতএব উপলব্ধি একটী সৎ।

মনে হর্ষ, বিষাদ, সমদুঃখতা, ভয় ইত্যাদির আবির্ভাবকে মানসিক আবেগ বলে। মানসিক আবেগ বাহ্যিক কোন বিষয় হইতে উদ্ভূত হইতে পারে। কিন্তু মানসিক আবেগের আবির্ভাবটী যাহা আমরা অনুভব করি, তাহা সম্যক্ মানসিক। মানসিক আবেগের আবির্ভাব একটী অনুভূতি। ইহা অন্তর্বোধের

একটী ভাব মাত্র। আমি একটী সুন্দর পুষ্প দেখিতেছি। পুষ্পের সৌন্দর্য্য আমার মনে হর্ষোৎপাদন করিতেছে। পুষ্পের সৌন্দর্য্য একটি বাহ্যিক সৎ বটে, কিন্তু তদুৎপাদিত হর্ষের আবির্ভাব সম্পূর্ণ মানসিক। হর্ষ আমার মনে আবির্ভূত হইতেছে, আবির্ভাবকে অনুভব করিতেছি। অতএব উক্ত হর্ষের আবির্ভাবটী আমার অন্তর্বোধের একটী ভাব। আমি অন্তর্বোধ হইতে উহাকে জানিতে পারিতেছি। হর্ষের আবির্ভাব একটী সৎ।

'চিন্তা করিতেছি' বলিলে, চিন্তাকালীন আমরা যাহা কিছু অন্তর্বোধ দ্বারা অনুভূতি করি তাহা বুঝায়। চিন্তা কার্য্যটি সম্যক্‌রূপে মানসিক। চারি বৎসর পূর্ব্বে আমি একটী শ্বেত অশ্ব দেখিযাছিলাম, এই দণ্ডে সেই অশ্ব সম্বন্ধে আমি চিন্তা করিতেছি। উক্ত অশ্ব এক্ষণে আমার সম্মুখে নাই, যে, কোন বাহ্যিক সৎ, আমার মনে এই চিন্তার উৎপাদন করিবে। তবে এক্ষণে আমার মনে শ্বেত অশ্ব চিন্তার কারণ কি? উক্ত চিন্তাকে এই দণ্ডে আমার মনে কে উৎপাদন করিল? এক চিন্তা অন্য চিন্তার দ্বারা উৎপাদিত হইতে পারে। অতীত উপলব্ধি অন্তর্বোধস্থিত স্মরণশক্তির দ্বারা মনে পুনরানীত হইতে পারে, আর স্মরণশক্তি চিন্তার একটি প্রকার মাত্র। চিন্তা বাহ্যিক কোন বিষয়ের সাক্ষাৎ সাহায্যের উপর নির্ভর করে না। চিন্তাটী সর্ব্বতোভাবে মানসিক। চিন্তাকার্য্যটী একটি অনুভূতি কারণ অন্তর্বোধ হইতে ইহাকে আমরা জানিতে পারি। চিন্তা বলিলে, চিন্তাকার্য্য বুঝাইবে। চিন্তনীয় সৎকে আমরা চিন্তা করি, কিন্তু চিন্তাকরণটী মাত্র আমরা অনুভূতি করি। আমি সূর্য্য চিন্তা করিতেছি, এস্থলে সূর্য্য একটি চিন্তা নহে। চিন্তাকালীন আমার মনোমধ্যে সূর্য্যের যে প্রতিকৃতিটি থাকে, তাহাকে চিন্তা

বলে, কিন্তু প্রাকৃতিক সূর্য্যের সহিত আমার মনে যে তদীয় প্রতিকৃতি হয় তাহা সমান নহে।

৫। অন্তর্বোধ বা মনের আর একটী ভাব আছে। এই ভাবটি ইচ্ছাভাব। আমার হস্তোত্তোলন করিতে বাঞ্ছা হইতেছে। আমি উক্ত বাঞ্ছা সফল করিবার নিমিত্ত হস্তোত্তোলন করিলাম। হস্তোত্তোলন করিবার পূর্ব্বে আমার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহাকে ইচ্ছা বলে। কার্য্য করিবার পূর্ব্বে কর্ত্তার মনে উক্ত কার্য্য করিতে যে বাঞ্ছা হয়, তাহাকে ইচ্ছা বলে। সম্বন্ধবাচক নাম বুদ্ধিবৃত্তিশালী সৎকে চিহ্নিত করিলে উক্ত সত্তের কার্য্যকে সংচিহ্নিত করে। রাজা প্রজা এই দুইটী নাম সম্বন্ধবাচক, ইহারা দুইটী ভিন্ন ভিন্ন সৎকে চিহ্নিত করে ও একটীমাত্র ধর্ম্ম সংচিহ্নিত করে। সেই সংচিহ্নিত ধর্ম্মটি কেবল কার্য্যনিচয়ের সমষ্টি রাজার দ্বারা প্রজার প্রাণ, ধন ইত্যাদির রক্ষণ, প্রজার দ্বারা রাজাকে করদান, রাজার নিকট বশংবদ হওন, ইত্যাদি কার্য্যনিচয়ের সমষ্টি। কিন্তু কার্য্য কাহাকে বলে? মনের ইচ্ছা ও তজ্জনিত ফল এই দুইয়ের সমষ্টিকে কার্য্য বলে।

৬। নাম দ্বারা চিহ্নণীয় সৎনিচয়ের প্রথম বিভাগ তবে অনুভূতিপুঞ্জ অর্থাৎ অন্তর্বোধের ভিন্ন ভিন্ন ভাববৃন্দ। উক্ত ভাববৃন্দ সংখ্যায় চারি প্রকার—উপলব্ধি, মানসিক আবেগ, চিন্তা ও ইচ্ছা। এই চারিটীকে আমরা সবিস্তারে বিবৃত করিয়াছি। এক্ষণে নাম দ্বারা চিহ্নণীয় সৎনিচয়ের আর দুইটী বিভাগকে বিবৃত করিব। সমস্ত বাহ্যিক বিষয় দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে—পদার্থ ও তদীয় ধর্ম্মনিচয়। এক্ষণে আমরা পদার্থের সমালোচনা করিব।

---

(২) পদার্থ।

পদার্থ কাহাকে বলে? পদার্থকে উপলব্ধি করিতে হইলে আমরা তদীয় ধর্ম্মমাত্রকে উপলব্ধি করি। অতএব আমরা প্রত্যক্ষ পদার্থকে জানিতে পারি না, কেবলমাত্র তদীয় ধর্ম্ম নিচয়কে জানিতে পারি। পদার্থ সম্বন্ধে আমাদিগের জ্ঞান আর কিছুই নহে, কেবল পদার্থধর্ম্মনিচয়ের উপলব্ধি সমূহের সমষ্টি মাত্র। পদার্থধর্ম্মসমূহ আমাদিগের মনে উপলব্ধি নিচয়ের উৎপাদন করে। মানবমনে যে সমস্ত উপলব্ধি হয়, তৎসমুদয়ের উৎপাদক পদার্থ ধর্ম্ম। আমি এই লেবুটী উপলব্ধি করিতেছি। লেবুটি কি পদার্থ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে উক্ত লেবুটীর বিবরণ মাত্র দিতে আমরা সক্ষম। লেবুটীর বর্ণ পীত—চক্ষের সাহায্যে এই উপলব্ধিটি করিতে পারি। লেবুটির আকার গোল—এই উপলব্ধিটী কিয়দংশ চক্ষের সাহায্যে আর কিয়দংশ মাংসপেশীস্থিত স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে করিতেছি। লেবুটির পরিমাণ এই উপলব্ধিটি কেবল মাত্র মাংসপেশীস্থিত স্পর্শেন্দ্রিয় হইতে করিতেছি। লেবুটীর উপবিভাগ বন্ধুর—বন্ধুরত্বের উপলব্ধিটী ও মাংপেশীস্থিত স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে করিতেছি লেবুটির রস অম্ল মিশ্রিত মধুর—জিহ্বার স্নায়ুর সাহায্যে আস্বাদের উপলব্ধি করিতেছি। লেবুটির গন্ধোপলব্ধি নাসিক স্নায়ুর সাহায্য করিতেছি। এই উপলব্ধি নিচয়ের সমষ্টিকে লেবু বলে। কিন্তু এই উপলব্ধি নিচয় ধর্ম্ম সমূহের উপলব্ধি ব্যতীত সাক্ষাৎ লেবু পদার্থের উপলব্ধি নহে। লেবু পদার্থ যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম নিচয়ের সমষ্টি হইতে ভিন্ন হইত তাহা হইলে উক্ত ধর্ম্মগুলি বর্ত্তমান না থাকিলেও লেবু পদার্থটি বর্ত্তমান থাকিত তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু

যদ্যপি লেবুর বর্ত্তমান সমস্ত ধর্ম্ম একবারে অন্তর্হিত হয়, আর তৎপরে যদ্যপি উক্ত ধর্ম্ম নিচয়ের স্থানে ভিন্ন ধর্ম্ম নিচয় না বর্ত্তায় তাহা হইলে অবশিষ্ট কি থাকে? কিছুই থাকে না— অন্ততঃ আমাদের পক্ষে কিছুই থাকে না, কারণ কিছু অবশিষ্ট থাকিলেও সেই অবশিষ্ট নির্গুণ হওয়ায় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাহাকে আমারা উপলব্ধি করিতে পারি না, কারণ কেবল মাত্র ধর্ম্মই ইন্দ্রিয় পরিচালনা দ্বারা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। তবে সাক্ষাৎ পদার্থের বিষয় আমরা অব্যবহিত রূপে কিছুই জানিতে সমর্থ নহি।" পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত জ্ঞানই ব্যবহিত, ধর্ম্মনিচয়ের মাত্র অব্যবহিত উপলব্ধি করিতে আমরা সমর্থ। তবে ধর্ম্ম হইতে স্বাধীন কি পদার্থ নাই? এই প্রশ্নে আমারা এক মাত্র উত্তর দিতে পারি, যে পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদিগের স্বাভাবিক প্রত্যয় ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ দেওয়া যায় না। যাঁহারা পদার্থের সত্ত্বা মানেন না তাঁহারাও এ সংসারের প্রতিদিন কার্য্যে দেখান যে পদার্থের সাক্ষাৎ সত্ত্বা আছে, যে পদার্থ তদীয় ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন। তবে আমাদিগের স্বাভাবিক প্রত্যয় ব্যতীত পদার্থের সত্ত্বা সম্বন্ধে অন্য কোন বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে না।

৭। বিশ্বস্থ সমস্ত সৎকে দুই মুখ্য ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বিশ্বস্থ সৎনিচয়ের মধ্যে এক ভাগ মানসিক আর অপর ভাগ বাহ্যিক। অর্থাৎ দুইটি নাম দ্বারা বিশ্বস্থ সৎনিচয়ের মুখ্য ভাগদ্বয় চিহ্নিত হইতে পারে এই দুইটি নাম মন আর আকার। বিশ্বস্থ সৎ মন বা আকার হইতে পারে। যে বস্তুটির বিষয়ের উপলব্ধি মন গ্রহণ করে তাহাকে আকার বলে আমি একটি বৃক্ষ দেখিতেছি। বৃক্ষের দৈর্ঘ্য, বর্ণ ইত্যাদি ধর্ম্ম নিচয়কে মাত্র আমি উপলব্ধি করিতেছি। কেবল এই উপলব্ধি

গুলি আমার অন্তর্বোধ অনুভব করিতেছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে উক্ত উপলব্ধি নিচয়ের উৎপত্তি একটি কারণ হইতে হইতেছে, আর উক্ত কারণ আমার মনের ও ইন্দ্রিয় নিচয়ের বহির্দ্দেশে অবস্থিতি করিতেছে। এই বাহ্যিক স্বাধীন কারণটিকে আমি আকার বলি। কিন্তু উক্ত উপলব্ধি নিচয় যে একটি বাহ্যিক কারণ হইতে উৎপন্ন তাহার প্রমাণ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এই বিষয় সম্বন্ধে আমাদিগের স্বাভাবিক প্রত্যয় ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ দিতে এক্ষণে আমরা সমর্থ নহি। সাক্ষাৎ বাহ্যিক জগৎ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না ও জানিতে পারি না, বাহ্যিক জগৎজনিত আমাদিগের মনে যে উপলব্ধি নিচয় হয় সেই উপলব্ধিপুঞ্জ ব্যতীত আমরা এক্ষণে কিছুই জানিতে পারি না।

৮। মন কাহাকে বলে? আকার যেমন মনে উপলব্ধির উৎপাদাক বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে, তেমনি মন আকারজনিত উপলব্ধি নিচয়ের গ্রাহক মাত্র। মনে উপলব্ধির উৎপাদক আকারের সাক্ষাৎ সত্তা সম্বন্ধে যেমন আমরা কিছুই জানি না, সেইরূপ উক্ত আকারোৎপাদিত উপলব্ধিনিচয়ের গ্রাহক—মনের সাক্ষাৎ সত্তা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিনা। যেমন আকারের ধর্ম্ম মাত্রকে আমরা উপলব্ধি করি সেইরূপ মনের ভিন্ন ভিন্ন ভাব মাত্রকে আমরা অনুভূতি করি। সাক্ষাৎ মন ও সাক্ষাৎ আকার উভয়েই অজ্ঞাতব্য। মন সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র জানি যে একটি সৎ আছে যাহাকে 'অহম্' অর্থাৎ আমার মন বলিয়া থাকি এবং যে এই 'অহম্' অর্থাৎ আমার মন উপলব্ধি, অনুভূতি প্রভৃতি সমস্ত মানসিক কার্য্য হইতে সম্যক ভিন্ন।—কিন্তু এই মন যে কি তাহা আমরা কোন ক্রমেই জানিতে পারি না। আকার যেমন আমার মনে উপলব্ধি

নিচয়কে উৎপাদন দ্বারা আমার নিকট পরিচিত, সেইরূপ মন অনুভূতিপুঞ্জ হইতে আমার নিকট পরিচিত। আকার আমার মনে যদি উপলব্ধির উৎপাদন না করিত তাহা হইলে আমি তৎসম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিতাম না। মন যদি অনুভূতি না করিত তাহা হইলে মন আমার নিকট অপরিচিত থাকিত।

তবে আকার আমাদিগের মনোমধ্যে উপলব্ধিনিচয়ের উৎপাদক। আকার সম্বন্ধে আমরা কতকগুলি অনুভূতি করিয়া থাকি। আকারোৎপাদিত উপলব্ধিনিচয়ের গ্রাহককে মন বলে। উপলব্ধি প্রভৃতি অনুভূতিনিচয়ের গ্রাহক তবে মন। এতদ্ব্যতীত মনের বা আকারের প্রকৃতিসম্বন্ধে আমরা আর কিছুই জানিতে পারি না আর যদিও জানিতে পারিতাম আমাদিগের সেই জ্ঞান এই শাস্ত্রের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় হইত না। এক্ষণে নাম চিহ্নণীয় সৎনিচয়ের শেষ বিভাগ বিবরিত করিব।

---

(৩) ধর্ম্ম—গুণ।

১। কোন আকারকে আমাদের মনোমধ্যে তদুৎপাদিত উপলব্ধি হইতে পৃথক্ করিয়া জানিতে পারি না, ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি। আকারনিচয়ের ধর্ম্ম একটি বাহ্যিক সৎ; অতএব ধর্ম্মসম্বন্ধে আমরা এই মাত্র জানি যে তাহা আমাদের মনোমধ্যে উপলব্ধির উৎপাদন করে। উক্ত উপলব্ধি হইতে ধর্ম্মের স্বতন্ত্র সত্তা সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিতে পারি না। আমি এই বৃক্ষটিকে দেখিতেছি। অর্থাৎ বৃক্ষের দৈর্ঘ্য,বর্ণ ইত্যাদি ধর্ম্মনিচয়কে উপলব্ধি করিতেছি। কেবল মাত্র এই উপলব্ধিগুলিকে আমি জানিতে পারিতেছি। এবং উক্ত উপলব্ধিনিচয়ের উৎপাদক ধর্ম্মপুঞ্জকে আমি ঐ উপলব্ধিনিচয়

হইতে অনুমান করিয়া লই। উক্ত ধর্ম্মপুঞ্জকে অব্যবহিত রূপে আমি কোনক্রমেই জানিতে পারি না। উক্ত ধর্ম্মপুঞ্জ-সম্বন্ধে আমার সমস্ত জ্ঞানই ব্যবহিত। 'তুষার শুভ্র' অর্থাৎ তুষারের শুভ্রতা ধর্ম্ম আছে। 'তুষারের শুভ্রতা ধর্ম্ম আছে' এই প্রসঙ্গের অর্থ কি? তুষার নামক একটি আকার আমাদিগের ইন্দ্রিয়সীমায় আনীত হইলে আমরা তাহার উপলব্ধি করিতে পারি। অর্থাৎ তুষার নামক আকার আমাদের ইন্দ্রিয়সীমায় আনীত হইলে আমরা তাহার ধর্ম্মনিচয়কে উপলব্ধি করিতে পারি, এবং তাহার ধর্ম্মাবলীর মধ্যে আমরা শুভ্রতা ধর্ম্মটীকে উপলব্ধি করি। তুষার নামক আকার আমাদিগের ইন্দ্রিয়সমীপে আনীত হইলেই আমরা শুভ্রতার উপলব্ধি করি। কিন্তু শুভ্রতা উপলব্ধি করিবার সময়, তুষার নামক আকার যে আমাদিগের ইন্দ্রিয় সমীপে উপস্থিত থাকে তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ কেবল মাত্র আমাদিগের মনে যে উপলব্ধিনিচয় হয় তদ্ব্যতীত আর কিছুই নাই। উক্ত উপলব্ধিনিচয় হইতে আমরা অনুমান করি যে তুষার আমাদিগের ইন্দ্রিয় সমীপে বর্ত্তমান আছে। আর যখন আমরা বলি যে তুষারের শুভ্রতা ধর্ম্ম আছে আমাদিগের অর্থ এই যে তুষার নামক আকার দ্বারা আমাদিগের মনে উৎপাদিত অনেক গুলি উপলব্ধির মধ্যে শুভ্রতার উপলব্ধিও উৎপাদিত হয়।

কিন্তু তুষারের দ্বারা আমাদিগের মনে শুভ্রতার উপলব্ধি উৎপাদিত হয় বলিয়াই কি আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে তুষারের শুভ্রতা ধর্ম্ম আছে? ক, খয়ের সত্তা সম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়াই কি ক ও খ এক পদার্থ বলিতে হইবে? শুভ্রতা ধর্ম্মটি কি আমাদিগের মনোমধ্যে শুভ্রতার যে উপলব্ধি হয়, তাহার সহিত এক? শুভ্রতা একটী আকারের ধর্ম্ম, ইহা আমাদিগের মনে যে শুভ্রতার উপলব্ধি হয় তাহা নহে। এবং যখন আমরা

স্বীকার করি যে, তুষারের শুভ্রতা ধর্ম্ম আছে, আমাদিগের অর্থ এই যে তুষারের শুভ্রতা ধর্ম্ম থাকায় তুষার আমাদিগের মনে শুভ্রতার উপলব্ধিকে উৎপন্ন করে। অর্থাৎ তুষারের শুভ্রতা সম্বন্ধে আমাদিগের মনে যে উপলব্ধি হয় তাহা হইতে তুষারের শুভ্রতা ধর্ম্মটি সম্যক স্বতন্ত্র। তর্কশাস্ত্রের উদ্দেশ্য সাধন জন্য ইচ্ছামত এই মতদ্বয়ের একটীকে অবলম্বন করিলেই হইল। তর্কশাস্ত্রের উদ্দেশ্য সাধন জন্য, ধর্ম্ম, মনোমধ্যে উৎপাদিত উপলব্ধির সহিত ঐক্য হইলেও হইতে পারে, বা ধর্ম্ম কোন আকারের সেই ধর্ম্মোপলব্ধির উৎপাদিকা ক্ষমতা হইয়া মনো মধ্যে উপলব্ধির উৎপাদক হইলেও হইতে পারে। এই মত দ্বয়ের মধ্যে কোনটী প্রকৃত তাহার বিচার করা মনস্তত্ত্বের বিষয়।

কিন্তু আমাদিগের মতে ধর্ম্মকে কোন আকারের সেই ধর্ম্মোপলব্ধির উৎপাদিকা ক্ষমতা বলিলে কোন নূতন আবিষ্ক্রিয়া করা হয় না। যাহারা বলেন যে ধর্ম্ম কোন আকারের সেই ধর্ম্মোপলব্ধির উৎপাদিকা ক্ষমতা, তাঁহারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে ধর্ম্মকে আমরা উপলব্ধি করি। ধর্ম্মকে যখন আমাদিগের মন উপলব্ধি করে তখন ধর্ম্মটী উপলব্ধি মাত্র ইহার আর সন্দেহ নাই। আর যে সমস্ত আকার আমাদিগের মনে উক্ত ধর্ম্মের উপলব্ধির উৎপাদন করে, দেখিতে গেলে সেই সমস্ত আকার সম্বন্ধে উক্ত ধর্ম্মটি যে একটি ক্ষমতা মাত্র তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। ধর্ম্ম একটী সর্ব্বতো-ভাবে স্বতন্ত্র সৎ—এই মতাবলম্বীদিগের এক্ষণে দেখান উচিত যে তাঁহাদিগের মত আমাদিগের মতাপেক্ষা বিশুদ্ধ।

আমাদিগের মনে ধর্ম্মের উপলব্ধি হয় ইহার প্রমাণমাত্র, তর্কশাস্ত্রের উদ্দেশ্য সাধন জন্য প্রয়োজনীয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধে

দুইটি ভিন ভিন্ন মত আছে বলিয়া আমরা ধর্ম্মোৎপাদিত উপলব্ধিকে উক্ত ধর্ম্মের ভিত্তি বলিয়া বিবরিত করিব। কারণ যিনি যে মত অবলম্বন করুন না কেন, আমাদিগের মনোমধ্যে উৎপাদিত উপলব্ধি হইতেই যে ধর্ম্মকে আমরা জানিতে পারি, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদিগের সমস্ত জ্ঞানই আমাদিগের মনোমধ্যে উৎপাদিত উপলব্ধির উপর নির্ভর করে। তর্কশাস্ত্রের উদ্দেশ্য সাধন জন্য উপলব্ধিই প্রয়োজনীয়। উপলব্ধির সত্তা প্রমাণ হইলে, ধর্ম্মও প্রমাণ হইল। কোন আকার যখন আমাদিগের মনোমধ্যে উপলব্ধির উৎপাদন করিতেছে, তখন যে সেই আকারের উক্ত উপলব্ধিকে উৎপাদন করিবার ক্ষমতা আছে তাহার আর সন্দেহ কি?

যে সকল আমরা ধর্ম্ম বলিয়া বিবরিত করিলাম তাহার তিনটী বিভাগ আছে গুণ, সম্বন্ধ ও পরিমাণ। তন্মধ্যে গুণকে আমরা ইতিপূর্ব্বে বিবরিত করিয়াছি এক্ষণে সম্বন্ধের বিবরিত করিব।

---

(৪) সম্বন্ধ।

১০। গুণ তার, সেই গুণযুক্ত আকার আমাদিগের মনে যে উপলব্ধিনিচয়কে উৎপাদিত করে, তৎসমুদয়ের উপর নির্ভর করে। গুণ উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত দুইটীমাত্র সৎ প্রয়োজনীয়, গুণযুক্ত আকার ও উপলব্ধিকারী মন। কিন্তু কোন আকার সম্বন্ধে, সম্বন্ধ ধর্ম্ম স্বীকৃত হইলে এই দুইটি সৎ ব্যতীত আর কিছু প্রয়োজনীয় হয়।

সম্বন্ধবাচক নামধারী দুইটী পদার্থের যে কোন সম্বন্ধ আছে

তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মনুষ্য প্রদত্ত যে সমস্ত সম্বন্ধ বাচক নাম আছে তন্মধ্যে প্রধানগুলির সমালোচনা করিয়া তাহাদিগের সাধারণ ধর্ম্মগুলিকে বাহির করিলে সম্বন্ধ কাহাকে বলে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

প্রথমেই আমরা যে সম্বন্ধগুলি সর্ব্বাপেক্ষা সরল তৎসমুদায়ের সমালোচনা করিব। 'অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অব্যবহিত পরবর্ত্তী' আর 'সমবর্ত্তী' এই কথাগুলি দ্বারা সংচিহ্নিত সম্বন্ধনিচয় সম্বন্ধবৃন্দের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সরল। 'উষাকালের অব্যবহিত পরেই সূর্য্যোদয় হয়' এস্থলে 'উষাকাল' ও 'সূর্য্যোদয়' এই দুই সত্তের, একটি সাধারণ ঘটনা অর্থাৎ পারম্পর্য্য সম্বন্ধ আছে, আর উক্ত ঘটনার সহিত উষাকাল ও সূর্য্যোদয় ব্যতীত কোন তৃতীয় সত্তের সম্বন্ধ নাই। সূর্য্যোদয়ের দ্বারা উষাকালের অনুগমন কার্য্যটি সূর্য্যোদয় ও উষাকালের সহিত সম্যক্ জড়িত। উষাকালকে ও সূর্য্যোদয়কে আমাদিগের মনোমধ্যে পৃথক্ পৃথক্ উপলব্ধি বলিয়া জানিতে পারি। কিন্তু সূর্য্যোদয় দ্বারা উষা কালের অনুগমন কার্য্যটি আমাদিগের মনোমধ্যে একটী স্বতন্ত্র উপলব্ধির উৎপাদন করে না, আমরা অগ্রে উষাকাল ও সূর্য্যো দয়কে উপলব্ধি করিয়া শেষে সূর্য্যোদয় দ্বারা অনুগমন কার্য্যটিকে উপলব্ধি করি না। আমাদিগের মনে যদি দুইটী অনুভূতি হয় তাহা হইলে উক্ত দুইটী অনুভূতি, হয় এক সময়ে উৎপাদিত হইবে, অথবা তন্মধ্যে একটি অপরটিকে অনুগমন করিবে ইহা অনুভূতি নিচয়ের একটী নিত্য নিয়ম।

১১। 'সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্য' এই দুইটি কথার দ্বারা যে সম্বন্ধ দ্বয় ব্যক্ত হয় তাহারা পারম্পর্য্য ও সমবর্ত্তীতা সম্বন্ধদ্বয়ের ন্যায় সরল। আমি প্রথমে একবার শুভ্রতা উপলব্ধি করিলাম, এবং অব্যবহিত পরেই পুনরায় শুভ্রতা উপলব্ধি করিলাম।

এস্থলে প্রথম ও দ্বিতীয়, দুইটি উপলব্ধি যে সদৃশ তাহা বলিতে হইবে। আমি দুইবার শুভ্রতার উপলব্ধি করিয়াছি, অর্থাৎ আমি দুইটি স্বতন্ত্র উপলব্ধি করিয়াছি। কিন্তু এই দুইটী উপলব্ধি সদৃশ। আমি কি এস্থলে সাদৃশ্যের একটি স্বতন্ত্র উপলব্ধি করিলাম? অগ্রে শুভ্রতার, দুই বার উপলব্ধি করিয়া শেষে কি আমি উক্ত দুইটী উপলব্ধির সাদৃশ্যকে স্বতন্ত্র উপলব্ধি করিলাম? এই সাদৃশ অনুভূতিটী পারম্পর্য্যের ন্যায় উপরোক্ত উপলব্ধি দ্বয়ের সহিত জড়িত বা একটি স্বতন্ত্র উপলব্ধি তাঁহা নিরূপণ করা অনেক তর্কের কর্ম্ম। কিন্তু ইহা যাহাই হউক না কেন, সকলকেই মানিতে হইবে, সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্যের অনুভূতি আমরা স্বভাবতঃ করিতে পারি। এবং এই অনুভূতিদ্বয়ের বিশ্লেষণ করা অসম্ভব কারণ অপরাপর সমস্ত অনুভূতির বিশ্লেষণে এই দুইটি অনুভূতিকে সর্ব্বাগ্রে ধরিয়া লইতে হয়। সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্য, অব্যবহিত পূর্ব্বগামীতা অব্যবহিতানুগামীতা, সমবর্ত্তিতা—প্রত্যেকেই এক একটি ধর্ম্ম, এবং অন্তর্বোধের নির্দ্দিষ্ট ভাবনিচয় ইহাদিগের চিহ্নিতসম্বন্ধের ভিত্তি। আর উক্ত ভাব বৃন্দের বিশ্লেষণ অসমস্ত। সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্যের সর্ব্বাপেক্ষা সরল উদাহরণগুলির বিশ্লেষণ অসম্ভব বটে, কিন্তু তাহাদিগের জটিল উদাহরণও আছে, এবং শেষোক্ত উদাহরণ গুলিকে বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা অপেক্ষাকৃত সরল করিতে পারি। একখানি চিত্র সম্বন্ধে যখন আমরা বলি যে 'এই চিত্রখানি ইহার প্রাকৃতিক আদর্শের সহিত সদৃশ' তখন আমাদিগের অর্থ এই যে চিত্রখানি অনেকগুলি সত্বের চিত্র—অথাৎ চিত্রখানির অনেকগুলি অংশ আছে এবং ইহার প্রত্যেক অংশই তদীয় প্রাকৃতিক আদর্শের সহিত সদৃশ। এক ব্যক্তির অপরকে অনুকরণ করিতে হইলে দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী, স্বরভঙ্গী,

মনের ভাব প্রভৃতি অনেকগুলি ধর্ম্মের যথার্থ অনুকরণ আর থাকে। তাহা হইলে অনুকরণটি সম্পূর্ণ হয়। এস্থলে দুইটি ব্যক্তির সাদৃশ্য প্রদর্শনের নিমিত্ত উভয়ের অনেকগুলি ধর্ম্ম যে সদৃশ তাহা এক এক করিয়া দেখাইতে হয়।

আমারা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে উৎপাদিত উপলব্ধি ব্যতীত আকার সম্বন্ধে আমারা আর কিছুই জানিতে সমর্থ নহি। দুইটি আকার সদৃশ বলিলে আমাদের অর্থ এই যে উক্ত আকার দ্বয় আমাদিগের মনোমধ্যে যে উপলব্ধিদ্বয়কে উৎপন্ন করে সেই উপলব্ধিদ্বয় বা তাহাদিগের কিয়দংশ সদৃশ। 'দুইটি ধর্ম্ম সদৃশ' বলিলে আমাদিগের অর্থ এই যে আমাদিগের মনোমধ্যে উক্ত দুইটি ধর্ম্মোৎপাদিত উপলব্ধিদ্বয় সদৃশ। আকবরের সহিত জাহাঙ্গীরের সম্বন্ধ, দশরথের সহিত রাম চন্দ্রের সম্বন্ধের সহিত সদৃশ.—দুইটি সম্বন্ধ সদৃশ বলিলেও এইরূপ অর্থ বুঝায়। আমরা পূর্ব্বাধ্যায় বলিয়া আসিয়াছি যে দুইটি নাম সহসম্বন্ধবাচী হইলে তাহাদিগের সম্বন্ধের ভিত্তি এক সাধারণ ঘটনাপুঞ্জ দুইটি সৎ যদি সহ সম্বন্ধবাচী হয় তাহা হইলে এক সাধারণ ঘটনা পুঞ্জের সহিত উক্ত সৎদ্বয়ের প্রত্যেকেরই সম্বন্ধ থাকিবে। প্রভু, ভৃত্য, দুইটী সহসম্বন্ধবাচী সৎ। ইহাদিগের সম্বন্ধের ভিত্তি কি? ভৃত্য বেতনের নিমিত্ত প্রভুর আজ্ঞাপালন ও পরিচর্য্যা ইত্যাদি করিতে অঙ্গীকার করিয়াছে—এই ঘটনা পুঞ্জ এস্থলে সম্বন্ধের ভিত্তি। এইরূপে দুইটি সহসম্বন্ধবাচী সৎ থাকিলেই তাহাদিগের সম্বন্ধের ভিত্তি এক সাধারণ ঘটনাপুঞ্জ থাকিবে। অতএব দুইটি সম্বন্ধ সদৃশ বলিলে,সম্বন্ধ দ্বয়ের ভিত্তি ঘটনাদ্বয় যে সদৃশ তাহা বুঝায়। দুইটি ধর্ম্ম সদৃশ বলিলে উক্ত ধর্ম্মদ্বয়ের ভিত্তি স্বরূপ যে আমার অন্তর্ব্বোধের দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ভাব আছে সেই ভাবদ্বয় সদৃশ বুঝায়।

এই সাদৃশ্য কখন কখন এত অধিক হইতে পারে যে সদৃশ সংশ্বয়ের অসদৃশ ধর্ম্মগুলি অল্পতা বশতঃ সহসা দৃষ্ট হয় না, আর কখন কখন এত অল্প হইতে পারে যে সাদৃশ্য অত্যন্ত হীন হয় এবং সহসা দৃষ্ট হয় না। প্রতিভাশালী ব্যক্তির মনে একটী চিন্তা ভূমিনিহিত বীজের সদৃশ, কারণ ভূমিনিহিত বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বহু শাখাযুক্তবৃক্ষ উৎপাদন করে, আর প্রতিভাশালী ব্যক্তির মনস্থিত চিন্তাটী অন্যান্য অনেক গুলি চিন্তার উৎপাদন করে। এ স্থলে প্রতিভাশালী ব্যক্তির মনের সহিত চিন্তার সম্বন্ধটি, উর্ব্বরা ভূমির সহিত বীজের সম্বন্ধটির সহিত সদৃশ বীজাঙ্কুর যেরূপ ক্রমে প্রকাণ্ড বৃক্ষকে প্রসূত করে,প্রতিভাশালী ব্যক্তির মনে চিন্তাও সেইরূপ অন্যান্য চিন্তাসমূহকে প্রসূত করে। এ স্থলে উৎপাদিকাশক্তি সৎটী, দুইটী সম্বন্ধেরই ভিত্তি, অতএব উক্ত দুইটী সম্বন্ধ সদৃশ বলিতে হইবে। এই উদাহরণটিতে সম্বন্ধদ্বয়ের সাদৃশ্য সহসা লক্ষিত হয় না। কিন্তু সম্বন্ধদ্বয়ের যে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে, তাহা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। দুইটি সত্তে কখন কখন এত অধিক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় যে আমরা উক্ত দুইটী ভিন্ন ভিন্ন সত্তকে এক বলিয়া বিবেচিত করি। আমরা এইরূপ সচরাচর বলিয়া থাকি যে 'আমি গত কল্য যে উপলব্ধি করিয়াছিলাম অদ্য সেই উপলব্ধি করিতেছি' ইহাতে সচরাচর বুঝায় যে আমার কল্যকার উপলব্ধিটী অদ্য পুনরায় মনোমধ্যে আবির্ভূত হইতেছে,যে কল্যকার উপলব্ধি আর অদ্যকার উপলব্ধি ভিন্ন নহে—যে ইহারা একটি উপলব্ধি দুইবার আবির্ভূত হইতেছে মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে উক্ত দুইটী উপলব্ধি সমাক্ পৃথক্। গত কল্য আমি যে উপলব্ধি করিয়াছিলাম তাহা অতীত হইয়াছে, তাহা আর ফিরিবার নহে, আর অদ্য যে উপলব্ধি করিতেছি তাহা কল্যকার

উপলব্ধির সহিত সদৃশ, এত সদৃশ যে উভয়ে কোন ভিন্নতা দৃষ্ট হয় না, কিন্তু অন্যাকার উপলব্ধি কলাকার উপলব্ধি নহে,—দুইটি উপলব্ধি সদৃশ মাত্র, এক নহে। এইরূপ সাদৃশ্যের আধিক্যকে একতা বলে। গাণিতিকতত্ত্বে এইরূপ সাদৃশ্যের আধিক্যকে সমতা বলে। সমতা কেবল সাদৃশ্যে আধিক্য অর্থাৎ ঐক্যতা মাত্র। উক্ত ঐক্যতা যদ্যপি দুই অথবা বহু রাশির পরিমাণসম্বন্ধে স্বীকৃত হয় তাহা হইলে তাহাকে সমতা বলে। এক্ষণে আমরা ধর্ম্মের তৃতীয় বিভাগ অর্থাৎ পরিমাণ বিবরিত করিব।

———

(৫) পরিমাণ।

১২। আমি একসের জলকে উপলব্ধি করিতেছি। আমার সমীপস্থ এই একসের জল আমার মনে কতকগুলি উপলব্ধির উৎপাদন করিতেছে। এই উপলব্ধিনিচয়,দশ সের জল আমার মনে যে উপলব্ধিনিচয়ের উৎপাদন করে তাহা হইতে স্বতন্ত্র কারণ দশসের জলকে আমি একসের জল হইতে ভিন্ন বলিয়া জানি, আর উপলব্ধি ব্যতীত অন্য কোনপ্রকারে আমরা আকার সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি না—ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। এইরূপে একশের দুগ্ধ আমার মনে উপলব্ধিসমূহ উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু একশের দুগ্ধ দ্বারা আমার মনে যে উপলব্ধিপুঞ্জ উৎপাদিত হয় তাহা একশের জল দ্বারা আমার মনোমধ্যে উৎপাদিত উপলব্ধিপুঞ্জের সহিত কিয়দংশে সদৃশ ও আর কিয়দংশে অদৃশ নহে। এক সের জল দশ সের জল হইতে যে কারণে ভিন্ন একসের জল একসের দুগ্ধের সহিত সেই কারণে সদৃশ। একসের জল দশ সের জল হইতে যে

কারণে ভিন্ন, একসের জল একসের দুগ্ধের সহিত সেই কারণে সদৃশ। আর একসের জল দশসের জলের সহিত যে কারণে সদৃশ সেই কারণে একসের জল একসের দুগ্ধের সহিত সদৃশ নহে। অর্থাৎ একদিকে ধরিতে গেলে একসের জল এক সের দুগ্ধের সহিত সদৃশ বলিতে হইবে, আর অন্যদিকে একসের জল একসের দুগ্ধের সহিত সদৃশ নহে। একসের জল একসের দুগ্ধের সহিত যে ধর্ম্মনিবন্ধন সদৃশ তাহাকে পরিমাণ বলে অর্থাৎ একসের জল একসের দুগ্ধের সহিত পরিমাণে সদৃশ। কিন্তু একসের জল একসের দুগ্ধের সহিত গুণে সদৃশ নহে অর্থাৎ দুগ্ধ ও জলের উপলব্ধিনিচয় সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া একসের জল একসের দুগ্ধের সহিত পরিমাণে সদৃশ হইলেও গুণে সদৃশ নহে। পরিমাণ তবে আমাদিগের মনোমধ্যে অনুভূতিনিচয়ের দ্বারা জানা যায়। পরিমাণ তবে একটী ধর্ম্ম যাহার ভিত্তি আমাদিগের অন্তর্বোধের ভাবপুঞ্জ।

---

(৬) ধর্ম্ম—পরিশিষ্ট।

১৩। গুণ ও পরিমাণের অন্তর্গত পদার্থের ধর্ম্মসমূহের ভিত্তি তবে অন্তর্বোধের ভিন্ন ভিন্ন ভাব। গুণ ও পরিমাণ ধর্ম্ম পুঞ্জকে আমাদিগের মনোমধ্যে উৎপাদিত উপলব্ধিনিচয় হইতে আমরা জানিতে পারি। গুণ ও পরিমাণ ধর্ম্মপুঞ্জকে তবে সেই সেই ধর্ম্মযুক্ত পদার্থনিচয়ের উক্ত উপলব্ধিবৃন্দকে উৎপন্ন করিবার ক্ষমতানিচয় বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এবং এই সাধারণ ব্যাখ্যা সম্বন্ধ ধর্ম্মবৃন্দের পক্ষেও করা যাইতে পারে। সম্বন্ধ ধর্ম্মবৃন্দেরও ভিত্তি এক সাধারণ ঘটনাপুঞ্জ যাহার সহিত সহসম্বন্ধীয় পদার্থনিচয়ের প্রত্যেকেরই সম্বন্ধ থাকে। এবং

উক্ত সাধারণ ঘটনাপুঞ্জ আমাদের পক্ষে উপলব্ধি বা অন্য কোন অনুভূতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতএব সম্বন্ধ ধর্ম্মেরও ভিত্তি অন্তর্বোধের ভিন্ন ভিন্ন ভাব মাত্র। সম্বন্ধ ধর্ম্মসমূহের মধ্যে পারম্পর্য্য, সমবর্ত্তিতা, সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্য এই কয়টি ধর্ম্মের ভিত্তি কোন নির্দ্দিষ্ট ঘটনা নহে, কারণ আমরা দেখিয়াছি যে ইহারা সম্বন্ধীয় পদার্থপুঞ্জের আমাদের মনে যে উপলব্ধি বৃন্দ হয় তাহাদের সহিত জড়িত। কিন্তু পারম্পর্য্য, সমবর্ত্তিতা সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্য, এই ধর্ম্মগুলির ভিত্তি কোন ঘটনা না হইলেও, ইহা বলা যাইতে পারে যে ইহারা প্রত্যেকেই এক একটি অনুভূতি, অতএব ইহারা প্রত্যেকেই আমাদের অন্তর্বোধের এক একটি ভিন্ন ভিন্ন ভাব। কারণ পারম্পর্য্য, বা সাদৃশ্য, বা সমবর্ত্তিতা আমাদের মনোমধ্যে পারম্পর্য্যের, বা সাদৃশ্যের বা সমবর্ত্তিতার অনুভূতি ব্যতীত আর কি?

১৪। এই অধ্যায়ে আমরা কেবল মাত্র পদার্থ সম্বন্ধে বিচার করিয়াছি, কিন্তু যাহা কিছু আমরা পদার্থসম্বন্ধে বলিয়াছি তৎসমুদয়ই অল্প পরিবর্ত্তনের সহিত মন সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। যেমন পদার্থপুঞ্জের ধর্ম্মসমূহ অন্তর্বোধের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উপর সম্যক্ নির্ভর করে, সেইরূপ মনেরও ধর্ম্মসমূহ অন্তর্বোধের ভিন্ন ভিন্ন ভাবসমূহের উপর সম্যক্ নির্ভর করে। কারণ মন অন্তর্বোধের ভিন্ন ভিন্ন ভাবপুঞ্জ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সাক্ষাৎ মনের সত্তা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, তবে আমাদিগের অনুভূতিনিচয় হইতে আমরা অনুমান করি যে অনুভবকারী একটী সৎ আছে। সেই সৎটি মন নামে পরিচিত। এক মনঃ অন্য মননিচয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবসমূহের উৎপাদন করে, (এজন্য মন পদার্থের সহিত সদৃশ, কারণ পদার্থ ও মননিচয়ে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতিসমূহের উৎপাদন করে,) আর

মনের নিজের স্বতন্ত্র ভাবপুঞ্জও আছে, (এজন্য মন পদার্থের সহিত অসদৃশ; কারণ সাক্ষাৎ পদার্থের স্বতন্ত্র কোন ধর্ম্মবৃন্দ, অর্থাৎ পদার্থোৎপাদিত মনোমধ্যে উপলব্ধি ব্যতীত আর কিছু, আমরা জানিতে পারি না, অতএব উক্ত ধর্ম্মবৃন্দ আমাদের পক্ষে বর্ত্তমান নাই বলিতে হইবে)। মন হয় নিজে কোন ভাবাপন্ন হয় (এ স্থলে মন পদার্থের সহিত অসদৃশ, কারণ পদার্থকে আমাদিগের মনোমধ্যে তদুৎপাদিত উপলব্ধিপুঞ্জ দ্বারা মাত্র জানিতে পারা যায়, পদার্থ যে আমাদিগের মনোমধ্যে তদুৎপাদিত উপলব্ধিনিচয় হইতে ভিন্ন কোন স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন হইতে পারে তাহা আমরা কোনক্রমে জানিতে সক্ষম নহি,) বা অন্য মননিচয়ে কোন ভাবের উৎপাদন করে (এ স্থলে মন পদার্থের সহিত সদৃশ, কারণ পদার্থ ও মননিচয়ে উপলব্ধিবৃন্দের উৎপাদক)। তুমি একজন দীনব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার উপর দয়া করিলে অর্থাৎ তোমার মনে দয়ার উদয় হইল। তুমি দয়ার্দ্র হইয়া উক্ত দীন ব্যক্তিকে কিছু অর্থ দান করিলে। তোমার মনস্থিত দয়াকে অর্থদান দ্বারা তুমি প্রকাশ করিলে। তুমি দয়াবান্ এইটী আমার অনুভূতি হইল। তোমার মন এস্থলে আমার মনে একটি অনুভূতি উৎপাদন করিল। পদার্থকে আমরা তদুৎপাদিত উপলব্ধি মাত্র হইতে জানিতে পারি, আর আমরা দেখিতেছি যে মনকেও তদুৎপাদিত অনুভূতি হইতে আমরা জানিতে পারি,—এরূপ দেখিতে গেলে মনেরও পদার্থের ন্যায় অন্য মনে অনুভূতি উৎপাদন করিবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু ইহা ব্যতীত মনের আরও একটী ধর্ম্ম আছে যাহা পদার্থের নাই। আমার মনে হর্ষের উদয় হইতেছে; আমি জানিতে পারিতেছি যে আমার মন হর্ষভাবাপন্ন, অর্থাৎ এই বর্ত্তমানকালে আমার মনে হর্ষ ধর্ম্মটী রহিয়াছে। মনের এই হর্ষ ভাবটি

আমার অন্তর্বোধের একটী ভাব। আমি স্পষ্ট অনুভব করিতেছে যে সৎটিকে আমি মন বলিয়া থাকি উক্ত হর্ষানুভূতিটি সেই সত্তের একটী ভাব। কিন্তু আমার সম্মুখস্থ বৃক্ষটির বর্ণ পীত, আমি বৃক্ষটির পীততা ধর্ম্মসম্বন্ধে কেবল মাত্র একটী উপলব্ধি করিতে পারি। বৃক্ষের পীততা সম্বন্ধে, উক্ত পীততার আমার মনে যে উপলব্ধি হয়, তদ্ব্যতীত আমি আর কিছুই জানি না। আমি জানি না যে বৃক্ষটির পীততা ধর্ম্ম আছে, আমি কেবল মাত্র এই জানি যে বৃক্ষটি আমার মনে পীততার উপলব্ধি উৎপাদন করিতেছে, কিন্তু বৃক্ষটি পীত' তাহা আমি অব্যবহিত বলিতে পারি না। মনের কোন নিজ ভাবকে আমি একবারে জানিতে পারি, কারণ মন ভাবসমূহের পারম্পর্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে, কিন্তু পদার্থের কোন ধর্ম্মসম্বন্ধে আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে আমি একটী ধর্ম্মোপলব্ধি করিতেছি কিন্তু উক্ত উপলব্ধিটির উৎপাদক পদার্থকে আমি জানি না। এই হেতু পদার্থ ধর্ম্মের সহিত মানসিক ধর্ম্মের বিভিন্নতা আছে।

মন অন্য মনে মানসিক আবেগের বা চিন্তার উৎপাদন করে। বাহ্যিক পদার্থ মনে উপলব্ধির উৎপাদন করে আর কখন কখন উপলব্ধি দ্বারা মানসিক আবেগ ও চিন্তারও উৎপাদন করিয়া থাকে। আমি একটি সুন্দর পুত্তলিকা দেখিয়া তাহার সৌন্দর্য্য অনুভূতি করিতেছি। প্রথমে পুত্তলিকাটিকে আমি উপলব্ধি করিলাম, তাহার পর আমি পুত্তলিকাটির সৌন্দর্য্য অনুভূতি করিলাম। এস্থলে বলা উচিত যে, সৌন্দর্য্যের অনুভূতি একটি মানসিক আবেগ, কারণ ইহা হর্ষজনক বা বিষাদ জনক হইতে পারে।

১৫। নাম দ্বারা চিহ্নিত বা চিহ্নীয় সৎনিচয়ের সমালোচনা আমরা এক্ষণে সম্পূর্ণ করিলাম। এই সমালোচনার প্রথম বিভাগ অনুভূতি। অনুভূতিনিচয় যে উৎপাদক পদার্থসমূহ হইতে ও অনুভূতিবহ ইন্দ্রিয়পুঞ্জ হইতে সম্যক্ পৃথক্ তাহা আমরা দেখাইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি। অনুভূতি চারি-প্রকার, উপলব্ধি, চিন্তা, মানসিক আবেগ ও ইচ্ছা। মানব ব্যাপারনিচয় ইচ্ছা ও তদুৎপন্ন কার্য্যের সমষ্টিমাত্র।

অনুভূতির পর আমরা পদার্থ বিবরিত করিয়াছি। পদার্থ দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে—শরীর ও মনঃ। যে বাহ্যিক সৎ মনে উপলব্ধি প্রভৃতি অনুভূতির উৎপাদক তাহাকে শরীর বলে, আর যে সৎ ঐ সকল উপলব্ধি প্রভৃতি অনুভূতির গ্রাহক তাহাকে মনঃ বলে। সাক্ষাৎ শরীর বা সাক্ষাৎ মনঃ সম্বন্ধে এতদ্ব্যতীত আমরা আর কিছুই জানি না।

পদার্থের পর আমরা শারীর ধর্ম্মনিচয়কে বিবরিত করিয়াছি। শারীর ধর্ম্মনিচয় তিন প্রকার—গুণ, সম্বন্ধ ও পরিমাণ। শরীরের ন্যায় গুণ সম্বন্ধে মনোমধ্যে তদুৎপাদিত উপলব্ধিপুঞ্জ ব্যতীত আমরা আর কিছুই জানি না। কোন সৎসম্বন্ধ গুণ স্বীকার করিতে গেলে কতকগুলি উপলব্ধির পারম্পর্য্যমাত্র স্বীকার করা হয়, আর উক্ত উপলব্ধিনিচয়ের পারম্পর্য্যের উপর গুণটী সম্যক্ নির্ভর করে। সম্বন্ধ ও গুণের ন্যায় অস্তাবাধের কতকগুলি অনুভূতির উপর সম্যক্ নির্ভর করে। কেবল সাদৃশ্য, অসাদৃশ্য, পারম্পর্য্য ও সমবর্ত্তিতা এই সম্বন্ধবাচী ধর্ম্মগুলি কোন অনুভূতির উপর নির্ভর করে না, কিন্তু ইহারা সম্বন্ধীয় পদার্থনিচয়ের উপলব্ধিসমূহের সহিত এত জড়িত, যে ইহাদিগকে উক্ত উপলব্ধিবৃন্দের অংশ বলিলেও বলা যায়, অতএব ইহারা এক একটী অনুভূতি। তৃতীয় প্রকার ধর্ম্ম অর্থাৎ পরিমাণ

ধর্ম্মটীও আমাদিগের উপলব্ধি প্রভৃতি অনুভূতিনিচয়ের উপর নির্ভর করে। একসের জল যে দশ সের জল হইতে পরিমাণে অল্প, তাহা কেবল উক্ত দুইটী পদার্থের উপলব্ধিদ্বয়ের ভিন্নতা হইতে বলিতে পারি। অতএব সমস্ত ধর্ম্মই আমাদিগের পক্ষে উপলব্ধি প্রভৃতি অনুভূতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। সাদৃশ্য, অসাদৃশ্য, পারম্পর্য্য ও সমবর্ত্তিতা এই কয়টি ধর্ম্ম আমাদিগের অনুভূতি নিচয়ের অংশমাত্র। কিন্তু ইহারা এত আবশ্যকীয় যে ইহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া বিবরিত করা উচিত।

নামদ্বারা চিহ্নিত বা চিহ্ননীয় সংসমুহের বিশ্লেষণ করিয়া আমরা নিম্নলিখিত পদ্ধত্যনুসারে উক্ত সংনিচয়কে সন্নিবেশিত করিতে পারি।

(১) অনুভূতিনিচয় বা অন্তর্বোধের ভিন্ন ভিন্ন ভাবসমূহ,

(২) উক্ত অনুভূতিনিচয়ের অনুভবকারী মন

(৩) শরীরবৃন্দ যাহারা উক্ত অনুভূতিনিচয়কে উৎপাদন করে বা যাহাদিগের উক্ত অনুভূতিনিচয়কে উৎপাদন করিবার ক্ষমতা আছে।

(৪) পারম্পর্য্য, সমবর্ত্তিতা, সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্য।

প্রত্যেক সংকেই এই বিভাগগুলির একটিতে নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে। প্রত্যেক ঘটনা হয় মানসিক বা বাহ্যিক। অন্তর্বোধের প্রত্যেক অনুভূতি মানসিক ঘটনা, আর শরীর বা শারীর ধর্ম্মঘটিত প্রত্যেক ঘটনা বাহ্যিক ঘটনা।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রসঙ্গ।

১। যে প্রবন্ধে কোন সৎসম্বন্ধে আর কোন সৎ স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হয়, তাহাকে প্রসঙ্গ বলে। যে সৎসম্বন্ধে কিছু স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হয়, তাহাকে প্রসঙ্গের কর্ত্তা বা প্রবাচ্য বলে; আর যে সৎ কর্ত্তা বা প্রবাচ্য সম্বন্ধে, স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হয়, তাহাকে প্রসঙ্গের প্রবচন বলে। প্রত্যেক প্রসঙ্গে তবে দুইটি মাত্র সৎ প্রয়োজনীয় তন্মধ্যে একটী, প্রসঙ্গের কর্ত্তা বা প্রবাচ্য, আর একটি প্রবচন হয়—যে সৎটীর সম্বন্ধে অপর সৎটী স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হয়, তাহা প্রসঙ্গের কর্ত্তা বা প্রবাচ্য, আর যে সৎটী উক্ত কর্ত্তা বা প্রবাচ্যের সম্বন্ধে স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হয় তাহা প্রসঙ্গের প্রবচন। কিন্তু দুইটিমাত্র নাম একত্রিত হইলেই প্রসঙ্গ হয় না। প্রসঙ্গের নিমিত্ত দুইটি নাম প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু তন্মধ্যে একটী নাম যে কর্ত্তা বা প্রবাচ্য আর অপরটী যে প্রবচন তাহা নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। যোজক দ্বারা এইটি নির্ণীত হয়। কোন্ নামটি প্রবাচ্য অর্থাৎ কোন্ নামটি সম্বন্ধে অপর নামটি স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হইতেছে, অর্থাৎ প্রবচন হইতেছে, তাহা কেবল যোজকই নির্ণয় করে। যোজক তবে কি? কি প্রকার নাম যোজক হইতে পারে? কখন, কখন 'হব' এই নামটি কোন্‌টি প্রবাচ্য আর কোন্‌টি বা প্রবচন তাহা নির্ণীত করে। কিন্তু সচরাচর উক্ত নির্ণয় কার্য্যটি বিভক্তি দ্বারা হইয়া থাকে। 'শিশু হাসিতেছে' এস্থলে হাসি ধাতুর উত্তর 'তেছে' বিভক্তির যোগে 'শিশু'-শব্দটি যে প্রবাচ্য তাহা নির্ণীত হইতেছে। 'শিশু হাসিতেছে' এ প্রসঙ্গে 'হাসি'

ধাতুর উত্তর 'তেছে' বিভক্তির যোগে প্রবাচ্যের (অর্থাৎ শিশুর) 'হসন' কার্য্যটি স্বীকৃত হইতেছে। 'শিশু হাসিতেছে' এই নামদ্বয়ের মধ্যে 'শিশু,' নামটি যে প্রবাচ্য ও তৎসম্বন্ধে যে 'হাসিতেছে'-নামটি স্বীকৃত হইতেছে তাহা 'হাসি' ধাতুর উত্তর 'তেছে' বিভক্তির যোগে জানা যায়। এস্থলে 'তেছে' বিভক্তিটী যোজক।

যোজক তবে প্রাবাচ্য ও প্রবচনে সম্বন্ধ নির্ণয় করে। কিন্তু কোন কোন পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে প্রবাচ্য ও প্রবচনের সম্বন্ধ নির্ণীত করা ব্যতীত যোজকের আরও একটি কর্ম্ম আছে, যে যোজক প্রথমতঃ প্রবচনের চিহ্ন স্বরূপ আর দ্বিতীয়তঃ যোজক প্রবাচ্যের সত্তাকেও নির্ণীত করে। 'যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিক ছিলেন' বলিলে দুইটী বস্তু বুঝায়—প্রথমতঃ যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিক, অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মগুণ ছিল, যুধিষ্ঠির সম্বন্ধে ধার্ম্মিকত্ব-গুণটী স্বীকৃত হইতে পারে, আর দ্বিতীয়তঃ যুধিষ্ঠির ছিলেন অর্থাৎ যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান ছিলেন, বিশ্বে যুধিষ্ঠির বলিয়া একটী সৎছিল। কিন্তু এই মতটি সাতিশয় ভ্রমাত্মক। 'ভূ' ধাতুর অর্থ সম্যক্ নির্দ্দিষ্ট না হওয়ায় এই মতটি প্রথমে প্রচলিত হইয়াছিল। যোজক কেবল প্রবচনের সহিত প্রবাচ্যের সম্বন্ধ নির্দ্দেশক মাত্র। প্রবচনের সহিত প্রবাচ্যের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ ব্যতীত যোজকের অন্য কোন উদ্দেশ্যই নাই। প্রচনের সহিত প্রবাচ্যের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ ব্যতীত যোজক যদি প্রবাচ্যের সত্তা নির্দ্দেশক ও হইত তাহা হইলে 'নাগপাশ বানটি কবিদিগের উপকথা মাত্র' এই প্রসঙ্গের কি অর্থ হইত? 'নাগপাশ বানটি কবিদিগের উপকথা মাত্র' এই প্রসঙ্গের প্রবাচ্য 'নাগপাশ বান' ও এই প্রবাচ্য সম্বন্ধে 'কবিদিগের উপকথা মাত্র' এই প্রবচনটী স্বীকৃত হইয়াছে। আর পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত-

দিগেব মতে এ প্রসঙ্গেব আরও এক অর্থ হওয়া উচিত, 'নাগ পাশ বান (হয়)' অর্থাৎ নাগপাশ বান একটি বর্ত্তমান সৎ, অথবা নাগপাশবান নামক কোন সৎ এক কালে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু নাগপাশ বান, সম্বন্ধে যখন আমরা প্রবচন করিতেছি যে ইহা একটী 'উপকথা' মাত্র, তখন নাগপাশ বানের বর্ত্তমান বা অতীত, সত্তা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? যে প্রসঙ্গে আমরা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকাব কবিতেছি যে নাগপাশ বানটি কবিদিগের উপকথা মাত্র, আর্থাৎ নাগপাশবান নামক কোন সৎ এ বিশ্বে নাই, এবং কখন ছিলও না সেই প্রসঙ্গে যদি আমবা স্বীকাব কবি যে নাগপাশ বান (হয়) অর্থাৎ নাগপাশ বান নামক কোন একটি সৎ আছে তাহাইলে প্রসঙ্গটীব কোন অর্থই হয় না কাবণ আমবা এক নির্দ্দিষ্টসৎ সম্বন্ধে আব এক নির্দ্দিষ্টসৎ এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্বীকাব ও অস্বীকার কবিতে পাবি না। আমবা বলিতে পাবি না যে নির্দ্দিষ্ট পশুটি গরু ও অগরু। এস্থলে বলা উচিত যে প্রথমাব একচনেব বিভক্তিব অর্থ 'হওয়া'। 'রাম' এই শব্দটিব প্রথমাব একবচনে 'বাম' হয়। প্রথমাব এক বচনে সিদ্ধ হইলে 'বাম' কথাটিব অর্থ 'রাম আছে, বা বাম বর্ত্তমান আছে'।—

এক্ষণে আমবা প্রসঙ্গ নিচয়েব বিভিন্নতা অনুসারে তাহা-দিগকে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে নিবিষ্ট কবিব।—

২। যে প্রবন্ধে কোন সৎস্বন্ধে অন্য একটী সৎ স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হয় তাহাকে প্রসঙ্গ বলে। অতএব প্রসঙ্গনিচয় প্রথমেই দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে। স্বীকাব বাচক প্রসঙ্গ ও অস্বীকাববাচক প্রসঙ্গ। যে প্রসঙ্গে প্রবাচ্য সম্বন্ধে কিছু স্বীকৃত হয় তাহাকে স্বীকাববাচক প্রসঙ্গ বলে। আব যে প্রসঙ্গে প্রবাচ্য সম্বন্ধে কিছু অস্বীকৃত হয় তাহাকে অস্বীকাব

বাচক প্রসঙ্গ বলে। 'বৃক্ষটী শ্যামল বর্ণ' একটি স্বীকার বাচক প্রসঙ্গের উদাহরণ, এস্থলে বৃক্ষ (প্রবাচ্য) সম্বন্ধে শ্যামল বর্ণ (প্রবচন) স্বীকৃত হইতেছে। 'বৃক্ষ শ্যামলবর্ণ নহে' একটী অস্বীকার বাচক প্রসঙ্গের উদাহরণ, এস্থলে বৃক্ষ (প্রবাচ্য) সম্বন্ধে শ্যামলবর্ণ (প্রবচন) অস্বীকৃত হইতেছে। উপরোক্ত স্বীকার বাচক প্রসঙ্গের উদাহরণে 'বৃক্ষটি' পদে যে প্রথমার বিভক্তি আছে, তাহা যোজক, আর উপরোক্ত অস্বীকারবাচক প্রসঙ্গের উদাহরণে 'বৃক্ষটি' পদে যে প্রথমার বিভক্তি আছে এবং 'নহে' এই শব্দদ্বয় যোজক। •

প্রসঙ্গনিচয়কে স্বীকারবাচক ও অস্বীকারবাচক এই দুই বিভাগে ন্যস্ত করা অনেক প্রধান প্রধান পণ্ডিতের মত। কিন্তু আমাদের মতে এরূপ বিভাগ একবারে নিষ্প্রয়োজনীয়। স্বীকার এবং অস্বীকারে প্রভেদ কি? স্বীকার কাহাকে বলে এবং অস্বীকারই বা কাহাকে বলে? কোন সত্তের অবস্থিতি প্রকাশ করাকে স্বীকার বলে। 'বৃক্ষটি শ্যামল বর্ণ' এস্থলে 'শ্যামল বর্ণ', এই সৎটি স্বীকৃত হইয়াছে। 'মনুষ্য' এই নামটি স্বীকার বাচক, কারণ তন্নামক সত্তের অর্থাৎ মনুষ্যের অবস্থিতিকে 'মনুষ্য' নামটি প্রকাশিত করিতেছে। আর কোন সত্তের অনবস্থিতিকে প্রকাশ করিলে সেই সৎটিকে অস্বীকার করা হয়। 'শ্যামল বর্ণ নহে' বলিলে শ্যামল বর্ণের অনবস্থিতি প্রকাশিত হইল। কিন্তু 'শ্যামলতার' অনবস্থিতি প্রকাশিত করিয়াই কি 'শ্যামল বর্ণ নহে' এই নামটি নিবৃত্ত থাকে? 'শ্যামল বর্ণ নহে' বলিলে শ্যামলতার অনবস্থিতি প্রকাশিত হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু 'শ্যামলতার' অনবস্থিতি 'অশ্যামলতা,' আর অশ্যামলতা শ্যামলতা ভিন্ন প্রাকৃতিক সৎ সমস্তই হইতে পারে। যাহা কিছু শ্যামল নহে তাহাই অশ্যামল, আর শ্যামল

পদার্থ গুলি ব্যতীত বিশ্বস্থ সমস্ত পদার্থই অশ্যামল। অতএব যদি আমি বলি যে, 'বৃক্ষটি অশ্যামল' তাহা হইলে বৃক্ষটীসম্বন্ধে শ্যামলতা ব্যতীত বিশ্বস্থ সমস্ত সৎই স্বীকৃত হইল। আর 'এই বৃক্ষটি শ্যামল বর্ণ নহে' ও 'এই বৃক্ষটি অশ্যামল' এই দুই প্রসঙ্গ একার্থক। অতএব 'এই বৃক্ষটি শ্যামল বর্ণ নহে' এই প্রসঙ্গের অর্থ এই যে, এই বৃক্ষটি সম্বন্ধে শ্যামলতা ব্যতীত বিশ্বস্থ সমস্ত সৎই স্বীকৃত হইতে পারে। অতএব যাহাকে আমরা অস্বীকারবাচক প্রসঙ্গ বলিয়া বিবেচিত করিয়াছি তাহার প্রবাচ্য সম্বন্ধে প্রবচন ব্যতীত সমস্ত প্রাকৃতিক সৎ স্বীকৃত হইতে পারে। এই হেতু স্বীকারবাচক ও অস্বীকারবাচক প্রসঙ্গে (ধরিতে গেলে) কোন বিভিন্নতাই নাই। প্রত্যেক অস্বীকারবাচক প্রসঙ্গকে স্বীকারবাচকের ন্যায় উল্লিখিত করা যাইতে পারে। 'রাজা দশরথ মরিয়াছেন' স্বীকার বাচক প্রসঙ্গ। 'রাজা দশরথ মরেন নাই' এই প্রসঙ্গটি উপরোল্লিখিত পণ্ডিত দিগের মতে একটি অস্বীকারবাচক প্রসঙ্গ। কিন্তু 'রাজা দশরথ মরেন নাই' এই প্রসঙ্গটির অর্থ 'রাজা দশরথ জীবিত আছেন,' 'রাজা দশরথ যুদ্ধ করিতেছেন,' 'রাজা দশরথ প্রজাপালন করিতেছেন,' 'রাজা দশরথ বিচার করিতেছেন,' ইত্যাদির প্রত্যেকই বা সমস্তই হইতে পারে। অতএব 'রাজা দশরথ মরেন নাই' এই প্রসঙ্গটিকে যদি আমরা এইরূপে উল্লিখিত করি যে, 'রাজা দশরথ অ-মৃত আছেন' তাহা হইলে এই প্রসঙ্গটি যে স্বীকারবাচক তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।

৩। প্রসঙ্গসমূহকে বিশুদ্ধ বা অমিশ্র আর মিশ্র এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যে প্রসঙ্গ এক মাত্র প্রবাচ্য সম্বন্ধে এক মাত্র প্রবচন স্বীকৃত হয় তাহাকে বিশুদ্ধ বা অমিশ্র প্রসঙ্গ

বলে। আর যে প্রসঙ্গে এক প্রবাচ্যসম্বন্ধে বহু প্রবচন, অথবা বহু প্রবাচ্যসম্বন্ধে এক প্রবচন স্বীকৃত হয় তাহাকে মিশ্র প্রসঙ্গ বলে।

অনেক সময়ে একটি মিশ্র প্রসঙ্গ অনেকগুলি অমিশ্র প্রসঙ্গের মিশ্রণ ব্যতীত আর কিছুই নহে, যথা 'রানা সংগ্রাম সিংহ মরিয়াছেন ও বাবর জীবিত আছেন।' এই মিশ্র প্রসঙ্গটী 'রানা সংগ্রাম সিংহ মরিয়াছেন,' 'বাবরজীবিত আছেন,' 'এই দুইটি ঘটনাকে একত্রে চিন্তা করা উচিত,' এই তিনটি প্রসঙ্গের মিশ্রণ মাত্র। 'রানা সংগ্রাম সিংহ মরিয়াছেন ও বাবর জীবিত আছেন' এই প্রসঙ্গটির বিশ্লেষণ করিয়া তিনটি প্রসঙ্গ পাওয়া যায়—একটিতে রানাসংগ্রাম সিংহের মরণ স্বীকৃত হয়, একটিতে বাবরের জীবিতাবস্থা স্বীকৃত হয়, আর একটিতে রানা সংগ্রাম সিংহের মরণ এবং বাবরের জীবিতাবস্থা—এই দুই ঘটনাকে যে একত্রে চিন্তা করিতে হইবে তাহা স্বীকৃত হয়। শেষের প্রসঙ্গ হইতে দেখা যাইতেছে 'ও' নামটি একটি প্রসঙ্গের সঙ্কেত স্বরূপ, 'ও' নামটিকে বিস্তৃত করিয়া লিখিতে হইলে একটি প্রসঙ্গ হইয়া উঠে। আর 'রানা সংগ্রাম সিংহ মরিয়াছেন কিন্তু বাবর জীবিত আছেন' এই প্রসঙ্গটির বিশ্লেষণ করিলে, 'রানা সংগ্রাম মরিয়াছেন,' 'বাবর জীবিত আছেন,' 'রাণা সংগ্রাম সিংহের মরণের সহিত বাবরের জীবিত থাকার বৈপরিত্য ভাব আছে' এই তিনটি প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। এইরূপ প্রসঙ্গকে মিশ্র প্রসঙ্গ বলা অনুচিত, কারণ ইহাদের প্রত্যেকেই একটি প্রসঙ্গমালা মাত্র। উপরোক্ত উদাহরণদ্বয়ের উপাবয়ব অমিশ্র প্রসঙ্গনিচয় সম্যক্ পৃথক্ উল্লিখিত হইয়াছে।

'রাম ও লক্ষ্মণ দণ্ডকারণ্যে ও লঙ্কাদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন' এইটি একটি মিশ্রপ্রসঙ্গের উদাহরণ। ইহাকে পাঁচটি অমিশ্র

প্রসঙ্গে বিশ্লিষ্ট করা যাইতে পারে—'রাম দণ্ডকারণ্যে গমন করিয়াছিলেন,' 'রাম লঙ্কাদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন,' 'লক্ষ্মণ দণ্ডকারণ্যে গমন করিয়াছিলেন,' 'লক্ষ্মণ লঙ্কাদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন,' 'এই সমস্ত ঘটনাকে একত্র চিন্তা করিতে হইবে।'

উপরিলিখিত প্রত্যেক উদাহরণে এক অপেক্ষা অধিক বিষয় স্বীকৃত হইতেছে, অনেক গুলি প্রসঙ্গ একত্রীভূত হইয়া একটি প্রসঙ্গ বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে একটি প্রসঙ্গমালা মাত্রকে মিশ্র প্রসঙ্গ বলে না। একপ্রকার প্রসঙ্গ আছে যাহাতে একের অধিক প্রবাচ্য ও একের অধিক প্রবচন থাকিলেও একটি মাত্র বিষয় স্বীকৃত হয়। এইরূপ প্রসঙ্গনিচয় একদিকে ধরিতে গেলে অনেকগুলি স্বাধীন প্রসঙ্গ হইতে রচিত, কিন্তু ইহার সত্যতা স্বীকৃত হইলেই যে ইহার উপকরণ প্রসঙ্গ গুলির সত্যতা স্বীকৃত হইল এমত নহে। 'যদ্যপি ক, খ হয় তাহা হইলে গ, ঘ হইবে' 'হয় ক খ হইবে নয় গ, ঘ হইবে', এই প্রসঙ্গদ্বয় এইরূপ প্রসঙ্গের উদাহরণ। 'যদ্যপি ক, খ হয়, তাহা হইলে গ, ঘ হইবে' এইরূপ প্রসঙ্গকে সাপেক্ষ প্রসঙ্গ বলে। হয় 'ক, খ হইবে নয় গ, ঘ হইবে', এইরূপ প্রসঙ্গকে বিচ্ছেদক প্রসঙ্গ বলে। কিন্তু প্রত্যেক বিচ্ছেদক প্রসঙ্গকে সাপেক্ষ রূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে যথা 'হয় ক, খ হইবে নয় গ, ঘ হইবে' একটি বিচ্ছেদক প্রসঙ্গ কিন্তু ইহার অর্থ এই যে, যদ্যপি ক, খ না হয় তাহা হইলে গ, ঘ হয়, আর যদ্যপি গ, ঘ না হয় তাহা হইলে ক, খ হয়'। প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছেদক প্রসঙ্গ তবে অর্থসাপেক্ষ।

সাপেক্ষ প্রসঙ্গ ও অমিশ্র প্রসঙ্গমালা মাত্র নহে, কারণ আমরা পূর্ব্বে যে কৃত্রিম মিশ্র প্রসঙ্গনিচয়ের উদাহরণ দিয়াছি

তাহাতে যাহা স্বীকার করা যায় তাহা মিশ্র প্রসঙ্গটির প্রত্যেক উপকরণ প্রসঙ্গেরও পক্ষে স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু অনেক প্রসঙ্গ বিরচিত হইলেও সাপেক্ষ প্রসঙ্গ সম্বন্ধে যাহা স্বীকৃত হইতে পারে, তাহা তদীয় উপকরণ প্রসঙ্গনিচয় সম্বন্ধে স্বীকৃত না হইলেও হইতে পারে। 'যদ্যপি বেদ ঈশ্বরকৃত হয় তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্ম সত্য', এইটি একটি সাপেক্ষ প্রসঙ্গ। ইহা দুইটি প্রসঙ্গ হইতে বিরচিত—'বেদ ঈশ্বর কৃত'—'হিন্দু-ধর্ম্ম সত্য'। এই দুইটি উপকরণ প্রসঙ্গের একটিও সত্য না হইতে পারে, কিন্তু মুখ্য মিশ্র প্রসঙ্গটি সত্য হইতে পারে। 'যদ্যপি বেদ ঈশ্বরকৃত হয় তাহা হইলে হিন্দু ধর্ম্মসত্য' এই প্রসঙ্গটীর উপকরণ প্রসঙ্গদ্বয় যে সত্য, তাহা আমরা স্বীকার করিতে চাহি না কিন্তু প্রথম উপকরণ প্রসঙ্গটি হইতে যে দ্বিতীয়টি অনুমিত হইতে পারে এই মাত্র আমরা স্বীকার করিতে চাহি। 'যদ্যপি বেদ ঈশ্বরকৃত হয় তাহা হইলে হিন্দু ধর্ম্ম সত্য' এই সাপেক্ষ প্রসঙ্গটীর প্রবাচ্যই বা কি, আর প্রবচনই বা কি? 'বেদ' বা 'হিন্দু ধর্ম্ম' এস্থানে প্রবাচ্য হইতে পারে না, কারণ 'বেদ' বা 'হিন্দুধর্ম্ম' সম্বন্ধে আমরা কিছুই স্বীকার বা অস্বীকার করিতেছি না। এই সাপেক্ষ প্রসঙ্গটির প্রকৃত প্রবাচ্য 'হিন্দুধর্ম্ম সত্য', কারণ আমরা স্বীকার করিতেছি যে 'হিন্দুধর্ম্ম সত্য' এই প্রসঙ্গটি, 'বেদ ঈশ্বরকৃত' এই প্রসঙ্গটি হইতে অনুমিত হইতে পারে। অতএব শুদ্ধ নাম কেন, প্রসঙ্গও সাপেক্ষ প্রসঙ্গের প্রবাচ্য বা প্রবচন হইতে পারে। একটী সমস্ত প্রসঙ্গই প্রবাচ্য হইতে পারে, এবং এই এই হইতে 'অনুমান' এই সম্বন্ধবাচী, সাধারণ নামটি প্রবচন হয়।

তবে দেখিতে গেলে অমিশ্র ও সাপেক্ষ প্রসঙ্গে অধিক বিভিন্নতা নাই। সাপেক্ষ প্রসঙ্গে, মিশ্র প্রসঙ্গের ন্যায় একটি মাত্র

প্রবাচ্য সম্বন্ধে একটি মাত্র প্রবচন স্বীকৃত হইয়া থাকে। সাপেক্ষ প্রসঙ্গের সহিত অমিশ্র প্রসঙ্গের এই মাত্র বিভিন্নতা যে সাপেক্ষ প্রসঙ্গে একটি সমস্ত প্রসঙ্গ সম্বন্ধে একটি প্রবচন স্বীকৃত হয়, সাপেক্ষ প্রসঙ্গের প্রবাচ্য নিজে একটী প্রসঙ্গ, আর অমিশ্র প্রসঙ্গের প্রবাচ্য,একটি সত্তের নাম—একটী সমস্ত প্রসঙ্গ নহে। তবে সাপেক্ষ প্রসঙ্গের সহিত অমিশ্র প্রসঙ্গের কেবল মাত্র সারল্যের বিভিন্নতা—অমিশ্র প্রসঙ্গ, সাপেক্ষ প্রসঙ্গাপেক্ষা সরল।

সৎ সম্বন্ধে যেমন ধর্ম্মনিচয় স্বীকৃত হইতে পারে, সেইরূপ প্রসঙ্গ সম্বন্ধেও ধর্ম্মনিচয় স্বীকৃত হইতে পারে। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যাহাকে আমরা সাপেক্ষ প্রসঙ্গ বলি, তাহাতে একটী প্রসঙ্গ হইতে অন্য এক প্রসঙ্গের অনুমান, স্বীকৃত হয়। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে কেবল এই 'যে যে প্রসঙ্গটি একটী সাপেক্ষ প্রসঙ্গের প্রবাচ্য তৎসম্বন্ধে অন্য এক প্রসঙ্গ হইতে অনুমিত হওন' ধর্ম্মটী আমরা স্বীকার করি। 'যদ্যপি বেদ ঈশ্বর কৃত হয় তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্ম সত্য' এই সাপেক্ষ প্রসঙ্গের প্রবাচ্য 'হিন্দুধর্ম্ম সত্য' ইহা আমরা দেখিয়াছি। এস্থলে ' হিন্দুধর্ম্ম সত্য,' এই প্রসঙ্গটি সম্বন্ধে, এই ধর্ম্ম স্বীকৃত হইতেছে, যে উক্ত প্রসঙ্গটি 'বেদ ঈশ্বরকৃত' এই প্রসঙ্গ হইতে অনুমিত হইতে পারে। অর্থাৎ এস্থলে 'হিন্দু ধর্ম্ম সত্য' এই প্রসঙ্গ সম্বন্ধে, ' বেদ ঈশ্বরকৃত' এই প্রসঙ্গ হইতে অনুমানাধীনত্ব ধর্ম্মনিচয় স্বীকৃত হইতে পারে। 'গাণিতিক তত্ত্বের একটি স্বতঃ সিদ্ধতত্ব আছে যে 'সমস্ত তদীয় অংশাপেক্ষা বৃহৎ,' এস্থলে 'সমস্ত তদীয় অংশাপেক্ষা বৃহৎ' এই প্রসঙ্গ সম্বন্ধে 'গাণিতিক তত্ত্বের স্বতঃসিদ্ধি ধর্ম্মটি স্বীকৃত হইতেছে।

৪। প্রসঙ্গ নিচয়ের আর এক প্রকার বিভাগ আছে। প্রসঙ্গনিচয় সর্ব্বব্যাপী, বিশেষ অনিৰ্দ্দিষ্ট বা এক বাচক।

সকল মনুষ্যই মরণাধীন ....সর্ব্বব্যাপী।
কোন কোন মনুষ্য মরণাধীন .... বিশেষ।
মনুষ্য মরণাধীন . . . . অনির্দ্দিষ্ট।
রাম মরণাধীন ....এক বাচক।

প্রসঙ্গের প্রবাচ্য একবাচক নাম হইলে প্রসঙ্গটি একবাচক হয়। উক্ত একবাচক নামটি সংজ্ঞাবাচক না হইলেও হইতে পারে। 'রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র বনগমন করিয়াছিলেন,' এস্থলে রাজা 'দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র' এই নামটী একমাত্র ব্যক্তিকে, অর্থাৎ রামচন্দ্রকে বুঝায়, অতএব 'রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র' এই নামটি একবাচক এবং 'রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র বনগমন করিয়াছিলেন' এই প্রসঙ্গ একবাচক প্রসঙ্গ।

যদ্যপি প্রসঙ্গের প্রবাচ্য একটি সামান্য নাম হয়, তাহা হইলে উক্ত নাম ব্যক্ত প্রত্যেক সংসম্বন্ধে বা উক্ত নাম ব্যক্ত কতক গুলি সংসম্বন্ধে একটি প্রবচন স্বীকৃত হইতে পারে। যদ্যপি সামান্য নাম প্রসঙ্গের প্রবাচ্য হয়, আর উক্ত নাম চিহ্নিত প্রত্যেক সংসম্বন্ধে প্রবচনটী স্বীকৃত হয়, তাহাহইলে প্রসঙ্গটিকে সর্ব্বব্যাপী প্রসঙ্গ বলে। 'সকল মনুষ্য মরণাধীন' সর্ব্বব্যাপী প্রসঙ্গের উদাহরণ। 'সকল মনুষ্যই মরণাধীন' বলিলে রাম, কানাই, কামিনী প্রভৃতি প্রত্যেক প্রাণী যাহাদের মনুষ্যত্ব ধর্ম্ম সমূহ আছে, সেই মরণাধীন বুঝায়। 'প্রত্যেক মনুষ্য মরণাধীন' এই প্রসঙ্গটী, 'সকল মনুষ্যই মরণাধীন' এই প্রসঙ্গের সহিত তুল্যার্থ; অতএব 'প্রত্যেক মনুষ্য মরণাধীন' এই প্রসঙ্গটি সর্ব্বব্যাপী। 'কোন মনুষ্যই অমর নহে' একটি সর্ব্বব্যাপী প্রসঙ্গের উদাহরণ, কারণ এই প্রসঙ্গটীকে 'প্রত্যেক মনুষ্যই অন—অমর' এইরূপে উল্লিখিত করা যাইতে পারে। 'কোন কোন

মনুষ্য জ্ঞানী' এই প্রসঙ্গটি বিশেষ প্রসঙ্গের উদাহরণ। 'কোন কোন মনুষ্য জ্ঞানী' এই প্রসঙ্গে 'মনুষ্য' বলিলে যে সমস্ত ব্যক্তি চিহ্নিত হয়, তৎসমুদয়ের প্রত্যেকেরই সম্বন্ধে 'জ্ঞানী' এই ধর্ম্মটি স্বীকৃত হয় না। 'কোন কোন মনুষ্য জ্ঞানী' বলিলে 'মনুষ্য' নামক প্রাণীসমূহের একভাগ মাত্র যে 'জ্ঞানী' তাহাই বুঝায়। সেই ভাগটী অনির্দ্দিষ্ট, আর যদ্যপি উক্ত ভাগটি নির্দ্দিষ্ট হইত তাহাহইলে প্রসঙ্গটী হয় একবাচক নয় সর্ব্বব্যাপী হইত। 'কোন কোন মনুষ্য জ্ঞানী' এই প্রসঙ্গে 'মনুষ্য' নাম চিহ্নিত প্রাণীসমূহের এক অনির্দ্দিষ্ট ভাগমাত্র যে জ্ঞানী তাহাই বুঝায়; যদ্যপি উক্ত ভাগাকে আমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলি যে 'রাম' (কোন এক মনুষ্য) জ্ঞানী তাহা হইলে প্রসঙ্গটি যে একবাচক হয় তাহার আর সন্দেহ নাই, কারণ তাহাহইলে প্রসঙ্গের প্রবাচ্য একটি একবাচক নাম হইয়া পড়ে, আর যে প্রসঙ্গের প্রবাচ্য একটি একবাচক নাম তাহা একবাচক প্রসঙ্গ। কিম্বা 'কোন কোন মনুষ্য জ্ঞানী' এই অনির্দ্দিষ্ট বিশেষ প্রসঙ্গকে নির্দ্দিষ্ট করণার্থ যদ্যপি আমি বলি যে 'সমস্ত সুশিক্ষিত মনুষ্য, (কোন কোন মনুষ্য) জ্ঞানী' তাহাহইলে প্রসঙ্গটি সর্ব্বব্যাপী হয়, কারণ তাহা হইলে 'সুশিক্ষিত মনুষ্য' এই নাম চিহ্নিত সমস্ত প্রাণীর প্রত্যেকেরই সম্বন্ধে 'জ্ঞানী' ধর্ম্মটি স্বীকৃত হয়। বিশেষ প্রসঙ্গের প্রবাচ্য অবে কোন নির্দ্দিষ্ট সৎ বা নির্দ্দিষ্ট সৎসমূহ হইলে সেই প্রসঙ্গের বৈশিষ্টতা আর থাকে না, প্রসঙ্গটি সর্ব্বব্যাপী বা এক বাচক হইয়া পড়ে। 'অনেক মনুষ্যই অশিক্ষিত' একটি বিশেষ প্রসঙ্গের উদাহরণ, এস্থলে অনেক শব্দটী সাতিশয় অনির্দ্দিষ্ট হওয়ায় প্রসঙ্গের প্রবাচ্যও অনির্দ্দিষ্ট, আর 'অশিক্ষিত' এই ধর্ম্মটি প্রত্যেক মনুষ্য সম্বন্ধে স্বীকৃত না হইয়া, 'অনেক মনুষ্য' অর্থাৎ 'মনুষ্য' নাম দ্বারা চিহ্নিত প্রাণীসমূহের মধ্যে 'অনেক

গুলি' (অর্থাৎ একভাগ মাত্র) সম্বন্ধে স্বীকৃত হইতেছে, আর সেই ভাগটী সম্পূর্ণ অনির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

কোন প্রসঙ্গের প্রবাচ্য যদি একটী সামান্য নাম হয়, আর সেই প্রসঙ্গ হইতে যদ্যপি স্পষ্ট না জানা যায় যে ঐ সামান্য নাম তচ্চিহ্নিত প্রত্যেক সৎকে বা তচ্চিহ্নিত সৎনিচয়ের কোন ভাগমাত্রকে বুঝায় তাহাহইলে কোন কোন পণ্ডিতেরা উক্ত প্রসঙ্গকে অনির্দ্দিষ্ট প্রসঙ্গ বলেন। কিন্তু এই বিভাগটি সাতিশয় নিষ্প্রয়োজনীয়। যে প্রসঙ্গের প্রবাচ্য কোন সামান্য নাম সেই প্রসঙ্গটী হয় সর্ব্বব্যাপী নয় বিশেষ হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। 'মনুষ্য মরণাধীন' একটি অনির্দ্দিষ্ট প্রসঙ্গের উদাহরণ, কিন্তু দেখিতে গেলে ইহা একটি সর্ব্বব্যাপী প্রসঙ্গ। 'মনুষ্য মরণাধীন' বলিলে 'মনুষ্য' নামচিহ্নিত প্রাণীসমূহের প্রত্যেকেরই সম্বন্ধে যে 'মরণাধীনত্ব' ধর্ম্মটি স্বীকৃত হয়, তাহার সন্দেহ নাই। 'মনুষ্য মরণাধীন' এই প্রসঙ্গে সকল, কি, প্রত্যেক মনুষ্যই যে মরণাধীন এমত কিছু কথিত নাই বটে; কিন্তু এস্থলে সকল বা প্রত্যেক (সর্ব্বব্যাপ্তির দুইটি চিহ্ন) নির্দ্দিষ্ট করিবার কোন বিশেষ আবশ্যকতা হইতেছে না। প্রসঙ্গটি দেখিবামাত্র ইহা যে সংব্যাপ্ত তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। 'জীবনধারণ জন্য আহার প্রয়োজনীয়,' একটি বিশেষ প্রসঙ্গ। এস্থলে 'আহার' নামটি প্রসঙ্গের প্রবাচ্য, এবং ইহা সকলেরই প্রতীয়মান হইবে যে 'আহার' অর্থে 'একপ্রকার আহার' মাত্র বুঝাইতেছে, 'আহার' বলিলে যে সমস্ত বিশ্বস্থ সৎ সংচিহ্নিত হয়, তৎসমুদায়কেই বুঝাইতেছে না।

কোন সামান্য নাম তন্নামক সৎনিচয়ের প্রত্যেকেরই সম্বন্ধে স্বীকৃত হইলে, তাহাকে সর্ব্বব্যাপী নাম বলে। 'সকল মনুষ্যই মরণাধীন' মনুষ্য নামটি সামান্য নাম এবং এস্থলে

মরণাধীনত্ব, 'মনুষ্য' নামক প্রাণীসমূহের প্রত্যেকেরই সম্বন্ধে স্বীকৃত হইতেছে। অতএব এস্থলে 'মনুষ্য' একটি সর্ব্বব্যাপী নাম। উপরোক্ত প্রসঙ্গের প্রবচন 'মরণাধীন' নামটী সর্ব্বব্যাপক নহে, কারণ মনুষ্য ব্যতীত আরও অনেক সৎ মরণাধীন হইতে পারে, এবং এ প্রসঙ্গে কেবলমাত্র মনুষ্য (অর্থাৎ মরণাধীন সৎনিচয়ের একভাগ মাত্র) সম্বন্ধে মরণাধীনত্ব ধর্ম্মটী স্বীকৃত হইতেছে। উপরোক্ত প্রসঙ্গের প্রবাচ্য 'মনুষ্য' নামটি সর্ব্বব্যাপী, আর প্রবচন 'মরণাধীন' নামটি বিশেষ।

যে প্রসঙ্গের প্রবাচ্য সর্ব্বব্যাপক তাহা সর্ব্বব্যাপক প্রসঙ্গ, আর যে প্রসঙ্গের প্রবাচ্য বিশেষ তাহা বিশেষ প্রসঙ্গ।

৫। প্রসঙ্গের প্রবাচ্যের পরিমাণ তবে একপ্রকারে যে নির্দ্দিষ্ট তাহা সেই প্রসঙ্গ হইতেই দেখা যায়। সর্ব্বব্যাপক প্রসঙ্গের প্রবাচ্য একটি সর্ব্বব্যাপক নাম হইয়া থাকে। উক্ত নামটির সর্ব্বব্যাপকতা নির্ণীত হইলেই প্রসঙ্গের পরিমাণটী অর্থাৎ প্রসঙ্গ সর্ব্বব্যাপক কি বিশেষ তাহা নির্ণীত হইল। 'মনুষ্য মরণাধীন' এস্থলে প্রসঙ্গের প্রবাচ্যটির অর্থাৎ 'মনুষ্য' এই নামটির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনুষ্য নামটি সর্ব্বব্যাপক ও তজ্জন্য 'মনুষ্য মরণাধীন' এই প্রসঙ্গটি সর্ব্বব্যাপক। 'কতক গুলি মনুষ্যমরণাধীন' এস্থলে প্রসঙ্গের প্রবাচ্য 'মনুষ্য' কিন্তু কতকগুলি' এই পদটী, 'মনুষ্য' এই প্রবাচ্যের পরিমাণ ব্যক্ত করিতেছে। কিন্তু প্রসঙ্গ দুইটি নাম হইতে রচিত, একটী প্রবাচ্য ও অপরটি প্রবচন। আমরা যতদূর দেখিলাম তাহাতে প্রত্যেক প্রসঙ্গে কেবল মাত্র প্রবাচ্যের পরিমাণটি নির্দ্দিষ্ট থাকে কিন্তু প্রসঙ্গের যে অপর উপকরণ নামটি অর্থাৎ প্রবচন, আছে তাহার পরিমাণ কিরূপে নির্ণীত হইবে? 'মনুষ্য মরণাধীন' এই প্রসঙ্গে 'মনুষ্য' পদটি সমস্ত 'মনুষ্য' নামক সৎকে বুঝাইতেছে,

কিন্তু এস্থলে 'মরণাধীন' পদটি সমস্ত 'মরণাধীন' সৎকে বুঝাইতেছে না, কেবল, 'মরণাধীন এই নাম চিহ্নীয় সৎসমূহের এক ভাগ মাত্রকে বুঝাইতেছে। 'মনুষ্য মরণাধীন' এই প্রসঙ্গের অর্থ 'সমস্ত মনুষ্য নামক সৎ কতকগুলি মরণাধীন সৎ, (অর্থাৎ মরণাধীন সৎসমূহের একভাগ মাত্র)। প্রবচন যদ্যপি প্রবাচ্যের সহিত সমব্যাপক না হয় তাহা হইলে প্রবাচ্যের অপেক্ষা প্রবচনের ব্যাপ্তির অবশ্যই আধিক্য হইবে। অতএব কোন প্রসঙ্গের পরিমাণ নির্ণীত করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে যে প্রবচন প্রবাচ্যের সহিত সমব্যাপক কিনা, যদ্যপি সমব্যাপক না হয় তাহা হইলে প্রবচনের পূর্ব্বে 'কতকগুলি' পদটী যোগ করিতে হইবে, যথা 'মনুষ্য মরণাধীন' এই প্রসঙ্গের প্রবচনের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিতে হইলে বলিতে হইবে, 'সকল মনুষ্য কতকগুলি মরণাধীন সৎ' কারণ 'মনুষ্য' নামাপেক্ষা 'মরণাধীন' নামটির অধিকতর ব্যাপ্তি আছে, যে হেতু 'মরণাধীন' নামটি 'মনুষ্য' নামক সৎসমূহ সম্বন্ধে স্বীকৃত হইতে পারে, এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেক সৎ সম্বন্ধেও স্বীকৃত হইতে পারে।

'পারদ স্বভাবতঃ দ্রব ধাতু' এস্থলে পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জানা যায় যে, 'পারদ' ব্যতীত বিশ্বে অন্য কোন এমত ধাতু নাই যাহা সর্ব্বদা 'দ্রবাবস্থায়' দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব 'পারদ' এই নামটি 'দ্রবধাতু' নামটীর সহিত সমব্যাপক। 'পারদ স্বভাবতঃ দ্রবধাতু' এই প্রসঙ্গের প্রবচনের পরিমাণ নির্ণয়ের নিমিত্ত প্রবচনের পূর্ব্বে 'কতকগুলি' পদটির যোগ অনাবশ্যক। কারণ কোন সামান্য নামের পূর্ব্বে পরিমাণসূচক পদ না থাকিলে উক্ত সামান্য নাম যে সর্ব্বব্যাপক তাহাই বুঝায়। 'পারদ স্বভাবতঃ দ্রবধাতু' এস্থলে 'পারদ' ও 'দ্রবধাতু'

এই নামদ্বয় সমব্যাপক হওয়ায় এবং 'দ্রব ধাতু'(প্রসঙ্গের প্রবচন) এই নামটীর পূর্ব্বে 'কতকগুলি' নামটি যোজিত না হওয়ায় 'পারদ স্বভাবতঃ সমস্ত দ্রবধাতু', অর্থাৎ (যে সমস্ত ধাতুকে সর্ব্বদা দ্রবাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই পারদ) ইহাই বুঝায়। 'কতকগুলি মনুষ্য বাঙ্গালী নহে' অথাৎ 'কতকগুলি মনুষ্য অবাঙ্গালী সৎ' এবং প্রসঙ্গে প্রবাচ্যের পরিমাণটী নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। প্রবাচ্য (মনুষ্য) 'কতকগুলি' পদটির যোগে, 'সমস্ত মনুষ্যকে বুঝায় না,' মনুষ্যনামচিহ্নিত সৎনিচয়ের কেবল একভাগ মাত্রকে বুঝায়। কিন্তু 'অবাঙ্গালী সৎ' এই প্রবচনটীর পরিমাণ সম্যক্ অনির্দ্দিষ্ট। যদি আমরা প্রবচনটির পূর্ব্বে 'কতকগুলি' পদটি না যোজিত করি তাহা হইলে 'অবাঙ্গালী সৎ' এই নামের সর্ব্বব্যাপক অর্থ অর্থাৎ 'সমস্ত সৎ যাহারা বাঙ্গালী নহে' এই অর্থ করিতে পারি। কিন্তু 'সমস্ত সৎ যাহারা বাঙ্গালী নহে' ইহাতে সমস্ত সৎ,অর্থাৎ মনুষ্য গো, মেষাদি যাহা কিছু বাঙ্গালী নহে তাহাই বুঝায়, কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমাদিগের মনোগত অর্থ এই যে কতকগুলি মনুষ্য অবাঙ্গালী মনুষ্য আর অবাঙ্গালী মনুষ্য 'অবাঙ্গালী সৎনিচয়ের' একভাগ মাত্র। অতএব আমাদিগের অভিপ্রেত অর্থ ব্যক্ত করণ জন্য এস্থলে প্রবচনের পূর্ব্বে 'কতকগুলি' পদটীর যোগ আবশ্যক। 'কতকগুলি মনুষ্য অবাঙ্গালী সৎ অর্থাৎ 'কতকগুলি মনুষ্য কতকগুলি অবাঙ্গালী সৎ।

তবে কোন প্রসঙ্গে প্রবচনের পরিমাণ নির্ণয়ের নিমিত্ত প্রথমে দেখিতে হইবে উক্ত প্রসঙ্গে প্রবচন সৎব্যাপক কি না। যদ্যপি না হয় তাহা হইলে উক্ত প্রবচনের পূর্ব্বে 'কতকগুলি' পদটি যোজিত করিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রসঙ্গের অর্থ।

১। প্রসঙ্গ কি সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতসমাজে অনেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে বিশ্বস্থ সৎনিচয়ের (আমাদিগের মনোমধ্যে) যে প্রতিকৃতি হইয়া থাকে, প্রসঙ্গ সেই প্রতিকৃতি সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট হয়। এই পণ্ডিতদিগের মতে প্রসঙ্গ কোন সতের (আমাদিগের মনোমধ্যে আবির্ভূত প্রতিকৃতি) সম্বন্ধে আর একটি ঐরূপ প্রতিকৃতিকে স্বীকার করে। 'মনুষ্য মরণাধীন' এই প্রসঙ্গে উক্ত পণ্ডিতবর্গের মতে আমাদিগের মনে আবির্ভূত 'মনুষ্য' নামক সতের প্রতিকৃতি সম্বন্ধে, আমাদিগের মনে আবির্ভূত 'মরণাধীন' নামক সতের প্রতিকৃতিটি স্বীকৃত হইতেছে। এই মতটী যে সাতিশয় ভ্রমাত্মক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি যে প্রসঙ্গমাত্রেই দুইটী নাম বিরচিত। তন্মধ্যে একটী প্রবাচ্য আর একটি প্রবচন। নামই প্রসঙ্গের সর্ব্বপ্রধান উপকরণ। আর ইহাও আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে নাম সতের নাম, আমাদিগের মনোমধ্যে উৎপাদিত তদীয় প্রতিকৃতির নাম নহে। সুতরাং নাম সতের নাম হওয়ায়, আর প্রসঙ্গ নাম বিরচিত হওয়ায় প্রত্যেক প্রসঙ্গে কোন সৎসম্বন্ধে অন্য একটি সৎ স্বীকৃত হয়, তাহার আর সন্দেহ কি?

২। আর এক পণ্ডিতসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন, যে প্রবাচ্যটী যে সতের নাম, প্রবচনটীও সে সতের আর একটি নামমাত্র ইহাই

প্রসঙ্গের অর্থ। ‘মনুষ্য মরণাধীন’ এস্থলে ‘মনুষ্য’ যে সতের নাম, ‘মরণাধীন’ ও সেই সতের আর একটী নাম। প্রসঙ্গের এইরূপ ব্যাখ্যা এক অংশে প্রকৃত বলিতে হইবে। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি যে সর্ব্বাংশে প্রকৃত তাহা কোনক্রমে বলা যাইতে পারে না। ‘মনুষ্য মরণাধীন’ এস্থলে ‘মরণাধীন’ এই নামটী যে ‘মনুষ্য’ নামক সৎসম্বন্ধে স্বীকৃত হইতে পারে তাহা সত্য বটে। কিন্তু ‘মরণাধীন’ বলিলে কি কেবলমাত্র মনুষ্য বুঝায়? না, ‘মরণাধীন’ বলিলে বৃক্ষ, ইতরপ্রাণী, প্রভৃতি অন্যান্য অনেক সৎকেও বুঝায়। উপরোক্ত মতাবলম্বীরা নামের সংচিহ্নক ধর্ম্মটি একেবারে ত্যাগ করেন, সুতরাং তাঁহাদিগের মত সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ নহে। ‘মরণাধীন’ একটি সংচিহ্নক নাম ও তন্নিবন্ধন ইহা ‘মনুষ্য’ নামক সৎকে চিহ্নিত করা ব্যতীত একটী ধর্ম্মকেও সংচিহ্নিত করে, আর সেই ধর্ম্মটি মনুষ্য ব্যতীত অন্যান্য অনেক সৎসম্বন্ধেও স্বীকৃত হইতে পারে। ‘কপিল মুনি জ্ঞানী’ এস্থলে উপরোক্ত পণ্ডিতসম্প্রদায়ের মতে, ‘কপিল মুনি’ যে সতের নাম, ‘জ্ঞানী’ ও সেই সতের নাম। কিন্তু এই দুইটি নামই কিরূপে এক ব্যক্তির নাম হইল? যখন মানবজাতি ‘জ্ঞানী’ নামটির অর্থ নির্দ্দেশ করে, তখন মানবজাতি কপিল মুনিকে চিন্তা করে নাই। যখন কপিলের পিতা তাঁহাকে কপিল নাম প্রদান করেন তখন তিনি জ্ঞানসম্বন্ধে চিন্তা করেন নাই। কোন একটি ঘটনানিবন্ধন এই দুইটি নাম এক ব্যক্তিসম্বন্ধে প্রয়োগ হইতেছে, কিন্তু সেই ঘটনাটি এই দুইটী নামের উৎপত্তিকালীন সম্যক্ অজ্ঞাত ছিল। তবে সেই ঘটনাটি কি? ‘জ্ঞানী’ নামটির সংচিহ্নিত অর্থটির সমালোচনা করিলে উপরোক্ত ঘটনাটির প্রকৃতি আমরা সবিশেষ অবগত হইব।

‘জ্ঞান’ বলিলে যে সমস্ত ধর্ম্ম বুঝায় তৎসমুদয় যাহার আছে,

সেই সৎকে 'জ্ঞানী' বলা যায়। 'জ্ঞানী' শব্দের এই ব্যাখ্যা হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে,যে কতকগুলি ধর্ম্ম অগ্রে বর্ত্তমান থাকে, এবং শেষে ঐ ধর্ম্মাবলীযুক্ত সৎকে 'জ্ঞানী' নাম প্রদত্ত হয়। যে সৎকে আমরা 'জ্ঞানী' বলি তাহার কতকগুলি ধর্ম্ম থাকা আবশ্যক, আর সেই ধর্ম্মাবলীর অনবস্থিতিতে উক্ত সৎকে আমরা 'জ্ঞানী' বলিয়া বিবরিত করিতে পারি না। ঐ ধর্ম্মাবলীকে 'জ্ঞানী' নামটি সংচিহ্নিত করে। 'কপিল মুনি জ্ঞানী' বলিলে, জ্ঞানী নামটী 'কপিল মুনিকে' চিহ্নিত করে আর তদ্ব্যতীত কতকগুলি ধর্ম্মকে সংচিহ্নিত করে। সেই সংচিহ্নিত ধর্ম্মপুঞ্জ কপিল মুনিতে বর্ত্তমান থাকায় তাঁহাকে জ্ঞানী বলা যায়, আর যদ্যপি কপিল মুনিতে উক্ত ধর্ম্মাবলী বর্ত্তমান না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাকে 'জ্ঞানী' নামটী কখনই প্রদত্ত হইত না। 'কপিলকে' তবে 'জ্ঞানী' এই নামটি প্রদানের একটী কারণ আছে। 'কপিলের' কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম থাকায়, 'জ্ঞানী' নামটী প্রদত্ত হইয়াছে। এমত সময়ও ছিল যখন কপিল 'জ্ঞানী' ছিলেন না, তখন তাঁহাকে 'জ্ঞানী' নামটি প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু 'কপিল' নামটী সংজ্ঞাবাচক নাম, ইহা সংচিহ্নক নহে, ইহা কেবল এক নির্দ্দিষ্ট সৎকে চিহ্নিত করে মাত্র। কপিল মুনিকে, যখন তাঁহার পিতা কপিল নাম প্রদান করিয়াছিলেন তখন তিনি কোন ধর্ম্ম চিন্তা করেন নাই। আর আমরা দেখিলাম যে, 'জ্ঞানী' নামটী কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের উপর সম্যক্ নির্ভর করে, আর কপিলে উক্ত ধর্ম্মাবলীর অবস্থিতি দেখিয়াই কপিলকে 'জ্ঞানী' নামটী প্রদত্ত হইয়াছে। কপিলকে 'কপিল' নাম প্রদত্ত হইবে কিছুকাল পরে 'জ্ঞানী' নামটি প্রদত্ত হয়। তবে কিরূপে যে সতের নাম 'কপিল' সেই সতের নাম 'জ্ঞানী' হইতে পারে? এমত সময়ও ছিল যখন 'কপিল' নামক সৎ

'জ্ঞানী' নামটীর দ্বারা চিহ্নিত করা যাইত না, তবে কিরূপে 'কপিল' ও 'জ্ঞানী' এই দুইটী নাম একমাত্র সতের ভিন্ন ভিন্ন নামদ্বয় মাত্র হইতে পাবে? আমরা দেখাইয়াছি যে একটী ঘটনা নিবন্ধন এই দুইটি নামই কপিলনামক সৎকে প্রদত্ত হইয়াছে। এই ঘটনাটি, কপিলনামক সতের কতকগুলি ধর্ম্ম থাকা ব্যতীত আর কিছুই নহে, সেই ধর্ম্মগুলি কপিলনামক সতে না থাকিলে উক্ত সৎকে 'জ্ঞানী' নামটী কোন ক্রমেই প্রদত্ত হইতে পারে না। 'কপিল জ্ঞানী' বলিলে তবে একটি মাত্র সতের 'কপিল' ও 'জ্ঞানী' এই দুইটি নাম থাকা ব্যতীত আরও কিছু বুঝায়। 'কপিল জ্ঞানী' এই প্রসঙ্গেব অর্থ এই যে, কপিলনামক সৎকে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মনিবন্ধন 'জ্ঞানী' নামটি প্রদত্ত হইতে পারে। যে পণ্ডিতসম্প্রদায় বলেন যে, প্রবাচ্য যে সতেব নাম প্রবচনও সেই সতের নাম, এই মাত্র দেখান প্রসঙ্গের অর্থ তাঁহাদিগের মত এক অংশে প্রকৃত। সংচিহ্নক নাম সৎকে চিহ্নিত করে এবং তৎসম্বন্ধে কতকগুলি ধর্ম্মকে সংচিহ্নিত করে। যে হেতু সংচিহ্নক নাম সৎকে চিহ্নিত কবে, সেই হেতু পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতসম্প্রদায়েব মতটি প্রকৃতও বলিতে হইবে, আর যে হেতু সংচিহ্নকনাম চিহ্নিত সৎসম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মাবলীকে সংচিহ্নিত কবে, সে হেতু পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতসম্প্রদায়ের মত দূষ্য বলিতে হইবে। অসংচিহ্নক নামসম্বন্ধে উক্ত মতটী প্রকৃত। 'রাণা প্রতাপ সিংহ পুত্তো বলিয়া খ্যাত ছিলেন' এ স্থলে 'রাণা প্রতাপ সিংহ' আর 'পুত্তো' এ উভয় নামেই একমাত্র সৎ ব্যতীত আর কিছুই বুঝায় না। 'পুত্তো' নামটী প্রসঙ্গের প্রবচন; ইহা একটি সংজ্ঞাবাচক নাম, সুতরাং অংশচিহ্নক।

৩। আর এক পণ্ডিতসম্প্রদায়ের মতে প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য কেবল মাত্র দেখান যে একটি সৎ কোন সৎশ্রেণীভুক্ত বা কোন

নির্দ্দিষ্ট সৎশ্রেণী অন্য একটি শ্রেণীভুক্ত। 'রাম মনুষ্য' এই প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য 'রাম' নামক সৎকে 'মনুষ্য' নামক শ্রেণীর অন্তর্ভূত করা। 'মনুষ্য মরণাধীন' এই প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য 'মনুষ্য' নামক সৎশ্রেণীকে 'মরণাধীন' নামক সৎশ্রেণীর অন্তর্ভূত করা। এই মত যে ভ্রমাত্মক তাহা কোন একটি প্রসঙ্গের বিশ্লেষণ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। 'দুগ্ধ শুভ্র' এই প্রসঙ্গটি নির্দ্দেশ করিবার সময় আমার মনে উপলব্ধি হয়, 'দুগ্ধ' নামক সমস্ত সতের চিন্তা উপস্থিত হয়, অর্থাৎ আমি দুগ্ধশ্রেণীভুক্ত সমস্ত সৎকেই চিন্তা করি, আর উক্ত সৎনিচয়ের 'শুভ্রতা' ধর্ম্মটী (যাহা আমি উপলব্ধি করি তাহা) ও চিন্তা করি। কিন্তু আমি, শুভ্র যত সৎ বিশ্বে আছে, তৎসমুদায়কে চিন্তা করি না। আমি দুগ্ধশ্রেণীভুক্ত সমস্ত সৎ চিন্তা করি, আর উক্ত সৎনিচয় সম্বন্ধে শুভ্রতা ধর্ম্মটিও চিন্তা করি। কিন্তু শুভ্রশ্রেণীভুক্ত সমস্ত সৎকে, আমি ঐ সময়ে চিন্তা করি না। 'দুগ্ধ শুভ্র'—অর্থাৎ দুগ্ধ একটি শুভ্র বস্তু। শুভ্রবস্তুসমূহকে শুভ্রতা ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া একশ্রেণীভুক্ত করা যায়। দুগ্ধও সেই শ্রেণীভুক্ত, কারণ দুগ্ধেরও শুভ্রতা ধর্ম্ম আছে অতএব দুগ্ধও একটি শুভ্র বস্তু। যদি বল 'দুগ্ধ শুভ্র' ইহার অর্থ দুগ্ধের শুভ্রবর্ণ (শুভ্রতা ধর্ম্ম) আছে তাহা হইলে প্রথমে শুভ্রতা ধর্ম্ম কি তাহা জানা আবশ্যক।

প্রথমে আমি দুগ্ধশ্রেণীভুক্ত সৎনিচয়ের ও উক্ত সৎনিচয় সম্বন্ধে শুভ্রতার চিন্তা করি, এবং তাহার পর অন্যান্য শুভ্র সৎনিচয়কে আমি চিন্তা করি, এবং তখন আমি শুভ্রশ্রেণীভুক্ত সৎনিচয়কে চিন্তা করিয়া দুগ্ধকে উক্ত সৎনিচয়ের সহিত এক শ্রেণীতে নিবিষ্ট করি। তবে দুগ্ধশ্রেণীভুক্ত সৎনিচয় সম্বন্ধে শুভ্রতা ধর্ম্মটি স্বীকার করিবার সময় আমি দুগ্ধশ্রেণীভুক্ত সৎ-

নিচয়কে শুভ্রশ্রেণীভুক্ত সৎনিচয়েব সহিত একশ্রেণীতে নিবিষ্ট করি না। প্রথমে আমি উপলব্ধি কবি যে,দুগ্ধ শুভ্র তাহাব পব আমি শুভ্র সৎসমূহকে চিন্তা করি এবং দুগ্ধের সহিত শেষোক্ত সৎপুঞ্জের সৌসাদৃশ্য থাকায়, আমি দুগ্ধকে 'শুভ্র' শ্রেণীভুক্ত কবি। 'দুগ্ধ শুভ্র' এই প্রসঙ্গটিব উদ্দেশ্য দুগ্ধনামক সত্তেব যে শুভ্রতা ধৰ্ম্মটী আছে, তাহাই মাত্র নিদ্দিষ্ট কবা; দুগ্ধ শুভ্র-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে কি না তাহা স্বীকাব বা অস্বীকাব করা প্রসঙ্গটিব উদ্দেশ্য নহে। তাহা পবেব কথা।

প্রসঙ্গেব উদ্দেশ্য যে একটী সৎকে নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীভুক্ত কবা বা কোন শ্রেণীকে অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট সৎশ্রেণীভুক্ত করা, এই মত অবলম্বন কবিতে হইলে, একপ্রকাব বলা হয় যে বিশ্বস্থ সমস্ত সৎই সংখ্যাবৃত হইবা নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীপুঞ্জে নিবিষ্ট হইয়াছে। এই মতানুসারে বিশ্বস্থ সমস্ত সৎই জ্ঞাত এবং নির্দ্দিষ্ট তালিকা-নিচয়ে নিবিষ্ট, আব সমস্ত সামান্য নাম নির্ণীত। সুতবাং কোন সৎসম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট সামান্য নাম স্বীকাব কবিতে হইলে কেবলমাত্র বিশ্বস্থ সৎনিচয়ের তালিকাপুঞ্জ দেখিয়া উক্ত সৎ সেই তালিকাপুঞ্জের একটিতে থাকিলেই সেই তালিকাব সামান্য নামটি উক্ত সৎ সম্বন্ধে স্বীকাব কবিতে হয় মাত্র। যাঁহাবা ভাষাব প্রথম সৃষ্টি করেন, এই মতানুসারে তাঁহাবা বিশ্বস্থ সমস্ত সৎকে জানিয়া, উক্ত সৎনিচযকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে আবদ্ধ কবিযাছেন এবং এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট সৎকে কোন্ শ্রেণীতে নিবিষ্ট কবিব জানিতে হইলে কেবলমাত্র পূর্ব্বনির্ণীত শ্রেণীনিচযভুক্ত পুঞ্জের তালিকাগুলি আমাদিগেব পাঠ কবিতে হয়। এবং উক্ত তালিকানিচয় পাঠ কবিলেই আমরা দেখিতে পাই, নির্দ্দিষ্ট সৎটি কোন শ্রেণীভুক্ত। এই মত খণ্ডনের নিমিত্ত বহুল তর্ক আবশ্যকীয় নহে।

শ্রেণী সমস্ত দুই প্রকার। প্রসীম এবং অসীম। প্রসীম শ্রেণীভুক্ত সতের সংখ্যাকরণ সম্ভব, এবং অসীম শ্রেণীভুক্ত সতের সংখ্যাকরণ অসম্ভব। 'বাঙ্গালার জমীদার' একটী প্রসীম শ্রেণীর উদাহরণ, কারণ বাঙ্গালার কয় জন জমীদার আছে তাহা গণনা দ্বারা বলা যাইতে পারে। 'দহনীয়' একটী অসীম শ্রেণীর উদাহরণ, কারণ দহনীয় সমস্ত সতের সংখ্যা করা যায় না। এমত কোন দহনীয় পদার্থ থাকিতে পারে যাহা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রসীম শ্রেণী সম্বন্ধে উপরোক্ত মতটি প্রকৃত তাহার কোন সন্দেহ নাই। 'দেবদত্ত একজন বাঙ্গালার জমীদার' এই প্রসঙ্গের সত্যতা পরীক্ষা করিতে হইলে, বাঙ্গালার জমীদার গুলিকে গণনা করিয়া দেখিলে তাহাদিগের মধ্যে 'দেবদত্ত' একজন হইলেই হইল। 'হীরক একটি দহনীয় পদার্থ' এ প্রসঙ্গের সত্যতা পরীক্ষা করিতে হইলে, 'দহনীয়' সৎবৃন্দের তালিকা পরীক্ষা করিলেই হইল না, কারণ 'দহনীয়' সমস্ত সতের একটি সম্পূর্ণ তালিকা নাই। তবে হীরককে এই সামান্য নামটি প্রদান করিতে হইলে কি করা আবশ্যক? সামান্য নাম ধর্ম্মসংচিহ্নক। 'দহনীয়' এই সামান্য নামটি কতক গুলি ধর্ম্ম সংচিহ্নক। 'হীরক দহনীয়' এস্থলে 'দহনীয়' নামটি সামান্য হওয়ায়, 'হীরক' নামক সৎসম্বন্ধে কতকগুলি ধর্ম্মকে সংচিহ্নিত করিতেছে। 'হীরক' নামক সতের যদ্যপি উক্ত ধর্ম্মাবলী থাকে তাহা হইলে, 'হীরককে' দহনীয়' সৎশ্রেণীভুক্ত করিতে হইবে। তবে কোন সৎসম্বন্ধে একটী সামান্য নাম স্বীকার করিতে হইলে কেবল মাত্র নামার্থ জানিলেই হইল না, প্রকৃতির পর্য্যবেক্ষণ তন্নিমিত্ত নিতান্ত অবশ্যকীয়। 'হীরক দহনীয়' অর্থাৎ হীরক নামক সৎ দহনীয় সৎশ্রেণীভুক্ত। হীরকের কতকগুলি ধর্ম্ম আছে, যাহারা 'দহনীয়' নাম দ্বারা সংচিহ্নিত, অত-

এর হীরককে দহনীয় শ্রেণীতে নিবিষ্ট করা যাইতে পারে। কিন্তু হীরকের যে 'দহনীয়' নামটি দ্বারা সংচিহ্নিত ধর্ম্মাবলী আছে তাহা আমি কি রূপে জানিতে পারি? প্রাকৃতিক পর্য্যবেক্ষণ ব্যতীত ইহা জানিবার অন্য কোন উপায়ই নাই। পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জানিলাম যে 'হীরকের' কতকগুলি ধর্ম্ম আছে যাহা 'দহনীয়' নামটি দ্বারা সংচিহ্নিত হয়, 'হীরক' নামক সংকে তবে দহনীয় শ্রেণীতে নিবিষ্ট করা যাইতে পারে। 'হীরক দহনীয়' এই প্রসঙ্গটী সত্য হওয়ায় (অর্থাৎ হীরকের দহনীয় ধর্ম্ম থাকায়) আমি হীরককে দহনীয় শ্রেণীভুক্ত করিতেছি। 'হীরক দহনীয়' এই প্রসঙ্গের দুই অর্থ হইতে পারে। প্রথম হীরক একটি দহনীয় পদার্থ। অর্থাৎ দহনীয় পদার্থ বলিয়া কতকগুলি পদার্থ আছে হীরক তাহার একটি। দহনীয় পদার্থ সমস্ত এক শ্রেণীতে নিবদ্ধ হইয়াছে, কারণ তাহাদিগের দহনীয়তা ধর্ম্ম আছে। হীরকেরও দহনীয়তা ধর্ম্ম আছে, অতএব হীরকও সেই শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। দ্বিতীয়—হীরকের দহনীয়তা (ধর্ম্ম) আছে। দহনীয়তা ধর্ম্ম কি আমরা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা পূর্ব্বে জানিয়াছি, এক্ষণে আবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলাম যে হীরকেরও সেই দহনীয়তা ধর্ম্ম আছে।

শ্রেণী সমস্ত দুই প্রকার। স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম বা কাল্পনিক। মনুষ্য একটি স্বাভাবিক শ্রেণী। সেই রূপ গো, মহিস, বৃক্ষ, পর্ব্বত, নদী ইত্যাদি—স্বাভাবিক শ্রেণী সমস্ত স্বভাব কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। কৃত্রিম শ্রেণী সমস্ত মনুষ্যরচিত।

মনুষ্য কোন এক সদৃশ ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সংকে বা ভিন্ন ভিন্ন সংশ্রেণীকে একশ্রেণীভুক্ত করিয়া থাকে। এই রূপ শ্রেণীকে কৃত্রিমশ্রেণী বলে। যথা সচল প্রাণী এবং অচল প্রাণী। মনুষ্য, গো, অশ্ব, মহিষ, প্রভৃতি চলৎশক্তিযুক্ত

প্রাণী সমস্ত সচল প্রাণী শ্রেণীভুক্ত এবং বৃক্ষ অচল প্রাণীশ্রেণীভুক্ত। প্রাণী এই শ্রেণীও কৃত্রিম।

দহনীয় পদার্থ শ্রেণীও একটি কৃত্রিম শ্রেণী। দহনীয়তা ধর্ম্ম মাত্র লক্ষ্য করিয়া এই শ্রেণী বিরচিত হইয়াছে। যদিও এই শ্রেণী অসীম তথাপি কোন একটি পদার্থের দহনীয়তা আছে কি না তাহা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জানিলেই তাহা এই শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে কি না স্থির হয়। অতএব হীরক দহনীয় এই প্রসঙ্গের অর্থ 'হীরক একটি দহনীয় পদার্থ' বলিলে অর্থাৎ হীরক দহনীয়তা ধর্ম্ম নিবন্ধন 'দহনীয় পদার্থ' শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে বা হইয়াছে বলিলে অসঙ্গত হয় না। প্রত্যুত ইহাই বুঝা যায় যে, যে কারণে (দহনীয়তা ধর্ম্ম নিমিত্ত) কতকগুলি সৎ দহনীয় শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে হীরকও সেই কারণে সেই শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে বা হইয়াছে এবং দহনীয় শ্রেণী একটি কৃত্রিম শ্রেণী। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতসম্প্রদায়ের মতে 'হীরককে' দহনীয় শ্রেণীতে নিবিষ্ট করা যায় বলিয়া 'হীরক দহনীয়' এই প্রসঙ্গটি সত্য। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মতটি প্রকৃত মতের বিপরীত।

৪। 'ধবল গিরির শিখর শুভ্র' একটি প্রসঙ্গ। এস্থলে 'শুভ্র' নামটি একটী ধর্ম্মকে সংচিহ্নিত করে, এবং সেই ধর্ম্ম 'ধবল গিরির শিখর' এই নামদ্বারা পরিচিত সত্ত্বের আছে সেই ধর্ম্ম মানবমনে শুভ্রতার উপলব্ধিকে উৎপাদন করে। 'ধবল গিরির শিখর শুভ্র' এই প্রসঙ্গ দ্বারা উক্ত প্রাকৃতিক ঘটনাটীকে আমরা বিবরিত করি ও এই বিবরণার্থ নামের সাহায্য লই। প্রবচন দ্বারা সংচিহ্নিত ধর্ম্ম যে প্রবাচ্যের আছে এই মাত্র স্বীকার করা এই প্রসঙ্গের অর্থ। 'ধবল গিরির শিখর শুভ্র' এ প্রসঙ্গে প্রবচনটী মাত্র সংচিহ্নক আর প্রবাচ্যটী অসংচিহ্নক।

এক্ষণে আমরা এমত একটী প্রসঙ্গের সমালোচনা করিব যে তাহার প্রবাচ্য ও প্রবচন উভয়ই সংচিহ্নক হইবে। সুতরাং প্রসঙ্গটীর অর্থ উপরোক্ত প্রসঙ্গাপেক্ষা জটিল হইবে। 'মনুষ্য মরণাধীন' এই প্রসঙ্গের প্রবাচ্য 'মনুষ্য' ও প্রবচন 'মরণাধীন' এই নামদ্বয়ের উভয়ই সংচিহ্নক। 'মনুষ্য' বলিলে 'রাম' বা 'কানাই' কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বুঝায় না, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের সমষ্টি মাত্র বুঝায়। মনুষ্য নামটী সংচিহ্নক সুতরাং ইহা কতকগুলি ধর্ম্ম (অর্থাৎ মনুষ্যত্ব ধর্ম্ম নিচয়) সংচিহ্নিত করে। 'মরণাধীন' নামটিও সংচিহ্নক সুতরাং মরণাধীনত্ব ধর্ম্ম বৃন্দকে এই নামটি সংচিহ্নিত করে। 'মনুষ্য মরণাধীন' এই প্রসঙ্গের তবে অর্থ কি? 'মনুষ্য' বলিলে যে সমস্ত ধর্ম্ম সংচিহ্নিত হয় তৎসমুদয় ধর্ম্ম কোন সত্তে বর্ত্তমান থাকিলে আমরা জানিব যে 'মরণাধীন' নাম দ্বারা সংচিহ্নিত ধর্ম্মবৃন্দও সেই সত্তে বর্ত্তমান আছে। যাহা কিছুর 'মনুষ্যত্ব' ধর্ম্মবৃন্দ আছে তাহারই 'মরণাধীনত্ব' ধর্ম্ম আছে। 'মনুষ্য মরণাধীন' এ প্রসঙ্গে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি সম্বন্ধে 'মরণাধীন' নাম দ্বারা সংচিহ্নিত ধর্ম্মবৃন্দ স্বীকৃত হয় নাই, 'মনুষ্য' শ্রেণীভূক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধে (অর্থাৎ 'মনুষ্য' নাম দ্বারা সংচিহ্নিত ধর্ম্মবৃন্দ যে কোন সত্তের আছে তৎসম্বন্ধেই), 'মরণাধীন' নাম দ্বারা সংচিহ্নিত ধর্ম্মবৃন্দ স্বীকৃত হইতে পারে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে সকল ধর্ম্মই বাহ্যিক সত্তের উপলব্ধি বা অন্তর্বোধের অন্য কোন ভাবের উপর নির্ভর করে—যে সকল ধর্ম্মই নির্দ্দিষ্ট বা ঘটনাপুঞ্জের উপর সম্যক্ নির্ভর করে, আর যখন আমরা বলি যে কোন নির্দ্দিষ্ট সত্তের নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম আছে আমাদিগের অর্থ এই যে উক্ত সত্টী উক্ত ধর্ম্মের ভিত্তি ঘটনাটির, কারণ বা সেই কারণের কোন অংশ। কোন প্রসঙ্গে নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মসম্বন্ধে আর একটী ধর্ম্ম

স্বীকৃত হইলে এই বুঝায় যে দ্বিতীয় ধর্ম্মটি প্রথম ধর্ম্মটির সমবর্ত্তী বা অব্যবহিত রূপে অনুগামী, কারণ প্রথম ধর্ম্মটীকে মাত্র উপলব্ধি করিলে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে দ্বিতীয় ধর্ম্মটি হয় সেই স্থানে বর্ত্তমান আছে বা ক্রমে বর্ত্তমান হইবে। 'মনুষ্য মরণাধীন' এই প্রসঙ্গে 'মনুষ্য' নামটি নির্দ্দিষ্ট প্রাণিবৃন্দ সম্বন্ধে কতকগুলি ধর্ম্মকে সংচিহ্নিত করে। সেই ধর্ম্মসমূহ কতকগুলি ঘটনার উপর নির্ভর করে, এবং সেই ঘটনাপুঞ্জের উৎপাদক উক্ত প্রাণিবৃন্দ। সেই ঘটনাপুঞ্জের একাংশ বাহ্যিক ঘটনা আর অপরাংশ মানসিক ঘটনা। উক্ত প্রাণিবৃন্দের আকার ইত্যাদি কর্ত্তৃক আমাদিগের মনে যে উপলব্ধিনিচয় উৎপাদিত হয় তাহা বাহ্যিক ঘটনা, আর উক্ত প্রাণিবৃন্দের আপন আপন মানসিক সত্তা মানসিক ঘটনা। 'মনুষ্য মরণাধীন' বলিলে আমাদিগের অর্থ এই যে উপরোক্ত বাহ্যিক ও মানসিক ঘটনা-নিচয় যথায় একত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তথায়ই যে মৃত্যু-নামক বাহ্যিক ও মানসিক ঘটনাটি তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি। কিন্তু কোন্ সময়ে যে মৃত্যু ঘটিবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না কারণ তৎসম্বন্ধে প্রসঙ্গে কোন নির্দ্দিষ্ট সময় উল্লিখিত হয় নাই।

৫। আমরা প্রসঙ্গের যে দুইটী উদাহরণ পরীক্ষা করিলাম তাহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, দুইটী ঘটনার সমবর্ত্তিতা বা দুইটী ঘটনার পারম্পর্য্য প্রত্যয়ের বিষয়। আমরা এই পুস্তকের প্রারম্ভেই বলিয়াছি যে প্রত্যেক প্রত্যয় কার্য্যের নিমিত্ত দুই সৎ প্রয়োজনীয়, এক্ষণে আমরা দেখাইলাম যে, উক্ত দুইটী সৎ দুইটি ঘটনা মাত্র অর্থাৎ অস্তিত্বের দুইটি ভাব, এবং সচরাচর প্রসঙ্গ দ্বারা এই দুইটি ঘটনা সম্বন্ধে সমবর্ত্তিতা বা পারম্পর্য্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে আমরা

নামনিচয়ের অর্থ সমূহের সমালোচনা করিয়াছি। প্রসঙ্গ, নাম-বিবচিত অতএব প্রসঙ্গের অর্থ বিষয়ে বিস্তৃত সমালোচনার প্রয়োজন নাই। কোন প্রসঙ্গে অর্থের অস্পষ্টতা দেখিতে পাওয়া গেলে ইহাও দেখা যাইবে যে সেই অস্পষ্টতার কারণ উক্ত প্রসঙ্গের উপকরণ নামনিচয়ের অর্থের অস্পষ্টতা। নাম গুলির সংচিহ্নিত ধর্ম্মবৃন্দ অধিক জটিল হইলে নামের অর্থের অস্পষ্টতা ঘটে, সেই নাম বিবচিত প্রসঙ্গের অর্থেরও অস্পষ্টতা ঘটিবে।

তবে দুইটি ঘটনা মাত্র সম্বন্ধে আমরা প্রসঙ্গ নির্দ্দেশ করিতে পারি। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, যে প্রত্যেক ঘটনার উৎপাদক একটি গুহ্য কারণ আছে। উক্ত ঘটনার সাহায্য ব্যতীত আমরা জানিতে পারি না এমত একটি সৎ উক্ত কারণ। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বিশ্বস্থ সমস্ত সৎ দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে—শরীর এবং মন। শরীর আমার মনে কতকগুলি অনুভূতির উৎপাদক। শরীর উক্ত অনুভূতিনিচয়ের অজ্ঞাতব্য কারণ এই মাত্র আমি জানি। শরীর যে উক্ত অনুভূতিনিচয় হইতে একটি ভিন্ন সৎ তাহা আমি অনুমান করি মাত্র—তদ্বিষয়ে আমি অব্যবহিতরূপে কিছুই জানি না। মনও শরীরের ন্যায় স্বোৎপাদিত অনুভূতিনিচয় মাত্র হইতে জানা যায়। আর ধর্ম্মনিচয় মনে তদুৎপাদিত উপলব্ধিনিচয় হইতে জানা যায়। এইরূপে ব্যবহিতরূপে ব্যতীত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শরীর, বা মন বা ধর্ম্মসম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু অজ্ঞাতব্য সৎগুলিকে লক্ষ্য করিয়া অনেক সময়ে প্রসঙ্গনিচয় নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

'চান্দ কবি পৃথ্বীরাজের সহিত সম সাময়িক' এই প্রসঙ্গের অর্থ এই যে, যে সমস্ত ঘটনার দ্বারা চান্দ কবি মানবজাতিকে

তাঁহার অস্তিত্ব জ্ঞাত করাইয়াছিলেন এবং যে সমস্ত ঘটনাদ্বারা তিনি নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাত হয়েন তৎসমুদয়, যে সমস্ত ঘটনা দ্বারা পৃথ্বীরাজের রাজ্যকে মানবজাতি জ্ঞাত হয়, তৎসমুদয়ের সমবর্ত্তী। কিন্তু প্রসঙ্গটির এই অর্থ ব্যতীত সচরাচর লোকে আর একটি অর্থ করিয়া থাকে। 'চান্দকবি পৃথ্বীরাজের সহিত সম সাময়িক' বলিলে সচরাচর বুঝায় যে, চান্দকবি সৎটি বর্ত্তমান ছিল এবং যে সমস্ত ঘটনাদ্বারা পৃথ্বীরাজের রাজ্যকে মানবজাতি জ্ঞাত হয় তৎসমুদয় করিতেছিল বা অনুভব করিতেছিল। তবে সমবর্ত্তিতা ও পারম্পর্য্য কেবল যে ঘটনা সম্বন্ধেই স্বীকৃত হইতে পারে এমত নহে, ঘটনার কারণ যে অজ্ঞাতরা সৎ আছে তৎসম্বন্ধেও স্বীকৃত হইতে পারে। তবে সমবর্ত্তিতা ও পারম্পর্য্য ব্যতীত আরও একটি ঘটনা অর্থাৎ কারণ, প্রসঙ্গ দ্বারা স্বীকার করা যাইতে পারে।

৬। প্রসঙ্গ দ্বারা তবে, দুইটি সতের সমবর্ত্তিতা, পারম্পর্য্য ও কার্য্যকারণ ভাব স্বীকৃত হইতে পারে। এই কয়টি স্বীকার্য্য ব্যতীত আরও একটি স্বীকার্য্য প্রসঙ্গ দ্বারা ব্যক্ত করা যাইতে পারে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়া আসিয়াছি যে সাদৃশ্যের অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করা যায় না। সদৃশ সৎনিচয়ের অনুভূতির সহিত সাদৃশ্যের অনুভূতি এত জড়িত যে, সদৃশ সৎনিচয়ের অনুভূতিনিচয় হইতে সাদৃশ্যের অনুভূতি পৃথক্ ইহা আমরা কোন ক্রমেই চিন্তা করিতে পারি না। দুইটি সৎ যে সদৃশ ইহা আমরা প্রসঙ্গ দ্বারা স্বীকার করিতে পারি। 'এই বৃক্ষটি ইহার নিকটস্থ বৃক্ষের সহিত সদৃশ', 'অদ্যকার উষ্ণতা, কল্যকার উষ্ণতার সদৃশ,' এই প্রসঙ্গদ্বয় দুইটি সতের সাদৃশ্য স্বীকার করিতেছে। তবে সমবর্ত্তিতা, পারম্পর্য্য, কার্য্যকারণ ভাব ও সাদৃশ্য এই চারিটি স্বীকার্য্য প্রসঙ্গ দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে।

সাদৃশ্যকে পারম্পর্য্যের অন্তর্গত করা যাইতে পারে, কারণ দুইটি সত্তের সাদৃশ্য স্বীকার করিতে হইলে, একটির কালপূর্ব্বতা স্বীকার করিতে হয়, এবং একটি যদ্যপি কালে অপরটির অগ্রগামী হয় তাহা হইলে উক্ত দুইটী সত্তে পারম্পর্য্য সম্বন্ধ আছে বলিতে হইবে। 'এই বৃক্ষটি নিকটস্থ বৃক্ষটীর সহিত সদৃশ' বলিলে 'এই বৃক্ষটি' দ্বারা ব্যক্ত সৎকে আমি অগ্রে লক্ষ্য করিলাম অর্থাৎ আমার মনে উক্ত বৃক্ষটির উপলব্ধি 'নিকটস্থ বৃক্ষটির' উপলব্ধি হইবার অগ্রে উৎপাদিত হইল। সুতরাং আমার পক্ষে 'এই বৃক্ষটি' দ্বারা ব্যক্ত সৎটি 'নিকটস্থ বৃক্ষটি' দ্বারা ব্যক্ত সত্তের কালে পূর্ব্ববর্ত্তী। আর সাদৃশ্যানুভূতি উক্ত দুই সত্তের উপলব্ধিদ্বয়ের সহিত একেবারে জড়িত, অতএব উক্ত দুইটি বৃক্ষের পারম্পর্য্য সম্বন্ধ আছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু এ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সাদৃশ্যকে পারম্পর্য্যের অন্তর্গত করার প্রয়োজন নাই। আর সাদৃশ্যকে পারম্পর্য্যের অন্তর্গত করিলে অস্পষ্টতা ঘটিবার সম্ভাবনা। কারণ সাদৃশ্যটী প্রসঙ্গের একটি প্রধান স্বীকার্য্য ও ইহার অর্থও সাতিশয় স্পষ্ট।

প্রসঙ্গের প্রবাচ্য সম্বন্ধে নাম স্বীকৃত হইলে প্রসঙ্গ সাদৃশ্য স্বীকার করে। 'সুবর্ণ একটী ধাতু' এস্থলে প্রসঙ্গের প্রধান একটী সামান্য নাম। 'সুবর্ণ' (প্রসঙ্গের প্রবাচ্য) সম্বন্ধে 'ধাতু' প্রবচন স্বীকৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গটী 'সুবর্ণের' সহিত 'ধাতু'-নামক সমস্ত সত্তের এক প্রকার সাদৃশ্য স্বীকার করিতেছে। 'ধাতু' বলিলে কতকগুলি ধর্ম্মের সমষ্টি বুঝায়। 'ধাতু' নামটী একটী সংচিহ্নক নাম, ইহা একটী ধর্ম্মাবলীকে সংচিহ্নিত করে। 'সুবর্ণ একটী ধাতু' এই প্রসঙ্গটী 'ধাতু' নাম দ্বারা সংচিহ্নিত ধর্ম্মাবলী যে 'সুবর্ণ' নামক সত্তের আছে, তাহা স্বীকার করে। কিন্তু 'ধাতু' এই নামটী সুবর্ণ ব্যতীত অন্যান্য

অনেক সৎসম্বন্ধে স্বীকৃত হইতে পারে। 'সুবর্ণ একটী ধাতু' বলিলে 'সুবর্ণের 'ধাতু' নাম সংচিহ্নিত ধর্ম্মবৃন্দ আছে বুঝায় এবং তদ্ধেতু 'সুবর্ণ' নামক সৎ যে 'ধাতু' নামক অন্যান্য সৎ-নিচয়ের সহিত সদৃশ তাহাও বুঝায়। 'ধাতু নামটীর দ্বারা চিহ্নিত 'সুবর্ণ' ব্যতীত অন্যান্য যে সমস্ত সৎ আছে, তৎসমুদয়ের সহিত সুবর্ণের একটী সাধারণ ধর্ম্ম (অর্থাৎ 'ধাতু' নামক সংচিহ্নিত ধর্ম্মবৃন্দের অবস্থিতি) আছে তাহা কেহই বোধ হয় স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। 'সুবর্ণ একটী ধাতু' এই প্রসঙ্গের অব্যবহিত অর্থ যে," 'সুবর্ণনামক সৎ ধাতু নামটী দ্বারা চিহ্নিত সৎবৃন্দের সহিত সদৃশ,' এরূপ নহে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু উক্ত প্রসঙ্গটীর চরমার্থ যে ঐ, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। 'সুবর্ণ একটি ধাতু' এই প্রসঙ্গটির সহসা অর্থ করিতে হইলে আমরা অবশ্যই এইরূপ অর্থ করিব যে 'সুবর্ণ' নামক সতের 'ধাতু' নামটী দ্বারা সংচিহ্নিত ধর্ম্মগুলি আছে। কিন্তু কিঞ্চিৎ ভাবিয়া দেখিলেই 'সুবর্ণের সহিত 'ধাতু নাম চিহ্নিত সৎ-নিচয়ের সাদৃশ্য আছে,' প্রসঙ্গের যে এই অর্থ তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। জনষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে যদ্যপি 'সুবর্ণ' ব্যতীত বিশ্বে অন্য কোন ধাতু না থাকিত তাহা হইলেও 'সুবর্ণ একটী ধাতু' এ প্রসঙ্গটির অর্থের কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইত না। বিশ্বে সুবর্ণ ব্যতীত অন্য ধাতু না থাকিলে 'ধাতু' নামটীর সামান্যতা অন্তর্হিত হইত; কারণ 'সামান্য নাম' বলিলে 'বহুসংখ্যক সতের নাম' বুঝায়। বিশ্বে সুবর্ণ ব্যতীত অন্য কোন ধাতু না থাকিলে 'ধাতু' নামটি একমাত্র সৎ (সুবর্ণকে) বুঝাইত—'ধাতু' নামটি একবাচক হইত। 'ধাতু' নামটী বর্ত্তমান অবস্থায় একটি সংচিহ্নক সামান্য নাম, কিন্তু বিশ্বে

"সুবর্ণ' ব্যতীত অন্য কোন ধাতু না থাকিলে 'ধাতু' নামটি একটি সংচিহ্নক একবাচক নাম হইত। 'ধাতু' বলিলে যদ্যপি ক, খ, গ ধর্ম্ম বুঝায় তাহা হইলে 'ধাতু' নামটি বর্ত্তমান অবস্থায় 'সুবর্ণ' সম্বন্ধে স্বীকৃত হইলে 'সুবর্ণ'-ক, খ, গ, ধর্ম্মত্রয় বিশিষ্ট বুঝাইবে। আর বিশ্বে সুবর্ণ ব্যতীত অন্য কোন ধাতু না থাকিলে, 'ধাতু' নামটী দ্বারা সংচিহ্নিত ক, খ, গ ধর্ম্মত্রয় যে 'সুবর্ণে' আছে তাহা বুঝাইবে। 'ধাতু' নামটি সামান্যই হউক বা একবাচকই হউক তদ্দ্বারা সংচিহ্নিত ধর্ম্মাবলী যে অপরিবর্ত্তিত থাকিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। 'ধাতু' একটি 'সামান্য' নাম হইলে যে ধর্ম্মাবলীকে সংচিহ্নিত করে, 'একবাচক' হইলেও সেই ধর্ম্মাবলীকে সংচিহ্নিত করিবে। তবে 'একবাচক' ধাতু নামটি হইতে 'সামান্য' ধাতু নামটির প্রভেদ কি? ধাতু নামটী যখন 'সামান্য' হয় তখন ইহা অনেক সৎকে চিহ্নিত করে, এবং এই সৎনিচয় সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মাবলীকে সংচিহ্নিত করে, আর 'ধাতু' নামটী যখন 'একবাচক' হয় তখন একমাত্র সৎকে চিহ্নিত করে এবং এই সৎসম্বন্ধে সেই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মাবলীকে সংচিহ্নিত করে। 'ধাতু' নামটি যখন 'সামান্য' হয় তখন সাধারণ ধর্ম্মসমূহবিশিষ্ট অনেকগুলি সৎকে চিহ্নিত করে। সাধারণ ধর্ম্মাবলী থাকিতে উক্ত সৎনিচয় পরস্পরের সহিত সদৃশ। সেই সাদৃশ্য সামান্য নাম (ধাতু) দ্বারা লক্ষিত হয়। সুতরাং কোন প্রসঙ্গের প্রবচন সামান্য নাম হইলে সেই প্রসঙ্গ প্রবচনের সহিত, প্রবাচ্যের দ্বারা চিহ্নিত সৎনিচয়ের সাদৃশ্যকে স্বীকার করে। আর যে জনষ্টুয়ার্ট মিল বলেন, যে প্রসঙ্গের প্রবচন সামান্য নাম হইলে উক্ত প্রসঙ্গ দ্বারা সাদৃশ্য স্বীকৃত হয় না, তাহা যে সম্যক্ ভ্রমাত্মক, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

সামান্য নাম হবে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মকে সংচিহ্নিতকরণ ব্যতীত আরও একটি কার্য্য করে; অর্থাৎ সেই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মাবলী-বিশিষ্ট সংবৃন্দে উক্ত ধর্ম্মাবলীর অবস্থিতিহেতু যে সাদৃশ্য তাহা চিহ্নিত করে, করিবা উক্ত সংবৃন্দকে চিহ্নিত করে।

প্রত্যেক প্রসঙ্গ দ্বারা তবে, সমবর্ত্তিতা, পারম্পর্য্য, কার্য্য-কারণভাব, বা সাদৃশ্য এই কয়টির মধ্যে একটি স্বীকৃত হয়। বিশ্বাসযোগ্য সমস্ত সৎই সমবর্ত্তিতা, পারম্পর্য্য, কার্য্যকারণভাব, বা সাদৃশ্য এই চারিটি স্বীকার্য্যের অন্তর্গত। অর্থাৎ এই বিশ্বে যাহা কিছু বিশ্বাস আছে, তৎসমুদয়ের প্রত্যেকই এই চারিটি স্বীকার্য্যের একটি দ্বারা প্রকটিত হইতে পারে।

সমবর্ত্তিতার দুইটি বিভাগ আছে। এই বিশ্বে দুইটি সর্ব্ব-মূলীভূত অবিশ্লেষণীয় সৎ আছে—বিস্তৃতি ও কাল। একটী নির্দ্দিষ্ট সৎ 'আছে' বলিলে উক্ত সৎটি হয় বিস্তৃতের এক অংশ ব্যাপিয়া বা কালের এক অংশ ব্যাপিয়া আছে বুঝায়। বাহ্যিক সমস্ত সৎই বিস্তৃতির অংশ, কারণ যাহা কিছু বাহ্যিক তাহারই বিস্তৃতি আছে। তাহারই পরিমাণ লোকপ্রচলিত বিস্তৃতির বিভাগ দ্বারা মিত করা যাইতে পারে। একটি নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষকে (বহির্বিষয়) বিস্তৃতির কত অংশ লইয়া অবস্থিতি করিতেছে, স্থির করিতে হইলে, উক্ত বৃক্ষকে, লোকপ্রচলিত, বিস্তৃতির বিভাগ (গজ) দ্বারা মিত করিলেই জানা যায়। অতএব যে সৎ গজপ্রভৃতি লোকপ্রচলিত মাপ দ্বারা মিত হইতে পারে তাহাই বিস্তৃতি। কাল গজদ্বারা মিত হয় না। কালে বহি-র্বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃতি যেরূপ স্বীকৃত হয়, তদ্রূপ স্বীকৃত হইতে পারে না। কালকে মিত করিতে হইলে অন্তর্বোধের কোন ভাবের স্থায়িত্ব অনুসারে মিত করিতে হয়। কালের গজ আমাদিগের নির্দ্দিষ্ট মানসিক ভাবের স্থায়িত্ব। শতাব্দী, বৎসর,

মাস, দিন, প্রহর, ঘণ্টা, মিনিট, সেকণ্ড প্রভৃতি কালের বিভাগ-নিচয়কে আমরা অন্তর্বোধের নির্দ্দিষ্ট ভাবের স্থায়িত্ব হইতে নির্ণীত করিয়াছি। যদ্যপি আমি এক সূর্য্যোদয়* হইতে দ্বিতীয় সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত, দ্বিতীয় সূর্য্যোদয়কে অনবচ্ছিন্নভাবে প্রতীক্ষা করি, সেই প্রতীক্ষার (অর্থাৎ একটী অনুভূতির) সেই অনবচ্ছিন্ন স্থায়িত্বকে চতুর্বিংশ সমান ভাগে বিভক্ত করিলে প্রত্যেক বিভাগকে ঘণ্টা, ও প্রত্যেক ঘণ্টাকে আবার ষাট অংশে বিভক্ত করা যায় আর সেই অংশনিচয়ের প্রত্যেককে মিনিট বলে। চতুর্বিংশ ঘণ্টায় এক দিবারাত্র হয়। ত্রিংশ দিবারাত্রে এক মাস হয়। বার মাসে এক বৎসর, একশত বৎসরে এক শতাব্দী হয়। কালকে মিত করিতে হইলে নির্দ্দিষ্ট অনুভূতির স্থায়িত্ব দ্বারা

* কালকে মিত করিতে হইলে এক নির্দ্দিষ্ট ঘটনা হইতে দ্বিতীয় নির্দ্দিষ্ট ঘটনা পর্য্যন্ত স্থায়ী এক নির্দ্দিষ্ট অনুভূতির উক্ত অনবচ্ছিন্ন স্থায়িত্ব দ্বারা মিত করা যায়। আর এস্থলে বলা উচিত যে সূর্য্যালোকের উপলব্ধি হইতেই আমাদিগের কালের অনুভূতি প্রথমে জন্মে। মনুষ্য শৈশবাবস্থায় প্রথম বিভাগে দিবা ও রাত্রি এই দুইয়ের দ্বারা প্রায় সমস্তই কালকে বিভক্ত করে; তৎপরে বৃদ্ধির্দ্ধির স্বল্পোল্লাসের সহিত দিবাভাগকে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করে—পূর্ব্বাহ্ন ও অপরাহ্ন। তাহার পর প্রত্যেক 'বেলাকে' যথার্থ ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকে। দিবাভাগ প্রথমে বিভক্ত হয় কারণ দিবাভাগে জাগ্রত থাকায় শিশুর মনোযোগ দিবার দিকে প্রথমে আকৃষ্ট হয়। দিবাভাগকে বিভক্ত করিলে পর রাত্রি ভাগটি দিবার অনুরূপ ভাগনিচয়ে বিভক্ত হয়। বহির্বিষয় সমস্ত বিস্তৃতিবিশিষ্ট। ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা এই বিস্তৃতি জানিতে পারি। একটি বস্তুর বিস্তৃতি—অর্থাৎ তাহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার, উচ্চতা প্রভৃতি আমরা দর্শন এবং স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা জানিতে পারি।*

আমরা দেখি যে সকল বস্তুই বিস্তৃতিশীল—অর্থাৎ কতক স্থান ব্যাপিয়া থাকে।

মিত করিতে হয়। আবার অনুভূতিনিচয়কে মিত করিতে হইলে কালদ্বারা মিত করিতে হয়, বিস্তৃতি দ্বারা করা যায় না। কারণ অন্তর্বোধের কোন ভাবের (অনুভূতির) বিস্তৃতি নাই, অতএব যাহা কিছু আছে তাহা হয় বিস্তৃতিতে আছে বা কালে আছে, বহির্বিষয় বিস্তৃতিতে আছে, অনুভূতি কালে আছে।

সমবর্ত্তিতা বলিলে দুই অথবা বহু সতের একত্রে অবস্থিতি বুঝায়। সেই অবস্থিতি বিস্তৃতিতে বা কালে হইবে। যদ্যপি উক্ত অবস্থিতিকে ইন্দ্রিয়চালনাদ্বারা বোধগম্য করা যায়, তাহা হইলে তাহা বিস্তৃতিতে আছে বলিতে হইবে। 'স্বর্ণ' বলিলে কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি বুঝায় আর ইহাও বুঝায় যে উক্ত পরমাণুবৃন্দের প্রত্যেকেরই গুরুত্ব কাঠিন্য বর্ণ দীপ্তি ইত্যাদি ধর্ম্ম আছে। ধর্ম্মপুঞ্জবিশিষ্ট পরমাণুবৃন্দ বিস্তৃতিতে সমবর্ত্তী, কারণ তাহারা ইন্দ্রিয়পরিচালনা দ্বারা বোধগম্য হয়। উক্ত পরমাণুবৃন্দের স্থানব্যাপকতা আছে। কারণ বিস্তৃতি স্থান ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে সৎকে আমরা মনঃ বলি তাহা কেবল মাত্র অনুভূতিনিচয়ের সমষ্টি। আর উক্ত অনুভূতি-নিচয় পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিতি করে না। চিন্তা, মনোযোগ, ইচ্ছা প্রায় একত্রে জড়িতই দেখিতে পাওয়া যায়। মনঃ তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অনুভূতিনিচয়ের সমবর্ত্তন। কিন্তু উক্ত অনুভূতি-নিচয়কে ইন্দ্রিয়পরিচালনা দ্বারা বোধগম্য করা যায় না, সুতরাং উহারা বিস্তৃতিতে অবস্থিতি করে না অতএব উহারা কালে অবস্থিতি করে বলিতে হইবে। আবার উহারা একত্রে অবস্থিতি করে অর্থাৎ কালের সমবর্ত্তী। মনের উপকরণ অনুভূতি-নিচয়ের তবে কালব্যাপকতা আছে। সমবর্ত্তন তবে দুই প্রকার—স্থানব্যাপকতা আর কালব্যাপকতা।

পারম্পর্য্য কালব্যাপকতার অন্তর্গত। 'পুষ্প হইতে ফল

জন্মিল, ফল হইতে বৃক্ষ জন্মিল।' এস্থলে পুষ্প হইতে ফলের জন্ম ফল হইতে বৃক্ষের জন্ম, কালে ঘটিতেছে।

এক প্রকার পারম্পর্য্য আছে যাহাকে শুদ্ধ কালব্যাপকতা বলা যায় না—কার্য্যকারণ সম্বন্ধ। কারণটী কার্য্যের পূর্ব্বগামী অতএব কার্য্য ও কারণে পারম্পর্য্য সম্বন্ধ আছে বলিতে হইবে। তবে কি জন্য কার্য্যকারণ সম্বন্ধকে কালব্যাপকতা বলা যায় না? কার্য্যকারণে কালপারম্পর্য্য আছে বটে কিন্তু অমিশ্র কাল পারম্পর্য্য নাই। কার্য্যকারণ সম্বন্ধে কালপারম্পর্য্য আছে আর তদ্ব্যতীত আরও কিছু আছে। কার্য্যকারণে কালপারম্পর্য্য বুঝায় আর তৎসম্বন্ধে কারণের কার্য্যোৎপাদিকা শক্তিও বুঝায়। অমিশ্র পারম্পর্য্য কালব্যাপকতা মাত্র কিন্তু কার্য্যকারণ সম্বন্ধটি মিশ্র পারম্পর্য্য সুতরাং কেবল কালব্যাপকতা নহে।

তবে প্রত্যেক প্রসঙ্গ স্থানব্যাপকতা, কালব্যাপকতা, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ ও সাদৃশ্য এই চারিটি স্বীকার্য্যের মধ্যে একটিকে স্বীকার করিয়া থাকে।

৭। আমরা এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রসঙ্গের অর্থ নির্ণীত করিতেছিলাম তৎসমুদয়ের উপকরণ নাম গুলি প্রায় সকলই সংজ্ঞাত। ঐ সমস্ত প্রসঙ্গের প্রবাচ্য ও প্রবচন উভয়েই সংজ্ঞাত না হউক, তাহাদের সকলের প্রবচন গুলি সংজ্ঞাত। এক্ষণে আমরা বলিতেছি যে সংজ্ঞাত নাম রচিত প্রসঙ্গ যেমন স্থান ব্যাপকতা, কালব্যাপকতা, কার্য্যকারণসম্বন্ধ বা সাদৃশ্য এই চারিটি স্বীকার্য্যের একটিকে স্বীকার করে, সেই রূপ অবরূষ্ট নামবিরচিত প্রসঙ্গও এই চারিটি স্বীকার্য্যের একটিকে স্বীকার করে। অবরূষ্ট নাম ধর্ম্মের নাম মাত্র। আর সংচিহ্নক সংজ্ঞাত নাম কোন সৎসম্বন্ধে স্বীকৃত হইলে সেই সৎসম্বন্ধে কতকগুলি ধর্ম্মকে স্বীকার করে। সংচিহ্নক সংজ্ঞাত নামের ধর্ম্ম-

সংচিহ্নকতাতেই অর্থ। প্রত্যেক সংচিহ্নক নাম কতক-গুলি ধর্ম্মকে সংচিহ্নিত করে আব প্রত্যেক অবকৃষ্ট নাম উক্ত ধর্ম্ম গুলিকে চিহ্নিত করে, কারণ অবকৃষ্ট নাম ধর্ম্মের নাম মাত্র। সুতরাং প্রত্যেক সংচিহ্নক নামের সহিত একটি করিয়া অবকৃষ্ট নাম আছে। প্রত্যেক অবকৃষ্ট নামকে সংজাত রূপে প্রকটিত করা যায, কাবণ প্রত্যেক ধর্ম্মেরই একটি ভিত্তি আছে যাহাব উপর উক্ত ধর্ম্ম সম্পূর্ণ নির্ভর করে। 'অসাবধানতা দূষণীয়' এস্থলে প্রবাচ্যটী অবকৃষ্ট নাম। এই প্রসঙ্গকে সংজাত রূপে প্রকটিত করা যায় 'অসাবধানী কর্ম্ম সমূহ দূষণীয়'। 'শুভ্রতা একটী বর্ণ' এস্থলে প্রবাচ্য ও প্রবচন উভয়ই অবকৃষ্ট নাম। এ প্রসঙ্গটিকে সংজাত রূপে প্রকটিত করিতে হইলে বলিতে হইবে যে 'শুভ্রতার উপলব্ধিটি বর্ণ নামক উপলব্ধিবৃন্দের মধ্যে একটি উপলব্ধি,' কারণ শুভ্রতা ও বর্ণ উভয়েই একটী ধর্ম্ম এবং এই ধর্ম্মদ্বয়ের ভিত্তি দুইটি ভিন্ন উপলব্ধি মাত্র। 'ন্যায়পরতা একটি ধর্ম্ম' এ প্রসঙ্গটীকে সংজাত রূপে প্রকটিত করা যায়, যথা 'ন্যায়পর ব্যক্তিরা সকলেই ধার্ম্মিক।'

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নিত্যধর্ম্মবাচী প্রসঙ্গ।

১। আমরা পূর্ব্বাধ্যায়ে প্রসঙ্গ সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করিয়া দেখাইয়াছি যে প্রসঙ্গ মনোমধ্যে সংদ্বয়ের দুইটি প্রতিকৃতি বিরচিত নহে। এবং প্রসঙ্গ কেবল মাত্র দুইটী নাম সম্বন্ধে কিছু স্বীকার করে না। কোন নির্দ্দিষ্ট সৎকে নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীতে নিবন্ধকরণ মাত্রও প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নহে। আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে প্রত্যেক প্রসঙ্গ দুইটী সৎসম্বন্ধে স্থানব্যাপকতা, কালব্যাপকতা, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ ও সাদৃশ্য এই কয়টি স্বীকার্য্যের একটিকে স্বীকার করে। প্রসঙ্গ বলিলেই বুঝায় যে তদ্দ্বারা কোন সৎসম্বন্ধে উক্ত চারিটি স্বীকার্য্যের একটি স্বীকৃত হয়। কিন্তু এক প্রকার প্রসঙ্গ আছে যাহা এই নিয়মের অন্তর্গত নহে। যাহা প্রবাচ্য সম্বন্ধে উক্ত চারিটী স্বীকার্য্যের একটীকেও স্বীকার করে না। এই রূপ প্রসঙ্গকে নিত্যধর্ম্মবাচী প্রসঙ্গ বলে।

২। সতের ধর্ম্ম মাত্রকে আমরা অব্যবহিত রূপে জানিতে পারি। আমাদিগের পক্ষে প্রত্যেক সৎই কতকগুলি ধর্ম্মের সমষ্টি মাত্র। 'মনুষ্য' বলিলে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে জীবনীশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকার, এই ধর্ম্মত্রয়ের সমষ্টি বুঝায়। উক্ত ধর্ম্মগুলি 'মনুষ্য' নামক সতের নিত্যধর্ম্ম। জীবনীশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকার এই তিনটি ধর্ম্ম ব্যতীত 'মনুষ্য' নামক সতের অন্যান্য অনেক ধর্ম্ম থাকিতে পারে। 'মনুষ্য' সাহসী, সাবধানী, হিংস্র প্রভৃতি হইতে পারে। কিন্তু সাহস, সাবধানতা বা হিংসাবিহীন হইলেও, জীবনীশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকার বিশিষ্ট সৎকে 'মনুষ্য'

বলিয়া পরিগণিত করা যায়। আর যে সৎ জীবনীশক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি বা নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকারবিহীন তাহাকে 'মনুষ্য' নাম প্রদান করা কোন ক্রমেই যায় না। তবে জীবনী, বুদ্ধি বৃত্তি ও নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকার 'মনুষ্য' নামক সতের নিত্যধর্ম্ম, কারণ 'মনুষ্য' বলিলেই উক্ত ধর্ম্মত্রয়ের সমষ্টি বুঝাইবে; আর সাহস, সাবধানতা, হিংসা ইত্যাদি ধর্ম্মনিচয় 'মনুষ্য' নামক সতের নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, কারণ উক্ত ধর্ম্মনিচয়বিহীন হইলেও উক্ত সৎকে 'মনুষ্য' নাম দ্বারা পরিচিত করা যাইতে পারে। অত এব কোন নির্দ্দিষ্ট সতের সত্তা, কোন নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপুঞ্জের দ্বারা প্রমাণ হইলে উক্ত ধর্ম্মগুলিকে উক্ত সতের নিত্যধর্ম্ম বলা যায় আর যে সমস্ত ধর্ম্মের অবস্থিতি উক্ত সতের সত্তা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ দেয় না তাহারা সেই সতের নৈমিত্তিক ধর্ম্ম।

পূর্ব্বাধ্যায়ে আমরা যে সমস্ত প্রসঙ্গের তত্ত্বাবধান করিয়াছি তৎসমুদয়েরই প্রবচন নৈমিত্তিক ধর্ম্মবাচক নাম। যে প্রসঙ্গের প্রবচন নৈমিত্তিক ধর্ম্ম সংচিহ্নিত করে, সেই প্রসঙ্গ দ্বারা একটি নূতন বিষয় স্বীকৃত হয়। আর যে প্রসঙ্গের প্রবচন নিত্যধর্ম্মকে সংচিহ্নিত করে সেই প্রসঙ্গ দ্বারা (প্রবাচ্যের সম্পূর্ণ অর্থগ্রাহক ব্যক্তির পক্ষে) নূতন কোন বিষয় স্বীকৃত হয় না। মনুষ্য বুদ্ধি-বৃত্তিশালী, এই প্রসঙ্গের প্রবাচ্যটী একটি নিত্য ধর্ম্মকে সংচিহ্নিত করিতেছে। কারণ যে সৎ বুদ্ধিবৃত্তিবিহীন তাহাকে মনুষ্য নামটী প্রদত্ত হইতে পারে না,—'মনুষ্য' বলিলেই বুদ্ধিবৃত্তিশালী সৎ বুঝায়। এক্ষণে যে ব্যক্তি 'মনুষ্য' এই নামটীর সম্পূর্ণ অর্থ অবগত, সে জানে যে 'মনুষ্য নামটির দ্বারা জীবনী শক্তি বুদ্ধিবৃত্তি ও এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট আকার বুঝায়, সুতরাং 'মনুষ্য' সম্বন্ধে 'বুদ্ধিবৃত্তিশালী,' এই নামটি স্বীকৃত হইলে উহার নূতন কোন ধর্ম্ম স্বীকৃত হইল না। 'মনুষ্য' নামটীর যে অর্থ

'মনুষ্য বুদ্ধিবৃত্তিশালী' এ প্রসঙ্গটীরও সেই অর্থ—'মনুষ্য' বলিলে তাহার মনে যে প্রতিকৃতির উদয় হইত 'মনুষ্য বুদ্ধিবৃত্তিশালী' বলিলেও সেই প্রতিকৃতির উদয় হইবে। উক্ত ব্যক্তির পক্ষে 'মনুষ্য বুদ্ধিবৃত্তিশালী' এ প্রসঙ্গটী একেবারে নিষ্প্রয়োজনীয়। কিন্তু প্রসঙ্গের প্রবচন যদ্যপি নৈমিত্তিক ধর্ম্মকে সংচিহ্নিত করে তাহা হইলে উক্ত প্রসঙ্গ প্রবাচ্য সম্বন্ধে একটী নূতন বিষয় স্বীকার করে। 'মনুষ্য সাহসী' এস্থলে 'সাহসী' নামটী একটি নৈমিত্তিক-ধর্ম্মকে সংচিহ্নিত করিতেছে। 'মনুষ্য' বলিলে জীবনীশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, ও এক নির্দ্দিষ্ট প্রকার আকারবিশিষ্ট সৎকে বুঝায়, আর সেই সৎ 'সাহসী' না হইলেও 'মনুষ্য' নামে পরিচিত হইতে পারে। এক্ষণে যদ্যপি আমি বলি যে 'মনুষ্য' সাহসী তাহা হইলে 'মনুষ্য' নামদ্বারা আমি যে কয়টি ধর্ম্মের সমষ্টি বুঝি, তৎসমুদয় হইতে সম্যক্ ভিন্ন একটি ধর্ম্ম 'মনুষ্য' নামক সৎসম্বন্ধে স্বীকার করিলাম। সুতরাং 'মনুষ্য সাহসী' বলিলে 'মনুষ্য' নামক সৎ সম্বন্ধে আমি একটি নূতন বিষয় স্বীকার করিলাম—আমি এমন একটী নূতন বিষয় স্বীকার করিলাম যাহা কেবল মাত্র 'মনুষ্য' নামটী দ্বারা চিহ্নিত হয় না। অতএব যে সমস্ত প্রসঙ্গের প্রবচন একটী নিত্য ধর্ম্মকে সংচিহ্নিত করে তাহারা সকলেই ঐক্যবাচক প্রসঙ্গ। আর যে সমস্ত প্রসঙ্গের প্রবচন একটী নৈমিত্তিক ধর্ম্মকে সংচিহ্নিত করে তাহারা প্রকৃত প্রসঙ্গ; কারণ তাহাদিগের দ্বারা নূতন বিষয় স্বীকৃত হয় এবং তদ্ধেতু মানবজ্ঞানের সীমা অধিকতর বিস্তীর্ণ হইয়া উঠে।

৩। নিত্যধর্ম্মবাচী প্রসঙ্গ, প্রবাচ্য ও প্রবচনের একতা স্বীকার করে মাত্র—নিত্যধর্ম্মবাচী প্রসঙ্গপুঞ্জের স্বীকার্য্য একতা মাত্র। প্রকৃত প্রসঙ্গের প্রবচন প্রবাচ্য অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপ্তিশীল। 'মনুষ্য সাহসী' এই প্রসঙ্গের প্রবচন 'সাহসী'

কেবল যে মনুষ্য নামক সৎকে চিহ্নিত করে এমত নহে, ইহা মনুষ্য ব্যতীত অন্যান্য অনেক সৎকেও চিহ্নিত করে। কিন্তু 'মনুষ্য বুদ্ধিবৃত্তিশালী' এ প্রসঙ্গের প্রবচন কেবল মাত্র 'মনুষ্য' নামক সৎকে চিহ্নিত করে, মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোন সৎকে চিহ্নিত করিতে পারে না। 'বুদ্ধিবৃত্তিশালিত্ব', ও 'মনুষ্যত্ব' যে ঐক্য তাহা এইরূপ প্রসঙ্গ দেখাইয়া দেয়, কারণ বুদ্ধিবৃত্তি ব্যতীত আমরা 'মনুষ্য' চিন্তা করিতে পারি না।

৪। নিত্যধর্ম্মবাচী প্রসঙ্গপুঞ্জ কোন প্রাকৃতিক ঘটনার উপর নির্ভর করে না। ইহারা ভাষার ব্যবহার হইতে উদ্ভাসিত হইয়াছে। প্রকৃতিতে 'বুদ্ধিবৃত্তি'বিহীন কিন্তু মনুষ্যের ন্যায় আকার ও জীবনীশক্তিবিশিষ্ট যদি কোন সৎ থাকে তাহা হইলে তাহাকে আমরা 'মনুষ্য' নাম প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইব কেন? ঐরূপ সৎকে 'মনুষ্য' নাম প্রদানের বিরুদ্ধে কি কোন প্রাকৃতিক নিয়ম আছে? না। ভাষার ব্যবহারজনিত সংস্কার হেতু ঐরূপ সৎকে 'মনুষ্য' নাম প্রদানে আমরা সঙ্কুচিত হই। মনুষ্যের স্যায় আকার ও জীবনীশক্তিবিশিষ্ট কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিবিহীন এক প্রকার সৎ প্রকৃতিতে থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু উক্ত প্রকার সৎ আবিষ্কৃত হইলে আমরা উহাকে 'মনুষ্য' নাম প্রদান না করিয়া হয় ত অন্য কোন নাম দ্বারা পরিচিত করিব।

৫। প্রকৃত প্রসঙ্গের অর্থাৎ যে প্রসঙ্গের প্রবচন দ্বারা প্রবাচ্য সম্বন্ধে একটী নূতন বিষয় স্বীকৃত হয় তাহার দুই রূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে। প্রকৃত সামান্য প্রসঙ্গটীকে যখন আমরা কেবল মাত্র কাল্পনিক সত্য বলিয়া ধরি তখন আমরা তাহার যে অর্থ পূর্ব্বে করিয়াছি তাহাই প্রচলিত থাকে। এই ব্যাখ্যা অনুসারে 'মনুষ্য মরণাধীন' এই প্রসঙ্গের অর্থ এই যে 'মনুষ্য'

নামটী দ্বারা সংচিহ্নিত ধর্ম্মপুঞ্জ 'মরণাধীন' নামটীর দ্বারা সংচিহ্নিত ধর্ম্মপুঞ্জের সহিত সর্ব্বদা একত্র দেখিতে পাওয়া যায়। আর প্রকৃত সামান্য প্রসঙ্গটিকে কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হইলে অর্থের রূপান্তর ঘটে। ব্যাখ্যানুসারে 'মনুষ্য মরণাধীন' এই প্রসঙ্গটীর অর্থ এই যে 'মনুষ্য' নামটি দ্বারা সংচিহ্নিত ধর্ম্মপুঞ্জ মরণাধীনত্বের চিহ্ন বা প্রমাণ।

নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা হইতে কিরূপে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় তাহার সমালোচনা করাই এ পুস্তকের উদ্দেশ্য। নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণার্থ কোন প্রসঙ্গ প্রযুক্ত হইলে তাহার এই অর্থ করা প্রয়োজনীয় যে, প্রসঙ্গের প্রবাচ্য প্রবচনের চিহ্ন বা প্রমাণ স্বরূপ। অনুমানকার্য্যে প্রসঙ্গনিচয় চরম ফল বলিয়া পরিগণিত হয় না, অন্য প্রসঙ্গনিচয়ের প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হয়। সুতরাং অনুমানকার্য্যে প্রযুক্ত প্রসঙ্গনিচয়ের, পূর্ব্বোক্ত রূপে ব্যাখ্যা করাই আবশ্যকীয় হইয়া পড়ে।

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রেণীবন্ধন ও স্বীকার্য্য।

১। আমরা যে অধ্যায়ে নামের সমালোচনা করিয়াছি তথায় বলিয়াছি যে 'এক সামান্য নাম দ্বারা পরিচিত পদার্থের সম্প্রদায়কে শ্রেণী বলে'। সামান্য নাম তন্নামক সৎনিচয়কে চিহ্নিত করে এবং উক্ত সৎনিচয়সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্মকে স্বীকার করে। অর্থাৎ সামান্য নাম দ্বারা সংচিহ্নিত ধর্ম্মবৃন্দ সেই নাম দ্বারা চিহ্নিত সৎনিচয়ের প্রত্যেকেই দেখিতে পাওয়া যায়। সৎবৃন্দের এক বা অধিক ধর্ম্ম সাধারণে থাকিলে সেই সাধারণ ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে এক শ্রেণীতে নিবদ্ধ করা যায়। 'মনুষ্য' এই নামটি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মকে সংচিহ্নিত করে। সেই ধর্ম্ম গুলি যে সকল সতের আছে তৎসমুদয়কে একটী শ্রেণীতে (মানব শ্রেণীতে) নিবদ্ধ করা যাইতে পারে। 'শ্রেণী নাম' ও 'সামান্য নামের' প্রভেদ এই যে সামান্য নাম যে নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপুঞ্জকে সংচিহ্নিত করে সেই ধর্ম্মপুঞ্জযুক্ত সৎনিচয়ের প্রত্যেকেরই সম্বন্ধে স্বীকৃত হইতে পারে, কিন্তু শ্রেণী নাম সেই শ্রেণীস্থ প্রত্যেক সৎসম্বন্ধে স্বীকৃত হইতে পারে না, শ্রেণী নাম কেবল উক্ত সৎসম্প্রদায়ের সম্বন্ধে স্বীকৃত হয়। 'মনুষ্য' এই সামান্য নামটী রাম, কামিনী প্রভৃতি যে সমস্ত সতের 'মনুষ্যত্ব' ধর্ম্ম গুলি আছে, তৎসমুদয়ের প্রত্যেকেরই সম্বন্ধে স্বীকৃত হয়, যথা 'রাম মনুষ্য' 'কামিনী মনুষ্য'। কিন্তু যদি বলি 'রাম মানবজাতি' বা 'রাম পুরুষজাতি' বা 'রাম কায়স্থজাতি' তাহা হইলে আমাদের অর্থ এই যে, 'রাম জাতিতে মানব' বা 'রাম জাতিতে পুরুষ' বা 'রাম

জাতিতে কায়স্থ' কারণ 'রাম' সমস্ত 'মানবজাতি,' বা 'পুরুষ-জাতি' বা 'কায়স্থ জাতি' নহেন, 'রাম' 'মানবজাতির' বা 'পুরুষ-জাতির' বা 'কায়স্থজাতির' একটী উপকরণ মাত্র, 'মানবজাতির' বা 'কায়স্থ জাতির' বা 'পুরুষজাতির' 'রাম' নামক সৎব্যতীত অন্যান্য অনেক উপকরণ আছে—রাম মানবজাতি অট্টালিকার এক খানি উপকরণ ইষ্টক মাত্র।

সামান্য নাম হইতে শ্রেণী নামের উৎপত্তি হয়। সামান্য নাম দ্বারা চিহ্নীয় সৎনিচয় শ্রেণী নাম দ্বারা একত্রীকৃত হয়। সাধারণ ধর্ম্মপুঞ্জ বিশিষ্ট সৎ, বিশ্বে বিশৃঙ্খল রূপে বিকীর্ণ রহিয়াছে। উক্ত সাধারণ ধর্ম্মপুঞ্জকে লক্ষ্য করিয়া যদ্যপি আমরা সেই সৎগুলিকে এমত একটি নাম দিই যে সেই নাম উক্ত সাধারণ ধর্ম্মপুঞ্জ যুক্ত প্রত্যেক সৎসম্বন্ধেই স্বীকৃত হইতে পারে তাহা হইলে সেই নামকে সামান্য নাম বলে। সামান্য নাম তবে নির্দ্দিষ্ট সাধারণ ধর্ম্মপুঞ্জবিশিষ্ট সৎনিচয়ের স্তবকবন্ধনে রজ্জু স্বরূপ। আর সেই সামান্য নামই সৎবৃন্দ, এক স্তবকে নিবদ্ধ হইলে উক্ত স্তবককে শ্রেণী বলে। শ্রেণী নাম শুদ্ধ এ স্তবকের নাম, স্তবকের উপকরণ সৎবৃন্দের প্রত্যেকের নাম নহে। 'মনুষ্য জাতি' একটী শ্রেণী নাম—রাম, দেবদত্ত, কামিনী প্রভৃতি সমস্ত সৎ যাহাদিগের সম্বন্ধে 'মনুষ্য' এই সামান্য নাম স্বীকৃত হইতে পারে, তৎসমুদয় হইতে বিনির্ম্মিত সমাহারটির নাম। 'মনুষ্যজাতি' এই শ্রেণী নামটি 'মনুষ্য সম্প্রদায় ব্যতীত এক নির্দ্দিষ্ট মনুষ্যকে বুঝায় না। 'মনুষ্যজাতি' বলিলে এক নির্দ্দিষ্ট মনুষ্য রাম বা কামিনী বুঝায় না, কারণ 'রাম' বা 'কামিনী' মনুষ্যজাতির এক ব্যক্তি মাত্র সমস্ত 'মনুষ্যজাতি' নহেন। সামান্য নাম চিহ্নিত সৎবৃন্দের নির্দ্দিষ্ট সাধারণ ধর্ম্ম-পুঞ্জ থাকাতে ঐ সৎবৃন্দের মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য সম্বন্ধ আছে

সামান্য নাম ইহাই ব্যক্ত করে। আর সেই সাদৃশ্যকে লক্ষ্য করী সদৃশ সৎনিচয়ের সমাহারের নাম শ্রেণী নাম। তবে প্রত্যেক শ্রেণী নাম একটী সামান্য নামের উপর নির্ভর করে। শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট সৎবৃন্দের সাধারণ ধর্ম্মপুঞ্জকে সংচিহ্নিত করিয়া সেই সৎনিচয়ের পরস্পরের সাদৃশ্যকে প্রকটিত করা মাত্র 'সামান্য নামের' কর্ম্ম, আর সেই সাদৃশ্য লক্ষিত হইলে উক্ত সদৃশ সৎনিচয়কে এক স্তবকে নিবদ্ধ করিয়া একটী সমাহার বলিয়া পরিচিত করা শ্রেণী নামের কর্ম্ম। সুতরাং 'সামান্য নাম' বহুবাচক, কারণ ইহা অসংখ্য সংকে চিহ্নিত করে, আর শ্রেণী নাম একবাচক, কারণ ইহা একমাত্র সংকে অর্থাৎ শ্রেণীস্থ সৎবৃন্দের সমাহারকে চিহ্নিত করে।

শ্রেণী বন্ধনের উদ্দেশ্য কি? কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সতের কোন সাধারণ ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া সেই সৎবৃন্দকে একশ্রেণীতে নিবদ্ধ করণের ফল কি? উক্ত সৎবৃন্দকে বিশ্বস্থ অন্যান্য সমস্ত সৎনিচয় হইতে পৃথক্‌করণ মাত্র শ্রেণীবন্ধনের ফল। নির্দ্দিষ্ট সৎবৃন্দকে একশ্রেণীতে নিবদ্ধ করিলে উক্ত সৎবৃন্দ সম্বন্ধে চিন্তা বা বিচার করা অপেক্ষাকৃত সরল হয়, এই মহান্ উপকার শ্রেণীবন্ধন হইতে প্রাপ্ত হয়। নির্দ্দিষ্ট সৎবৃন্দ কোন শ্রেণীতে নিবদ্ধ হইলে উক্ত সৎবৃন্দকে বিশ্বস্থ অন্যান্য সৎনিচয় হইতে পৃথক্ বলিয়া ধরা যায়। 'মনুষ্যজাতি' বলিলে 'মনুষ্যজাতি' এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট সৎপুঞ্জ, বিশ্বস্থ অন্যান্য সমস্ত সৎ হইতে যে পৃথক্ তাহা বুঝাইবে, কারণ উক্ত শ্রেণীর বহির্দ্দেশে যে সমস্ত সৎ থাকে, তৎসমুদয়ই 'অ—মনুষ্যজাতি'। অর্থাৎ 'মনুষ্যজাতি' যে সমস্ত ধর্ম্ম দ্বারা চিহ্নিত হয় 'মনুষ্য শ্রেণীর' বহির্ভূত সৎবৃন্দ সে সমস্ত ধর্ম্ম দ্বারা চিহ্নিত হয় না।

নির্দ্দিষ্ট সৎবৃন্দ এক নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীতে নিবদ্ধ হইলে তবে উক্ত

শ্রেণীর বহিঃস্থিত সৎনিচয় হইতে পৃথক্ হইয়া যায়। শ্রেণী-বন্ধনের প্রথম উদ্দেশ্য তবে পৃথক্করণ। শ্রেণীবন্ধন দুই প্রকার, প্রাকৃতিক ও কল্পিত। নির্দ্দিষ্ট সাধারণ ধর্ম্মযুক্ত সৎপুঞ্জ বিশ্বস্থ অন্যান্য সমস্ত সৎ হইতে অসংখ্য অসদৃশ ধর্ম্ম নিবন্ধন পৃথক্ বিবেচিত হইয়া একশ্রেণী নিবদ্ধ হইলে উক্ত শ্রেণীকে প্রাকৃতিক শ্রেণী বলা যায়। 'মনুষ্যজাতি' প্রাকৃতিক শ্রেণীর উদাহরণ, কারণ মনুষ্যজাতির অন্তর্গত সৎপুঞ্জ বিশ্বস্থ অন্যান্য সমস্ত সৎ হইতে অসংখ্য অসদৃশ ধর্ম্ম নিবন্ধন পৃথক্, তৎ-সমুদায়কে সংখ্যা করা যায় না, অর্থাৎ 'মনুষ্যজাতি' প্রকৃতিতঃ 'অ মনুষ্যজাতি' হইতে পৃথক্। 'মনুষ্যজাতিকে' আমরা কোন ক্রমেই 'অমনুষ্যজাতির' অন্তর্গত কোন সত্তের বা সৎপুঞ্জের সহিত এক শ্রেণীতে নিবদ্ধ করিতে পারি না; কারণ 'মনুষ্য' ও অমনুষ্য' এই দুই সামান্য দ্বারা সংচিহ্নিত ধর্ম্মাবলীদ্বয়ের কোন অংশেই সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে স্বয়ং প্রকৃতিই শ্রেণীদ্বয়ের পার্থক্য নির্ণীত করিয়া দিয়াছেন বলিতে হইবে। তবে যে শ্রেণী বহুসংখ্যক সাধারণ ধর্ম্মকে লক্ষিত করিয়া রচিত হয় তাহাকে প্রাকৃতিক শ্রেণী বলে। আর এক প্রকার শ্রেণী আছে যাহার ভিত্তি স্বরূপ ধর্ম্মাবলীর সংখ্যাকে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। এই রূপ শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট সৎপুঞ্জ উক্ত শ্রেণীর বহিঃস্থিত সৎপুঞ্জের সহিত কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম ভিন্ন। এই বিভিন্নতাকে বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন নিবন্ধন প্রাধান্য দেওয়া হয়—বস্তুতঃ এই ভিন্ন ধর্ম্মবৃন্দ অনেক সময়ে লক্ষিত হয় না; হইলেও হইতে পারে। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে এক মাত্র সাধারণ ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া শ্রেণীবন্ধন করা যাইতে পারে, অতএব কতকগুলি সত্তের একটী ধর্ম্ম অন্যান্য সৎনিচয় হইতে অলক্ষণীয় রূপে ভিন্ন হইলেও উক্ত ধর্ম্মটী অবলম্বন পূর্ব্বক

তদ্বিশিষ্ট সৎবৃন্দকে আমরা এক শ্রেণীতে নিবদ্ধ করিতে পারি। আবার প্রয়োজন বিশেষে উক্ত ধর্ম্মটী প্রধান না হওয়ায় অনেক সময়ে ত্যক্ত হইতেও পারে। 'মনুষ্য' নামক প্রাকৃতিক সতের এককালে একটী মাত্র সন্তান জন্মে। 'অশ্ব' নামক প্রাকৃতিক সতেরও এককালে একটী মাত্র সন্তান জন্মে। এক্ষণে যদ্যপি আমরা কোন কোন প্রাণী এককালে একটী সন্তান প্রসব করে ইহা নির্দ্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে মনুষ্য এবং অশ্ব এই দুই সতের উভয়েই এককালে একমাত্র সন্তান প্রসব করণ ধর্ম্ম থাকায়,মনুষ্য এবং অশ্ব সৎদ্বয়কে একশ্রেণীতে নিবদ্ধ করি। কিন্তু 'মনুষ্য' একটী কথনশীল প্রাণী আর 'অশ্ব' তাহা নহে.অতএব 'মনুষ্য' এবং 'অশ্ব' ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ বলিতে হইবে। তবে 'মনুষ্য' এবং 'অশ্ব' এই দুই সৎ একবার উভয়েই এক শ্রেণীতে নিবদ্ধ হইতেছে, আবার নির্দ্দিষ্ট হেতু বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে নিবদ্ধ হইতেছে। এই রূপ শ্রেণীকে কল্পিত শ্রেণী বলে। যে ধর্ম্ম পুঞ্জকে লক্ষ্য করিয়া ইহা রচিত হয় সেই ধর্ম্মপুঞ্জ সংখ্যাতীত নহে। কল্পিত ও প্রাকৃতিক শ্রেণীর বিভিন্নতা এই যে কোন প্রাকৃতিক শ্রেণীস্থ সৎ উক্ত শ্রেণীর বহিঃস্থিত সৎ বা সৎপুঞ্জের সহিত কোন ক্রমেই একশ্রেণীতে নিবদ্ধ হইতে পারে না, যথা জন্তু শ্রেণীর অন্তর্গত কোন সৎ বা সৎপুঞ্জ উদ্ভিজ্জ শ্রেণীর অন্তর্গত কোন সৎ বা সৎপুঞ্জের সহিত কোন ক্রমেই একশ্রেণীতে নিবিষ্ট হইতে পারে না, আর কল্পিত শ্রেণীর অন্তর্গত কোন সৎ বা সৎপুঞ্জ উক্ত শ্রেণীর বহিঃস্থিত কোন সৎ বা সৎপুঞ্জের সহিত বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন বিশেষে এক শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইতে পারে, যথা 'এককালে একমাত্র সন্তান প্রসব করে',ইতি শ্রেণীর অন্তর্গত 'মনুষ্য' সৎটি উক্ত শ্রেণীর বহিঃস্থিত 'ব্যাঘ্র' সৎটির সহিত মাংস ভক্ষণ সাধারণ ধর্ম্ম হেতু একশ্রেণীতে নিবিষ্ট হইতে পারে।

প্রাকৃতিক শ্রেণী অসংখ্য ধর্ম্মের উপর নির্ভর করে, অতএব প্রাকৃতিক শ্রেণীর অন্তর্গত সৎপুঞ্জ তদ্বহিঃস্থিত সৎপুঞ্জ হইতে অসংখ্য ধর্ম্ম নিমিত্ত ভিন্ন; এবং তন্নিবন্ধন প্রাকৃতিক শ্রেণীস্থ কোন সৎই তদ্বহিঃস্থিত কোন সৎপুঞ্জের সহিত একশ্রেণীতে নিবদ্ধ হইতে পারে না, কারণ উভয়ের ধর্ম্মাবলীর প্রায় এমত কোন সাদৃশ্যই দেখিতে পাওয়া যায় না, যে তাহা লক্ষ্য করিয়া উভয়কে একশ্রেণীতে নিবিষ্ট করা যাইতে পারে। কল্পিত শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কতকগুলি ধর্ম্মের উপর নির্ভর করে। কল্পিত-শ্রেণীর অন্তর্গত সৎনিচয় উক্ত শ্রেণীর বহিঃস্থিত সৎনিচয় হইতে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ধর্ম্ম নিমিত্ত ভিন্ন, আবার উক্ত ধর্ম্মগুলি ত্যাগ করিলেও অন্যান্য এমত অনেক ধর্ম্ম আছে, যাহা উভয়ের পক্ষে সাধারণ। অতএব প্রয়োজন বিশেষে কোন সাধারণ ধর্ম্ম লক্ষিত করিয়া কল্পিতশ্রেণীর অন্তর্গত কোন সৎকে উক্ত শ্রেণীর বহিঃস্থিত সৎপুঞ্জের সহিত একশ্রেণীতে নিবিষ্ট করা যাইতে পারে।

২। এক্ষণে আমরা স্বীকার্য্য পক্ষকে বিবরিত করিব। সামান্য নামসমূহ পাঁচভাগে বিভক্ত হইতে পারে। এই বিভাগটি সামান্য নামের সংচিহ্নক-অর্থানুসারে হয় না। এই বিভাগটি সামান্য নামবৃন্দের দ্বারা চিহ্নিত শ্রেণীবৃন্দের প্রকৃত্যনুসারে সম্পন্ন হয়। নির্দ্দিষ্ট সৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত পাঁচটি শ্রেণী নামের একটি না একটি স্বীকৃত হইয়া থাকে।

এই শ্রেণী নামগুলি দ্বারা প্রবাচ্যের সহিত প্রবচনের বর্ত্তমান সম্বন্ধ মাত্র নির্দ্দিষ্ট হয়। ‘রাম মনুষ্য’ বলিলে ‘রাম’ (প্রবাচ্য) সম্বন্ধে ‘মনুষ্য’ (প্রবচনের) পরজাতি সম্বন্ধটি নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। এস্থলে তবে ‘মনুষ্য’ শব্দটি এক নির্দ্দিষ্ট মনুষ্য সম্বন্ধে পরজাতি ইহাই স্থির হইল। ‘কিন্তু ‘মনুষ্য প্রাণী’

বলিলে ‘ প্রাণী’ (প্রবচন) ‘ মনুষ্য’ (প্রবাচ্য) সম্বন্ধে পরজাতি, ইহা দেখা যাইতেছে। সুতরাং এস্থলে ‘ মনুষ্য’ শব্দটী অপর জাতি বলিতে হইবে। তবে এক নির্দ্দিষ্ট নাম এক নির্দ্দিষ্ট সৎসম্বন্ধে স্বীকৃত হইলে সেই সত্তের পরজাতীয় নাম হয়, আবার সেই নাম সম্বন্ধে অন্য এক নির্দ্দিষ্ট নাম স্বীকৃত হইলে প্রথমোক্ত নামটি একটি অপরজাতীয় নাম হইয়া যায়। তবে কতকগুলি নাম যে নিত্যই পরজাতীয় নাম এমত নহে। প্রয়োগ অনুসারে এক নির্দ্দিষ্ট নাম পরজাতীয় বা অপরজাতীয় হয়।

৩। প্রথমে আমরা পর ও অপরজাতির সমালোচনা করিব। ইতিপূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে এই নামগুলি সম্বন্ধ-বাচক মাত্র, যে একটী নির্দ্দিষ্ট সৎ—দ্বিতীয় নির্দ্দিষ্ট সৎসম্বন্ধে পরজাতীয়, আর অন্য একটি তৃতীয় সৎসম্বন্ধে অপরজাতীয় হইতে পারে। ‘ জ্যোতির্ব্বিৎ’ সৎটি সম্বন্ধে ‘ মনুষ্য’ সৎটি পরজাতি আর ‘ প্রাণী’ সম্বন্ধে ‘ মনুষ্য’ সৎটি অপরজাতি। যে শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণীকে অন্তর্গত রাখে সে শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণী সম্বন্ধে পরজাতি, আর দ্বিতীয় শ্রেণী সেই শ্রেণী সম্বন্ধে অপর জাতি।

কিন্তু আমরা এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই দেখাইয়াছি যে শ্রেণী দুই প্রকার হইতে পারে প্রাকৃতিক ও কল্পিত। প্রাকৃতিক শ্রেণী নিচয় এবং পরিবর্ত্তনাধীন নহে। তবে এমত শ্রেণীও আছে যাহা প্রকৃতি দ্বারা পরজাতি বা নির্দ্দিষ্ট পরজাতি সম্বন্ধে অপর-জাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পরজাতি বলিলেই যে তৎ সম্বন্ধে একটি অপরজাতি আছে তাহা বুঝায়। কারণ পরজাতি ও অপরজাতি এই নামদ্বয়সহ সম্বন্ধবাচী। তবে প্রত্যেক পরজাতি সম্বন্ধেই একটি নিয়তম অপরজাতি আছে। প্রাণী

এই পরজাতি সম্বন্ধে 'মনুষ্য'শ্রেণীটী এইরূপ নিয়তম অপরজাতি। কারণ 'মনুষ্য' নাম দ্বারা প্রকটিত নিত্য ধর্ম্মসমূহের কোনটিই অবলম্বন করিয়া আমরা অন্য একটী প্রকৃতিসঙ্গত শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট করিতে পারি না। যে শ্রেণীকে অন্য কোন শ্রেণীনিচয় বিভক্ত করা যায় না তাহা পরজাতি হইতে পারে না, কারণ তাহার কোন অপরজাতি নাই, আর আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইলাম যে 'পরজাতি' ও 'অপরজাতি' এই নামদ্বয়সহ সম্বন্ধবাচী।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কতকগুলি সৎনিচয়ের সাধারণ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আমরা উক্ত সৎনিচয়কে এক নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীতে নিবদ্ধ করিতে পারি। কিন্তু উক্ত শ্রেণীস্থ সৎবৃন্দ তদ্বহিঃস্থিত সৎবৃন্দের সহিত অসংখ্য ধর্ম্মে ভিন্ন না হইলে উক্ত শ্রেণীকে প্রাকৃতিক শ্রেণী বলা যায় না। আর যে শ্রেণী প্রাকৃতিক শ্রেণী নহে তাহা এই শাস্ত্রের মতে একটি ভিন্ন শ্রেণী বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না। 'মনুষ্য' শ্রেণীস্থ সৎবৃন্দ অবলম্বিত ধর্ম্মানুসারে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টীয় প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর অন্তর্গত সৎবৃন্দ তদ্বহিঃস্থিত সৎসমূহ হইতে কেবল একমাত্র ধর্ম্মে (অর্থাৎ ধর্ম্মে) বিভিন্ন এবং ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য প্রায় সমস্ত ধর্ম্মেই হিন্দু বা মুসলমান বা খ্রীষ্টীয় পরস্পরের এবং অন্যান্য মনুষ্যের সহিত সদৃশ। অতএব উক্ত শ্রেণীনিচয়ের অন্তর্গত সৎবৃন্দ তদ্বহিঃস্থিত সৎবৃন্দের সহিত অসংখ্য ধর্ম্মে সদৃশ এবং কেবল একমাত্র ধর্ম্মে অসদৃশ, অতএব উক্ত শ্রেণীনিচয়ের বহিঃস্থিত সৎবৃন্দের সহিত তদন্তর্গত সৎবৃন্দের সাদৃশ্যটিই অধিকতর প্রবল, এবং এই জন্যই তর্কশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা উক্ত শ্রেণীপুঞ্জকে ভিন্ন শ্রেণী বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। আর আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে

নির্দ্দিষ্ট সৎনিচয়কে নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীতে নিবদ্ধ করণের উদ্দেশ্য কেবল উক্ত সৎনিচয়ের অপরাপর সৎনিচয় হইতে বিভিন্নতা দেখান। এই বিপুল বিশ্বে এমত কোন সৎই নাই যাহা অন্য এক সতের সহিত সর্ব্বতোভাবে সদৃশ। অতএব যাহারা পরস্পরের সহিত প্রায় সদৃশ এবং যাহারা অন্যান্য সৎপুঞ্জের সহিত অসংখ্য ধর্ম্মে অসদৃশ, কেবল সেই সমস্ত সৎকেই এক শ্রেণীতে নিবদ্ধ করা যাইতে পারে।

সতের নিম্নতম অপরজাতীয় সাধারণ ধর্ম্ম বৃন্দ, উক্ত সৎ অন্যান্য যে সমস্ত শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইতে পারে, সেই সমস্ত শ্রেণীর সাধারণ ধর্ম্ম বৃন্দকে অন্তর্ভূত করে। কপিলমুনি একটি সৎ। কপিলের নিম্নতম অপরজাতি 'মনুষ্য'। আবার 'প্রাণী' এই শ্রেণীটি কপিলকে অন্তর্গত করে। যেহেতু 'প্রাণী' শ্রেণীটি 'মনুষ্য' শ্রেণীকে অন্তর্ভূত করে (কারণ সকল মনুষ্যই প্রাণী) সেই হেতু প্রাণী শ্রেণীর ভিত্তি ধর্ম্মপুঞ্জ মনুষ্য শ্রেণীর ভিত্তি ধর্ম্মপুঞ্জের অন্তর্গত। যদ্যপি এমত কোন শ্রেণী থাকে যাহা কপিলকে অন্তর্ভূত করে, কিন্তু মনুষ্য শ্রেণীকে অন্তর্ভূত করে না তাহা হইলে সেই শ্রেণী প্রাকৃতিক শ্রেণী বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না। 'খর্ব্বনাস' একটি শ্রেণী যাহা কপিল মুনিকে অন্তর্ভূত করে এবং 'মনুষ্য' শ্রেণীটিকে অন্তর্ভূত করে না। 'খর্ব্বনাস' একটী প্রাকৃতিক শ্রেণী কি না তাহার তত্ত্বাবধান করিতে হইলে দেখিতে হইবে 'খর্ব্বনাস' শ্রেণীটির মনুষ্য শ্রেণীর ধর্ম্মবৃন্দ ব্যতীত অন্য কি ধর্ম্ম আছে। যদি 'খর্ব্বনাস' শ্রেণী 'মনুষ্য' শ্রেণীর ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য অসংখ্য ধর্ম্মের উপর নির্ভর করে, আর সেই অসংখ্য ধর্ম্মনিচয় 'খর্ব্বনাস' ধর্ম্মটি হইতে উৎপন্ন না হয় তাহা হইলে 'খর্ব্বনাস' যে একটি প্রাকৃতিক শ্রেণী তাহা আমাদিগকে অবশ্যই মানিতে হইবে। কিন্তু যদ্যপি 'খর্ব্ব

নাসত্ব' ব্যতীত 'খর্ব্বনাস' শ্রেণীর অন্য কোন ধর্ম্ম না থাকে বা উক্ত ধর্ম্মবৃন্দের উৎপত্তি যদ্যপি 'খর্ব্বনাসত্ব' ধর্ম্মটি হইতে হয় তাহা হইলে 'খর্ব্বনাস' শ্রেণীটিকে আমরা কখনই প্রাকৃতিক শ্রেণী বলিয়া বিবরিত করিতে পারিব না। কারণ তাহা হইলে 'খর্ব্বনাস শ্রেণীটি এক নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম দ্বারা তদ্বহিঃস্থিত সৎপুঞ্জ হইতে বিভিন্ন হয়, আর অসংখ্য ধর্ম্ম দ্বারা তদ্বহিঃস্থিত সৎপুঞ্জের সহিত সদৃশ হয়। অতএব নির্দ্দিষ্ট সতের নিম্নতম অপর জাতীয় ধর্ম্মবৃন্দ, উক্ত সৎ অন্যান্য যে সমস্ত শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইতে পারে, সেই সমস্ত শ্রেণীর সাধারণ ধর্ম্মবৃন্দকে অন্তর্ভূত করে।

৪। এক্ষণে আমরা প্রভিন্নক ধর্ম্মের সমালোচনা করিব। প্রভিন্নক ধর্ম্ম কি? প্রভিন্নক ধর্ম্ম কাহাকে বলে? আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে পরজাতি অপরজাতিকে অন্তর্ভূত করে, আর সেই পরজাতীয় ধর্ম্মবৃন্দ অপরজাতীয় ধর্ম্মবৃন্দের এক অংশ হইবে। পরজাতি তবে অপরজাতি অপেক্ষা বহুসংখ্যক সৎকে অন্তর্গত করে। 'প্রাণী' একটি পরজাতি, আর 'মনুষ্য' একটী অপরজাতি। 'প্রাণী' শ্রেণীটী 'মনুষ্য' শ্রেণীকে অন্তর্গত করে ও তদ্ব্যতীত প্রাণবিশিষ্ট সমস্ত সৎকেই অন্তর্গত করে; 'মনুষ্য' শ্রেণীটী কেবল মাত্র 'মনুষ্যত্ব' ধর্ম্ম বিশিষ্ট প্রাণিনিচয়কে অন্তর্গত করে। অতএব 'প্রাণী' শ্রেণীটী 'মনুষ্য' শ্রেণী অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপ্তিশীল। 'প্রাণী শ্রেণীটী একটি পরজাতি ও 'মনুষ্য' শ্রেণী অপরজাতি। অতএব ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে অপরজাতি অপেক্ষা পরজাতি অধিকতর ব্যাপ্তিশীল। কিন্তু পরজাতি নাম চিহ্নকতায় অপরজাতীয় নাম হইতে অধিকতর ব্যাপ্তিশীল হইলেও সংচিহ্নকতায় অপরজাতীয় নাম হইতে অল্পতর বিস্তীর্ণ। 'প্রাণী' শ্রেণী নামটি অপর

জাতীয় নাম, ইহা 'প্রাণবিশিষ্টতা' ধর্ম্মটিকে সংচিহ্নিত করে। 'মনুষ্য' শ্রেণী নামটি পরজাতীয় নাম ইহা 'প্রাণবিশিষ্টতা ধর্ম্মটিকে সংচিহ্নিত করে এবং তদ্ব্যতীত আরও কিছু সংচিহ্নিত করে। 'মনুষ্য' শ্রেণী নাম 'প্রাণিবিশিষ্টতাকে' সংচিহ্নিত করে এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকারকে' সংচিহ্নিত করে। প্রাণী' শ্রেণীটি 'মনুষ্য' শ্রেণী সম্বন্ধে পরজাতি, কারণ 'যাহা কিছু প্রাণ বিশিষ্ট' তাহাই 'প্রাণী' শ্রেণীর অন্তর্গত সুতরাং 'মনুষ্য' 'প্রাণ বিশিষ্ট' হওয়ায় 'মনুষ্য' শ্রেণী 'প্রাণী' শ্রেণীর অন্তর্গত। মনুষ্য ব্যতীত আরও অনেক সৎ আছে, যাহারা 'প্রাণবিশিষ্ট' যথা 'পক্ষী', 'উদ্ভিজ্জ' 'মৎস্য' প্রভৃতি। সুতরাং 'প্রাণী' শ্রেণী 'মনুষ্য' শ্রেণী অপেক্ষা বহুতর সৎকে অন্তর্গত করে। অতএব 'মনুষ্য' শ্রেণী, 'প্রাণী' শ্রেণীর, একটি বিভাগ মাত্র; অর্থাৎ 'প্রাণী' শ্রেণীটি 'মনুষ্য' শ্রেণী সম্বন্ধে পরজাতি, আবার 'প্রাণী' এই শ্রেণীটি 'প্রাণ বিশিষ্টতা' ধর্ম্মের উপর মাত্র নির্ভর করে; কিন্তু 'মনুষ্য' এই শ্রেণীটি 'প্রাণ বিশিষ্টতা' ও তদ্ব্যতীত 'বুদ্ধিবৃত্তি' এবং নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকার' এই ধর্ম্মত্রয়ের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ 'প্রাণী' শ্রেণী নামটি কেবল মাত্র 'প্রাণ বশ ষ্টতা' ধর্ম্মকে সংচিহ্নিত করে আর 'মনুষ্য' শ্রেণী নামটি 'প্রাণ বিশিষ্টতা' ব্যতীত আরও দুইটী ধর্ম্ম অর্থাৎ 'বুদ্ধিবৃত্তি' ও 'নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকারকে' সংচিহ্নিতও করে। 'প্রাণী' শ্রেণী নাম 'মনুষ্য' শ্রেণী নামাপেক্ষা চিহ্নকতায় অধিকতর ব্যাপ্তিশীল, কিন্তু 'মনুষ্য' শ্রেণী নাম, 'প্রাণী' শ্রেণী নামাপেক্ষা সংচিহ্নকতায় অধিকতর ব্যাপ্তিশীল। অর্থাৎ অপরজাতি নাম পরজত নামাপেক্ষা চিহ্নকতায় অনতিবিস্তীর্ণ কিন্তু সংচিহ্নকতায় বহুবিস্তীর্ণ।

অপরজাতি নাম তবে পরজাতি নামাপেক্ষা অধিক সংখ্যক

ধর্ম্মকে সংচিহ্নিত করে। অপরজাতি নাম পরজাতি নাম সংচিহ্নিত ধর্ম্মবৃন্দকে সংচিহ্নিত করে আর তদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি ধর্ম্মকে সংচিহ্নিত করে। এই শেষোক্ত ধর্ম্মবৃন্দ অপরজাতির নির্দ্দেশক ধর্ম্ম। অপরজাতি নাম যদ্যপি তাহার পরজাতি নামাপেক্ষা অধিকধর্ম্ম না সংচিহ্নিত করিত, অর্থাৎ অপরজাতি যদ্যপি পরজাতি অপেক্ষা অধিক ধর্ম্মের উপর না নির্ভর করিত তাহা হইলে অপরজাতি ও পরজাতিতে কোন বিভিন্নতাই দৃষ্ট হইত না। প্রাণী একটি পরজাতি নাম। ইহা 'প্রাণ বিশিষ্টতা' ধর্ম্মকে সংচিহ্নিত করে। 'মনুষ্য' শ্রেণীটি 'প্রাণী' শ্রেণী সম্বন্ধে একটি অপরজাতি। ইহা 'প্রাণবিশিষ্টতা' বুদ্ধিবৃত্তি ও নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকার এই তিনটি ধর্ম্মকে সংচিহ্নিত করে। এই উদাহরণ হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে 'প্রাণ বিশিষ্টতা' ধর্ম্মটি 'প্রাণী' ও 'মনুষ্য' উভয় শ্রেণী নামই সংচিহ্নিত করিতেছে, কিন্তু 'মনুষ্য' শ্রেণী নামটি এই সাধারণ ধর্ম্ম ব্যতীত আরও দুইটি ধর্ম্ম অর্থাৎ 'বুদ্ধিবৃত্তি' ও 'নির্দ্দিষ্ট প্রকারের 'আকারকে' সংচিহ্নিত করিতেছে। যদ্যপি 'মনুষ্য' শ্রেণীটি 'প্রাণী' শ্রেণীর ন্যায় 'প্রাণবিশিষ্টতা' ধর্ম্ম মাত্রকে সংচিহ্নিত করিয়া নিরস্ত থাকিত তাহা হইলে সকল প্রাণীকেই 'মনুষ্য' শ্রেণীতে নিবিষ্ট করা যাইতে পারিত—তাহা হইলে উদ্ভিজ্জ পদার্থ 'প্রাণ বিশিষ্টতা' ধর্ম্ম হেতু 'মনুষ্য' শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইতে পারিত এবং 'পক্ষী' শ্রেণীস্থ সৎপুঞ্জ 'প্রাণ বিশিষ্টতা' হেতু 'মনুষ্য' শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইতে পারিত। কিন্তু 'মনুষ্য' শ্রেণী নামটী 'প্রাণ বিশিষ্টতা' ব্যতীত আর দুইটী ধর্ম্ম অর্থাৎ 'বুদ্ধিবৃত্তি'ও নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকারকে সংচিহ্নিত করে, এবং শেষোক্ত ধর্ম্মদ্বয় হেতু 'মনুষ্য' শ্রেণীটী 'প্রাণী' শ্রেণী হইতে বিভিন্ন। শেষোক্ত ধর্ম্মদ্বয়কে 'মনুষ্য' শ্রেণীর প্রভিদক ধর্ম্ম বলে। অত-

এর যে ধর্ম্মবৃন্দ হেতু অপরজাতি পরজাতি হইতে ভিন্ন হয় সেই ধর্ম্মবৃন্দকে অপরজাতির প্রভিন্নক ধর্ম্ম বলে। অর্থাৎ যে ধর্ম্ম বৃন্দের উপর পরজাতি হইতে অপরজাতির স্বাধীন ও পৃথক্ সত্তা সম্যক্ নির্ভর করে সেই ধর্ম্মবৃন্দকে উক্ত অপর জাতির প্রভিন্নক ধর্ম্ম বলে।

৫। আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে শ্রেণী দুই প্রকার, প্রাকৃতিক ও কল্পিত। ইতিপূর্ব্বে আমরা যে সমস্ত শ্রেণীর উদাহরণ দিয়াছি, তৎসমুদয়ই প্রাকৃতিক শ্রেণীর উদাহরণ। আমরা এই মাত্র দেখাইলাম যে প্রাকৃতিক পরজাতির অপেক্ষা প্রাকৃতিক অপরজাতির যে অধিক ধর্ম্ম থাকে তাহাকে উক্ত অপরজাতির প্রভিন্নক ধর্ম্ম বলে। কল্পিত পরজাতির অপেক্ষা কল্পিত অপরজাতির যে অধিক ধর্ম্ম থাকে তাহাকেও উক্ত অপরজাতির প্রভিন্নক ধর্ম্ম বলা যায়। 'প্রাণী' এই পরজাতির অন্তর্গত, 'মনুষ্য' অপরজাতির 'শ্রেণী' নাম সংচিহ্নক ধর্ম্ম, যদ্যপি 'পঞ্চবিংশ মেরুগ্রন্থি বিশিষ্টতা' ও 'দুই পদের উপর ভর দিয়া চলন' হইত এবং এই ধর্ম্মদ্বয়ের প্রভাবে যদ্যপি উক্ত 'মনুষ্য' শ্রেণীটী অন্যান্য 'প্রাণী' হইতে বিভিন্ন হইত তাহা হইলে উক্ত ধর্ম্মদ্বয়, 'মনুষ্য' অপরজাতি প্রভিন্নক ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত হইত। এস্থলে 'মনুষ্য' শ্রেণীটী কল্পিত, কারণ ইহা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক (দুইটী) ধর্ম্মহেতু অন্যান্য প্রাণিনিচয় হইতে ভিন্ন। 'মনুষ্য' শ্রেণীটিরও অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর সহিত 'প্রাণবিশিষ্টতা' সাধারণ ধর্ম্ম আছে, আর তদ্ব্যতীতও পঞ্চবিংশ মেরুগ্রন্থিবিশিষ্টতা ও দুই পদের উপর ভর দিয়া চলন, এই ধর্ম্ম দ্বয়ও আছে, যদদ্বারা এস্থলে 'মনুষ্য' অপরজাতিটি 'প্রাণী' এই পরজাতির অন্তর্গত অন্যান্য অপরজাতি হইতে ভিন্ন। সুতরাং প্রভিন্নক ধর্ম্মের আমরা পূর্ব্বে যে ব্যাখ্যা করিয়াছি

তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এস্থলে উক্ত ধর্ম্মদ্বয় 'মনুষ্য' অপরজাতির প্রভিন্নক ধর্ম্ম।

তবে যে ধর্ম্মবৃন্দ নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট অপরজাতি পরজাতি হইতে ভিন্ন, সেই ধর্ম্মবৃন্দকে উক্ত অপরজাতির প্রভিন্নক ধর্ম্ম বলে।

৬। সতের নিত্য ধর্ম্ম দুই প্রকার হইতে পারে, আদিম ও উৎপন্ন। 'মনুষ্য' নামক সতের 'জীবনীশক্তি', 'বুদ্ধিবৃত্তি', ও 'নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকার' আদিম নিত্য ধর্ম্ম, আর বাক্‌শক্তি উৎপন্ন নিত্য ধর্ম্ম। 'জীবনীশক্তি', 'বুদ্ধিবৃত্তি', ও 'নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকার' এই ধর্ম্মত্রয় থাকাতে নির্দ্দিষ্ট সৎকে 'মনুষ্য' নাম প্রদত্ত হয়। অর্থাৎ এই ধর্ম্মত্রয়ের অবস্থিতি উক্ত সতের 'মনুষ্যত্বের' নিমিত্ত প্রয়োজনীয়। 'রাম' নামক সৎটী 'মনুষ্য' কি না দেখিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমেই দেখিতে হইবে 'রামের' উক্ত ধর্ম্মত্রয় আছে কি না। আমাদিগের পক্ষে 'মনুষ্য' উক্ত ধর্ম্মত্রয়ের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। উক্ত ধর্ম্মত্রয়ের একটিও যদ্যপি নির্দ্দিষ্ট সতে উপস্থিত না থাকে তাহা হইলে সেই সৎকে আমরা কোনক্রমেই 'মনুষ্য' বলিতে পারি না। 'বাক্‌শক্তি' ও 'মনুষ্য' নামক সতের একটি নিত্যধর্ম্ম। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মত্রয়ের ন্যায় 'বাক্‌শক্তি' 'মনুষ্য' নামক সতের আদিম নিত্য ধর্ম্ম নহে। 'মনুষ্যের' বুদ্ধিবৃত্তি আছে বলিয়া বাক্‌শক্তিও আছে। 'বাক্‌শক্তি' তবে 'মনুষ্য' নামক সতের প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন। অতএব 'বাক্‌শক্তি' একটী উৎপন্ন ধর্ম্ম।

আদিম ধর্ম্ম হইতে সমুদ্ভাবিত ধর্ম্মনিচয়কে তবে উৎপন্ন ধর্ম্ম বলা যায়। এই উৎপন্ন ধর্ম্মবৃন্দ আদিম ধর্ম্মবৃন্দের ন্যায় নিত্য, ইহারা নৈমিত্তিক নহে। যেখানেই 'বুদ্ধিবৃত্তি' দেখিতে পাওয়া যায়, সেইখানেই 'বাক্‌শক্তিও' দেখিতে পাওয়া যায়। উৎপন্ন

নিত্য ধর্ম্মনিচয় দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। উৎপন্ন নিত্য ধর্ম্মবৃন্দ আদিম নিত্য ধর্ম্মবৃন্দ হইতে দুই প্রকার সমুদ্ভাবিত হইতে পারে। আদিম নিত্য ধর্ম্মবৃন্দ হইতে উৎপন্ন যে নিত্য ধর্ম্মবৃন্দ, তৎসমুদয় হয় ঐ সকল নিত্য ধর্ম্মবৃন্দের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, নয় সে সকলের সহিত কার্য্যকারণ সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়। সমান্তরাল ক্ষেত্রের বিপরীত ভুজদ্বয় সমান। এস্থলে বিপরীত ভুজদ্বয়ের সমানতা টি সমান্তরাল ক্ষেত্রের একটি উৎপন্ন নিত্য ধর্ম্ম। 'সমান্তরাল ক্ষেত্র' বলিলে 'বিপরীত ভুজদ্বয়ের সমানতা' বুঝায় না, কিন্তু 'সমান্তরালতা' (সমান্তরাল ক্ষেত্রের আদিম নিত্য ধর্ম্ম) দ্বারা 'বিপরীত ভুজদ্বয়ের সমানতা' এই নিত্য ধর্ম্মটি প্রতিপন্ন হয়। অতএব 'বিপরীত ভুজদ্বয়ের সমানতা' 'সমান্তরাল ক্ষেত্রের' একটি উৎপন্ন নিত্য ধর্ম্ম বলিতে হইবে। 'মনুষ্যের বাক্শক্তি আছে' এস্থলে 'বাক্শক্তি' 'মনুষ্য' নামক সত্তের একটি উৎপন্ন নিত্য ধর্ম্ম। 'মনুষ্যের' 'বুদ্ধিবৃত্তি' (আদিম নিত্য ধর্ম্ম) আছে বলিয়া 'বাক্শক্তি'ও আছে। 'বুদ্ধিবৃত্তি' তবে 'বাক্শক্তির' কারণ। 'মনুষ্যের' বুদ্ধিবৃত্তি আছে বলিয়াই বাক্শক্তি আছে। অতএব এস্থলে 'বুদ্ধিবৃত্তি (আদিম নিত্য ধর্ম্ম) কারণ হইতে 'বাক্শক্তি' (উৎপন্ন নিত্য ধর্ম্ম) কার্য্য সমুদ্ভাবিত হইতেছে।

৭। সত্তের সমস্ত ধর্ম্মই দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে— নিত্য ধর্ম্ম ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম। আমরা ইতিপূর্ব্বেই নিত্য ধর্ম্মের সমালোচনা করিলাম, এক্ষণে নৈমিত্তিক ধর্ম্মের সমালোচনা করিব। সত্তের আদিম নিত্য ধর্ম্মবৃন্দ যেরূপ সত্তের নাম দ্বারাই সংচিহ্নিত হয় নৈমিত্তিক ধর্ম্মে সেরূপ হয় না। নিত্য উৎপন্ন ধর্ম্মের ন্যায়, নৈমিত্তিক ধর্ম্ম কোন আদিম নিত্য ধর্ম্ম হইতে সমুদ্ভাবিত হয় না। যে সমস্ত ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট সত্তের নাম দ্বারা সংচিহ্নিত হয় না বা সেই নাম সংচিহ্নত কোন

ধর্ম্ম হইতে সমুদ্ভাবিত হয় না সেই সমস্ত ধর্ম্মকে সেই সতের নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বলা যায়। নৈমিত্তিক ধর্ম্ম দুই প্রকার; বিযোজ্য ও অবিযোজ্য। যে সমস্ত ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট অপরজাতি সম্বন্ধে সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উক্ত অপরজাতি সম্বন্ধে নিত্য নহে, তাহাদিগকে অবিযোজ্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বলে। 'কাক-কৃষ্ণবর্ণ' এস্থলে 'কৃষ্ণবর্ণ' ধর্ম্মটী 'কাক' অপরজাতিসম্বন্ধে একটি অবিযোজ্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম। কারণ যে অপরজাতিকে আমরা 'কাক' নাম প্রদান করিয়াছি, 'কৃষ্ণবর্ণত্ব' তাহার একটি নিত্য ধর্ম্ম নহে, কিন্তু বিশ্বস্থ সমস্ত 'কাক'ই 'কৃষ্ণবর্ণ' দেখিতে পাওয়া যায়। যদ্যপি এমত কোন একটি অপরজাতি আবিষ্কৃত হয় যাহার প্রত্যেক উপকরণ অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মে কাকের ন্যায় কেবল মাত্র বর্ণে 'শ্বেত 'কৃষ্ণ' নহে, তাহা হইলে সেই নূতন আবিষ্কৃত অপরজাতিকে 'কাক' নাম প্রদান করিতে আমরা কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হই না, কেবল মাত্র এই বলি যে ইহারা 'শ্বেত কাক'। অতএব ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে 'কাক' নামক অপরজাতির 'কৃষ্ণবর্ণত্ব' নিত্য ধর্ম্ম নহে নৈমিত্তিক ধর্ম্ম মাত্র। আবার কাকের ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট কিন্তু 'শ্বেতবর্ণ' কোন নূতন অপরজাতি আবিষ্কৃত হইলে তাহাকে 'শ্বেত কাক' বলি কেন? এক্ষণে আমরা যত 'কাক' দেখিতে পাই সে সমস্তই 'কৃষ্ণবর্ণ' অর্থাৎ 'কৃষ্ণবর্ণত্ব' 'কাক' অপরজাতি সম্বন্ধে একটি নৈমিত্তিক ও ব্যাপক ধর্ম্ম অতএব যদ্যপি 'কাকের' ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট কোন 'শ্বেতবর্ণ' নূতন অপরজাতি আবিষ্কৃত হয় তাহা হইলে সেই নূতন আবিষ্কৃত অপরজাতিকে পুরাতন অপরজাতি হইতে পৃথক্ করণ জন্য 'শ্বেতকাক' বলি। অতএব যে সমস্ত ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট অপরজাতি সম্বন্ধে ব্যাপক কিন্তু নিত্য নহে তাহাদিগকে অবিযোজ্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বলা যায়।

আর যে সমস্ত ধর্ম্ম সময়ে সময়ে নির্দ্দিষ্ট অপরজাতিতে একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়না এবং সেই নির্দ্দিষ্ট অপরজাতি সম্বন্ধে নিত্য নহে এবং ব্যাপকও নহে, সেই সমস্ত ধর্ম্মকে বিযোজ্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বলে। বিযোজ্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বৃন্দ নির্দ্দিষ্ট অপরজাতির প্রত্যেক ব্যক্তিতেই থাকে না এবং থাকিলেও সকল সময়ে বর্ত্তমান থাকে না। 'বাঙ্গালি শ্যামবর্ণ' এ স্থলে শ্যামবর্ণত্ব 'মনুষ্য' অপর জাতির একটি বিযোজ্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, কারণ ইহা প্রত্যেক মনুষ্যেই বর্ত্তমান নাই। 'জন্ম' মনুষ্য অপর-জাতির আর একটি বিযোজ্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, কারণ জন্ম' প্রত্যেক মনুষ্যের ধর্ম্ম হইলেও সকল সময়ে বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং যে সমস্ত ধর্ম্ম এক ব্যক্তিতে ও সকল সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না সে ধর্ম্মবৃন্দ যে বিযোজ্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম তাহার আর সন্দেহ কি? 'উপবেশন' 'দণ্ডায়মান হওন' 'ভ্রমণ করণ' প্রভৃতি তবে বিযোজ্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম।

———

অষ্টম অধ্যায়।

ব্যাখ্যা।

১। এক্ষণে আমরা ব্যাখ্যা কি তাহার সমালোচন করিব। ব্যাখ্যা কি? ব্যাখ্যা কাহাকে বলে? ব্যাখ্যা একটি প্রসঙ্গ মাত্র, যদ্দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পদের অর্থ ব্যক্ত হয়। পদের অর্থ দুই প্রকার হইতে পারে। কোন নির্দ্দিষ্ট পদের অর্থ, হয়, চলিত ভাষার প্রথানুগত সেই পদের তাৎপর্য্য, নয়, বক্তা বা লেখকের দ্বারা নিজ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সাধন জন্য ইচ্ছামত নির্দ্দিষ্ট তাৎপর্য্য। উপরোক্ত অর্থটি 'ব্যাখ্যার' সর্ব্বাপেক্ষা সরল অর্থ।

নির্দ্দিষ্ট পদের ব্যাখ্যা তবে সেই পদের অর্থ ব্যক্তকরণ মাত্র। সুতরাং যে সকল পদ অর্থ বিশিষ্ট তাহাদেরই মাত্র ব্যাখ্যা সম্ভব। আর যে সমস্ত পদ অর্থহীন তাহাদের ব্যাখ্যা হইতে পারে না। যে অধ্যায়ে আমরা নামের সমালোচনা করিয়াছি তথায় দেখান গিয়াছে যে সংজ্ঞাবাচক নাম কেবল মাত্র নির্দ্দিষ্ট সৎকে চিহ্নিত করিবার জন্য সংকেত স্বরূপ প্রযোগ হইয়া থাকে। এইরূপ চিহ্নিত করা ব্যতীত সংজ্ঞাবাচক নামের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। 'রাম রাজা দশরথের পুত্র' বলিলে 'রামের' কোন ব্যাখ্যা করা হইল না, কারণ'রাম' নামটী 'রাজা দশরথের পুত্র' এই ধর্ম্মটী ব্যক্ত করে না। এইরূপ প্রসঙ্গ-বৃন্দ নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে সত্য, কিন্তু সেই নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে অঙ্গুলি দ্বারা লক্ষিত করিলেও এই কার্য্যটি উত্তম রূপে সিদ্ধ হইতে পারে। আর অঙ্গুলি দ্বারা লক্ষিত করণকে ব্যাখ্যা বলে না।

সংচিহ্নক নামের প্রকৃত অর্থ তাহার সংচিহ্নকতা হইতে উদ্ভূত। সুতরাং কোন সংচিহ্নক নামের ব্যাখ্যা করিতে হইলে তাহার দ্বারা সংচিহ্নিত ধর্ম্ম বৃন্দ মাত্রকে ব্যক্ত করিতে হয়। 'মনুষ্য' একটি সংচিহ্নক নাম, ইহার ব্যাখ্যা করিতে হইলে, বলিতে হইবে যে, 'মনুষ্য' নামটি এই এই ধর্ম্ম নিচয়কে সংচিহ্নিত করে, বা 'মনুষ্য নামটি যে যে সৎসম্বন্ধে স্বীকৃত হয়, সেই সেই সতের এই এই ধর্ম্ম আছে, বা যে সমস্ত সতের এই এই ধর্ম্ম আছে সেই সমস্ত সৎই 'মনুষ্য'।

কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বিশদ ও সন্দেহশূন্য হইলেও সমুচিত সংক্ষিপ্ত নহে এবং পারিভাষিক বলিয়া সচরাচর কথোপকথন নিমিত্ত অযোগ্য। নির্দ্দিষ্ট সংচিহ্নক নামের ব্যাখ্যা করিতে হইলে সচরাচর উক্ত নামাপেক্ষা সরলার্থ এক বা অধিক সংচিহ্নক নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সংচিহ্নক নামের ব্যাখ্যা করিতে হইলে উক্ত নাম দ্বারা সংচিহ্নিত ধর্ম্মবৃন্দকে ব্যক্ত করিতে হয়। সেই ধর্ম্মবৃন্দের প্রত্যেককে বা তাহাদিগের এক এক স্তবককে এক একটী তদ্বাচক অপেক্ষাকৃত সরলার্থক নাম দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। 'মনুষ্য' একটী সংচিহ্নক নাম। ইহার ব্যাখ্যা করিতে হইলে আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি যে 'মনুষ্য একটী বুদ্ধিবৃত্তিশালী' ও এই এই প্রকারের আকারবিশিষ্ট, 'প্রাণী'। আমরা ইতিপূর্ব্বে যে 'ব্যাখ্যার' অর্থ নির্দ্দেশ করিলাম তাহার সহিত 'মনুষ্য' পদের এই ব্যাখ্যাটি সঙ্গত কি না তাহা পরীক্ষা করিব। 'মনুষ্য' একটি সংচিহ্নক নাম। মনুষ্য নামটি 'জীবনীশক্তি,' 'বুদ্ধিবৃত্তি' ও 'নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকার,' এই তিনটি আদিম ধর্ম্মকে সংচিহ্নিত করে। 'মনুষ্য' পদটীর আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি তদনুসারে 'মনুষ্য একটী বুদ্ধিবৃত্তিশালী ও নির্দ্দিষ্ট

প্রকারের আকার বিশিষ্ট প্রাণী'। অর্থাৎ আমাদিগের ব্যাখ্যানুসারে 'মনুষ্য' নামক সত্তের 'বুদ্ধিবৃত্তি', 'নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকার' ও 'জীবনীশক্তি' আছে। অতএব আমরা 'মনুষ্যের' যে ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহাকে প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিতে পারি।

সচরাচর নামের এক প্রকার ব্যাখ্যা করা হয় যাহাকে প্রকৃত ব্যাখ্যা বলা যায় না। 'নেতৃ',পদটির অর্থ 'নায়ক' এস্থলে 'নেতৃ' ও 'নায়ক' এই দুই পদদ্বয় একার্থক বটে, কিন্তু 'নায়ক' পদটি যে 'নেতৃ' পদটির ব্যাখ্যা তাহা বলা যায় না। কারণ ব্যাখ্যা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট নামের অর্থটী অপেক্ষাকৃত সরল হইয়া প্রতীয়মান হয়। 'নায়ক ও 'নেতৃ' এই পদদ্বয়ের প্রত্যেকেরই অর্থ সমান দুরূহ। অতএব পদদ্বয়ের একটী অন্যটীর ব্যাখ্যা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

'ব্যাখ্যা' পদটির আমরা যে রূপ অর্থ করিয়াছি তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে নির্দ্দিষ্ট নামের ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে উক্ত নাম দ্বারা সংচিহ্নিত ধর্ম্মবৃন্দের বিশ্লেষণ করা নিতান্ত আবশ্যকীয়। সংচিহ্নিত নামের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে হইলে সেই নাম দ্বারা সংচিহ্নিত ধর্ম্মবৃন্দকে সহজে ব্যক্ত করিতে হয়। সুতরাং এইরূপ ব্যাখ্যা করিবার প্রারম্ভেই দেখিতে হইবে উক্ত সংচিহ্নক নাম দ্বারা কি কি ধর্ম্ম সংচিহ্নিত হইতেছে। 'মনুষ্য' একটী সংচিহ্নক নাম। ইহার ব্যাখ্যা করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমেই দেখিতে হইবে যে এই নামটীর দ্বারা 'বুদ্ধিবৃত্তি' 'জীবনীশক্তি' ও 'নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকার' এই ধর্ম্মত্রয় সংচিহ্নিত হয়। এবং তৎপরেই আমরা 'মনুষ্য এক বুদ্ধিবৃত্তিশালী, নির্দ্দিষ্ট আকারবিশিষ্ট প্রাণী' এই ব্যাখ্যাটী করিতে পারি। ব্যাখ্যা করিবার প্রারম্ভেই তবে নির্দ্দিষ্ট নাম দ্বারা সংচিহ্নিত প্রত্যেক ধর্ম্মকে জানা আবশ্যক, এবং সেই ধর্ম্মবৃন্দকে

সমুচিত জ্ঞাত হইলে পর নির্দ্দিষ্ট নামটীর প্রকৃত ব্যাখ্যা সিদ্ধ হয়। ব্যাখ্যার সিদ্ধি জন্য তবে বিশ্লেষণ প্রথম প্রযোজনীয়।

'মনুষ্য এক বুদ্ধিবৃত্তিশালী, নির্দ্দিষ্ট আকার বিশিষ্ট প্রাণী' এই প্রসঙ্গটির বিশ্লেষণ করিলে আমরা তিনটী ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হই। 'মনুষ্য বুদ্ধিবৃত্তিশালী'—'মনুষ্য নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকার বিশিষ্ট'—'মনুষ্য একটি প্রাণী।' এই তিনটি প্রসঙ্গের প্রত্যেকের সমালোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে প্রত্যেক প্রসঙ্গের প্রবচন 'মনুষ্য' নাম দ্বারা সংচিহ্নিত একটি নিত্য ধর্ম্ম। এবং এই প্রসঙ্গত্রয়ের প্রত্যেকেরই প্রবাচ্য 'মনুষ্য।' অতএব নির্দ্দিষ্ট নামের ব্যাখ্যা, সেই নামকে প্রবাচ্য করিয়া যে সমস্ত নিত্য ধর্ম্মবাচী প্রসঙ্গ সম্ভব, তাহাদের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

২। নির্দ্দিষ্ট নাম আর একটি সমার্থক নাম মাত্র দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। নির্দ্দিষ্ট নামের ব্যাখ্যা করিতে হইলে সেই নাম দ্বারা সংচিহ্নিত ধর্ম্মবৃন্দের প্রত্যেককে বা প্রত্যেক স্তবককে অপেক্ষাকৃত সরলার্থক নাম দ্বারা ব্যক্ত করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে একমাত্র ধর্ম্ম সংচিহ্নক নামের ব্যাখ্যা কি রূপে করিতে হইবে? যে নাম একমাত্র ধর্ম্মকে তদ্দ্বারা সংচিহ্নিত করে সেই এক মাত্র ধর্ম্ম একমাত্র নাম দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু এই রূপ ব্যাখ্যাকে আমাদিগের মতানুসারে প্রকৃত ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে না। তবে এক মাত্র ধর্ম্ম সংচিহ্নক নামের কি ব্যাখ্যা একেবারে অসম্ভব? 'শ্বেত' একটি এক-ধর্ম্ম সংচিহ্নক নাম। ইহার ব্যাখ্যা কিরূপে করিতে হইবে? 'শ্বেত নামটি শ্বেততা ধর্ম্মকে সংচিহ্নিত করে' ইহা যে 'শ্বেত' নামের একপ্রকার ব্যাখ্যা তাহার সন্দেহ নাই। 'শ্বেত' নামটির আরও বিশ্লেষণ সম্ভব কি না তাহা আমরা

এক্ষণে পরীক্ষা করিব। আমরা পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে সতের ধর্ম্ম মাত্রেই এক একটি ভিত্তির উপর সম্যক্ নির্ভর করে। 'শ্বেত' একটি সতের ধর্ম্ম। তবে 'শ্বেতের' ভিত্তি কি? 'শ্বেত' এই ধর্ম্মটী তবে কিসের উপর নির্ভর করে? 'শ্বেত' এই ধর্ম্মটী আমাদিগের মনোমধ্যে যে 'শ্বেততার অনুভূতি' হয় তাহার উপর নির্ভর করে। কোন সৎ 'শ্বেত' বলিলে বুঝায় যে উক্ত সতের, আমাদিগের মনোমধ্যে 'শ্বেততা' এই উপলব্ধি উৎপাদন করিবার ক্ষমতা আছে। এক্ষণে আমরা এই বিশ্লেষণ অনুসারে 'শ্বেত' নামের এই ব্যাখ্যা করিতে পারি যে 'যাহা আমাদিগের মনে শ্বেততার উপলব্ধি উৎপাদন করে তাহাই শ্বেত।' এই বিশ্লেষণটি সম্পূর্ণ হইল না, কারণ 'শ্বেততার উপলব্ধির' আমরা কোন ক্রমেই বিশ্লেষণ করিতে সক্ষম নহি। 'শ্বেততার উপলব্ধি' একটি সরলতম অনুভূতি এবং তদ্ধেতু অবিশ্লেষণীয়। কারণ কোন সরলতম অনুভূতিকে আর সরল করা যায় না। প্রকৃত বিজ্ঞান হইতে আমরা জানিতে পারি যে 'শ্বেতবর্ণ' বিশ্বস্থ সমস্ত বর্ণের মিশ্রণ মাত্র। অতএব এই বিশ্লেষণ অনুসারে 'শ্বেত' নামটির আমরা আর একটি ব্যাখ্যা করিতে পারি যে 'বিশ্বস্থ সমস্ত বর্ণের মিশ্রবর্ণকে 'শ্বেত' বলে।

তবে যে সমস্ত নামের বিশ্লেষণ সম্ভব তাহাদেরই প্রকৃত ব্যাখ্যা সম্ভব বলিতে হইবে। যে সমস্ত ধর্ম্মের নাম সংচিহ্নক, অর্থাৎ যে সমস্ত ধর্ম্মের নাম তন্নামক ধর্ম্ম সম্বন্ধে অন্যান্য ধর্ম্ম বৃন্দকে সংচিহ্নিত করে তৎসমুদয়ের বিশ্লেষণ অপেক্ষাকৃত সরল আর তদ্ধেতু তাহাদিগের ব্যাখ্যা করাও সহজ। অর্থাৎ অন্যান্য সংচিহ্নক নামের ন্যায় তাহাদিগের সংচিহ্নিত ধর্ম্মবৃন্দকে বিশ্লেষণ করিয়া ব্যক্ত করিলেই উক্ত নামপুঞ্জ ব্যাখ্যাত হইল।

'দোষ' একটী ধর্ম্মের সংচিহ্নক নাম, কারণ এই নামটী 'ক্ষতি' ও 'অহিত' এই ধর্ম্মদ্বয়কে সংচিহ্নিত করে। অতএব 'দোষ' এই নামটির ব্যাখ্যা করিতে হইলে বলিতে হইবে যে 'যে ধর্ম্ম ক্ষতি বা অহিতের উৎপাদক তাহাকে দোষ বলে'।

তবে সংজ্ঞাতই হউক আর অবকৃষ্টই হউক, যে নামের বিশ্লেষণ সম্ভব তাহারই ব্যাখ্যা সম্ভব। আমাদিগের অমিশ্র অনুভূতিনিচয় প্রকৃতিতঃ সরলতম হওয়ায় অবিশ্লেষণীয়, সুতরাং ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। এই অমিশ্র অনুভূতি-নিচয় এবিষয়ে সংজ্ঞাবাচক নামের সদৃশ, কিন্তু সংজ্ঞাবাচক নাম যেমন একবারে অর্থহীন, অমিশ্র অনুভূতি বৃন্দ সেরূপ নহে। আমি এক নির্দ্দিষ্ট অনুভূতি করিতেছি আর এই অনুভূতিকে 'শ্বেত' বলিয়া ব্যক্ত করিতেছি। আমি কিরূপে জানিলাম যে বর্ত্তমান অনুভূতিটি 'শ্বেতের' অনুভূতি? পূর্ব্বে অনেকবার এই বর্ত্তমান অনুভূতির সদৃশ অনুভূতিনিচয় আমার মনে হইয়াছে এবং সে সকল 'শ্বেতের' অনুভূতি। আর বর্ত্তমান অনুভূতির সেই পূর্ব্ব অনুভূতিনিচয়ের সহিত সৌসাদৃশ্য থাকায় আমি বর্ত্তমান অনুভূতিকে 'শ্বেত' নাম দান করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না। তবে 'শ্বেত' নাম দ্বারা চিহ্নিত ব্যক্তি সমূহের পরস্পরের সহিত একটি সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞাবাচক নাম দ্বারা চিহ্নিত ব্যক্তি সমূহের এরূপ কোন সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। ভারতে যে সমস্ত 'রাম' নামক ব্যক্তি আছে তাহা-দিগের পরস্পরের বিশেষ কোন সৌসাদৃশ্য নাই। আর যদিও থাকে, তাহা হইলে সেই সৌসাদৃশ্যটি নিত্য নহে, নৈমিত্তিক।

৩। নির্দ্দিষ্ট নামের ব্যাখ্যা করিতে হইলে তবে সেই নাম দ্বারা সংচিহ্নিত ধর্ম্মবৃন্দের প্রত্যেককে বা প্রত্যেক স্তবককে

সান্তিশয় সরলার্থ নাম বা নামপুঞ্জ দ্বারা ব্যক্ত করিতে হয়। কিন্তু সচরাচর এরূপ ব্যাখ্যাপ্রণালী ব্যবহৃত হয় না। সচরাচর নির্দ্দিষ্ট নাম সংচিহ্নিত এক মাত্র সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্ম ব্যক্ত হইলেই সেই নামের ব্যাখ্যাকার্য্য সম্পন্ন হইল। 'মনুষ্য' এই সংচিহ্নক নামের সচরাচর ব্যাখ্যা এই রূপ হইয়া থাকে, 'বুদ্ধিবৃত্তিবিশিষ্ট প্রাণীকে 'মনুষ্য বলে।' এ ব্যাখ্যাটী যে বিজ্ঞানসিদ্ধ নহে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র, কারণ 'মনুষ্য' নাম দ্বারা সংচিহ্নিত একটী প্রধান ধর্ম্ম অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকার এই ব্যাখ্যাতে একবারে ত্যক্ত হইয়াছে। যদ্যপি এমত কোন সৎ আবিষ্কৃত হয় যে তাহার মনুষ্যের ন্যায় জীবনী শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি আছে, কিন্তু যাহার আকার অশ্বের ন্যায়, তাহাকে উপরোক্ত ব্যাখ্যানুসারে 'মনুষ্য' নাম প্রদান করা উচিত। কিন্তু এই রূপ ব্যাখ্যা দুষ্ট হইলেও অনেক সময়ে প্রকৃত ব্যাখ্যার কর্ম্ম করে; অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট নামের অর্থ স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করে। 'বুদ্ধিবৃত্তি বিশিষ্ট প্রাণীকে মনুষ্য বলে' এই ব্যাখ্যা যদিও বিজ্ঞানানুসারে দুষ্ট তথাপি স্থূলতঃ 'মনুষ্য' নামের অর্থকে এক প্রকার ব্যক্ত করে। আমাদিগের জ্ঞানের যতদূর বিস্তৃতি তাহাতে আমরা এক্ষণে যে সৎকে 'মনুষ্য' বলিয়া জানি, তাহাকে বুদ্ধিবৃত্তি ও 'প্রাণ' হইতে বিশ্লিষ্ট দেখিতে পাই না। সুতরাং আমাদিগের জ্ঞানের বর্ত্তমানাবস্থায় 'বুদ্ধিবৃত্তি বিশিষ্ট প্রাণীকে মনুষ্য বলে' এই ব্যাখ্যাটি যে সৎকে আমরা 'মনুষ্য' বলিয়া জানি তাহারই মাত্র ব্যাখ্যা হইতে পারে। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা হইতে ভাষার বিশেষ অপকার জন্মে। বিজ্ঞানসিদ্ধ ব্যাখ্যার নিমিত্ত তবে নির্দ্দিষ্ট নাম দ্বারা সংচিহ্নিত প্রত্যেক নিত্য ধর্ম্মকে ব্যক্ত করা নিতান্ত আবশ্যক। এরূপ ব্যাখ্যায় তবে, নৈমিত্তিক বা উৎপন্ন ধর্ম্মবৃন্দ একেবারে ত্যক্ত হইবে। কোন অপর

জাতি নামের ব্যাখ্যা করিতে হইলে তাহার পরজাতির সমস্ত নিত্য ধর্ম্ম ও অপরজাতির সমস্ত প্রভিন্নক ধর্ম্ম নিচয়কে ব্যক্ত করা উচিত, কারণ নির্দ্দিষ্ট অপরজাতির পক্ষে প্রভিন্নক ধর্ম্ম-বৃন্দ এক প্রকার নিত্য বলিতে হইবে; কারণ সেই প্রভিন্নক ধর্ম্মবৃন্দেরই প্রভাবে সেই অপরজাতি, অপরজাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

৪। আরও এক প্রকার ব্যাখ্যা আছে যাহা বিজ্ঞানসঙ্গত নহে। এই রূপ কৃত্রিম ব্যাখ্যা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট নামের এক বা অধিক উৎপন্ন ধর্ম্ম মাত্র ব্যক্ত হইয়া থাকে। এই রূপ ব্যাখ্যা উপরোক্ত ব্যাখ্যার ন্যায় ব্যাখ্যাত নামের স্থূলার্থপ্রদর্শক হই-লেও বিজ্ঞানসঙ্গত নহে। এই রূপ ব্যাখ্যাকে পণ্ডিত সমাজে 'বিবরণ' নাম প্রদত্ত হইয়াছে। 'মনুষ্য' 'দ্বিভুজ ও স্তন্যপায়ী প্রাণী' বা 'মনুষ্য' 'পাচক প্রাণী' বা 'মনুষ্য পুচ্ছশূন্য দ্বিপদ প্রাণী' এইরূপ ব্যাখ্যার অর্থাৎ বিবরণের উদাহরণ। এক্ষণে আমরা যতদূর জানি তাহাতে 'দ্বিভুজ ও স্তন্যপায়ী প্রাণী' নামটী মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোন সৎসম্বন্ধে স্বীকৃত হইতে পারে না, সুতরাং দ্বিভুজ ও স্তন্যপায়ী প্রাণী' বলিলে 'মনুষ্য' নামের স্থূলার্থ এক প্রকার ব্যক্ত হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ব্যাখ্যার অন্তর্গত ধর্ম্মত্রয়ের সকলগুলি নিত্য নহে, অধিকাংশই নৈমিত্তিক অতএব এইরূপ ব্যাখ্যা বিজ্ঞানসঙ্গত বলা যাইতে পারে না।

কিন্তু সময় বিশেষে বিবরণ, ব্যাখ্যার কার্য্য করিয়া থাকে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে শ্রেণীবন্ধন দুই প্রকার—প্রাকৃতিক ও কল্পিত। বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন বশতঃ একটি মাত্র সদৃশ ধর্ম্ম লইয়া কতকগুলি সৎ একটি নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীতে নিবদ্ধ হইতে পারে—এই শ্রেণীকে কল্পিত শ্রেণী বলে। কল্পিত শ্রেণীর ভিত্তি ধর্ম্মবৃন্দ সেই শ্রেণীস্থ সংপুঞ্জের নৈমিত্তিক

বা উৎপন্ন ধর্ম্ম হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এই ধর্ম্মবৃন্দ উক্ত শ্রেণীর শ্রেণীধর্ম্ম হওয়ায় সেই শ্রেণীমাত্র সম্বন্ধে নিত্য ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে, 'একবারে একটি সন্তান প্রসবকারী যদ্যপি একটি শ্রেণী নাম' হয়' তাহা হইলে, একবারে একটী সন্তান প্রসবকারিত্ব ধর্ম্মটি সেই শ্রেণীর ভিত্তি অর্থাৎ শ্রেণীর নিত্য ধর্ম্ম বলিতে হইবে। আর শ্রেণীধর্ম্ম যে সেই শ্রেণীর নিত্য ধর্ম্ম তাহা বলা বাহুল্য মাত্র, কারণ শ্রেণী নাম উক্ত শ্রেণীধর্ম্মকে সংচিহ্নিত করে। কিন্তু উক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত অনেক সৎসম্বন্ধে উক্ত ধর্ম্মটি নিত্য ধর্ম্ম না হইতে পারে, উক্ত শ্রেণীর অনেক সৎসম্বন্ধে উক্ত শ্রেণীধর্ম্মটি নৈমিত্তিক বা উৎপন্ন ধর্ম্ম হইতে পারে, তথাপি উক্ত ধর্ম্মটি উক্ত শ্রেণী সম্বন্ধে যে নিত্য তাহার কোন সন্দেহ নাই। 'একবারে একটি সন্তান প্রসবকারিত্ব' ধর্ম্মটী বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন বশতঃ একটী শ্রেণীধর্ম্ম হইয়াছে, অর্থাৎ এই ধর্ম্মটি 'একবারে একটি সন্তান প্রসবকারী' শ্রেণীর নিত্য ধর্ম্ম, কিন্তু 'একবারে একটী সন্তান প্রসবকারী' শ্রেণীর অন্তর্গত 'মনুষ্য' বা 'অশ্ব' বা 'গো' সৎনিচয় সম্বন্ধে এই ধর্ম্মটী নিত্য নহে, কারণ 'মনুষ্য' বা 'অশ্ব' বা 'গো' নামনিচয় এই ধর্ম্মকে সংচিহ্নিত করে না। 'মনুষ্য' বা 'অশ্ব' বা 'গো' এই সৎ নিচয় সম্বন্ধে 'একবারে একটি সন্তান প্রসবকারিত্ব' ধর্ম্মটি উৎপন্ন ধর্ম্ম মাত্র কারণ উক্ত সৎনিচয়ের নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকারবিশিষ্টতা এই নিত্য ধর্ম্মের ঐ ধর্ম্মটি কার্য্য মাত্র, সুতরাং ইহা উৎপন্ন। কিন্তু এই শ্রেণী ধর্ম্মটি শ্রেণীর অন্তর্গত সৎনিচয় সম্বন্ধে উৎপন্ন ধর্ম্ম হইলেও উক্ত শ্রেণী সম্বন্ধে নিত্য। এক্ষণে যদি 'মনুষ্য' নামের আমরা এরূপ ব্যাখ্যা করি যে, 'মনুষ্য' একবারে একটি সন্তান প্রসবকারী প্রাণী.' তাহা হইলে ব্যাখ্যাটিকে এস্থলে প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া ধরিতে হইবে। কিন্তু

বাস্তবিক ইহা ব্যাখ্যা নহে কেবল 'বিবরণ' মাত্র। অতএব যাহাকে আমরা 'বিবরণ' বলিয়া থাকি তাহা সময় বিশেষে প্রকৃত ব্যাখ্যা পদে অধিষ্ঠিত হয়।

৫। ব্যাখ্যা কিসের হইতে পারে? ব্যাখ্যা কি, নামের ব্যাখ্যা, বা তন্নামক সত্তের ব্যাখ্যা? 'মনুষ্য বুদ্ধিবৃত্তিশালী, নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকার বিশিষ্ট প্রাণী এই ব্যাখ্যাটি' 'মনুষ্য' নামের ব্যাখ্যা, না 'মনুষ্য' নামক সত্তের ব্যাখ্যা নাম সত্তের নাম মাত্র। সৎ না থাকিলে নাম থাকিতে পারে না। নামের সহিত সত্তের যে দৃঢ় সম্বন্ধ আছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। ব্যাখ্যা নামের ব্যাখ্যা বটে, কিন্তু তন্নামক সত্তের প্রকৃতি না জানিলে ব্যাখ্যা একবারে অসম্ভব। 'বুদ্ধিবৃত্তিশালী নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকার বিশিষ্ট প্রাণী মনুষ্য' এই ব্যাখ্যাটি 'মনুষ্য' এই নামের ব্যাখ্যা বটে কিন্তু 'মনুষ্য' নামক সত্তের বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদি ধর্ম্মবৃন্দ আছে না জানিলে আমরা কোন ক্রমেই এই ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইতাম না। 'প্রেত' নামক সত্তের—কাল্পনিক সত্তের কি কি কাল্পনিক ধর্ম্ম আছে তাহা না জানিলে আমরা কখনই 'প্রেত' নামটির ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হই না। অতএব যেমন সত্তের ধর্ম্ম বৃন্দ না জানিলে আমরা তাহাকে সংচিহ্নক নাম প্রদান করিতে পারি না, তদ্রূপ সত্তের ধর্ম্মবৃন্দ না জানিলে আমরা সেইসত্তের নামের ব্যাখ্যা করিতে পারি না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

প্রথম অধ্যায়।

—০○০—

অনুমান অর্থাৎ সিদ্ধান্ত।

১। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা প্রসঙ্গের সমালোচনা করিয়াছি —কাহাকে প্রসঙ্গ বলে? প্রসঙ্গ কয় প্রকার হইতে পারে? প্রসঙ্গ কি স্বীকার করে? এই বিষয় গুলির আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে সমালোচনা করিয়াছি। কিন্তু তর্কশাস্ত্রের বিষয় প্রমাণ। প্রমাণ কি তাহা জানিতে হইলে প্রমেয়ের সমালোচনা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যকীয়। এবং আমরা দেখাইয়াছি যে কেবল প্রসঙ্গই প্রমেয়।

আমরা দেখাইয়াছি যে প্রসঙ্গ দুই প্রকার হইতে পারে—নামার্থ সম্বন্ধে প্রসঙ্গ, আর নাম দ্বারা চিহ্নিত সৎনিচয়ের ধর্ম্ম বৃন্দ সম্বন্ধে প্রসঙ্গ। যে সমস্ত প্রসঙ্গের বিষয় নামার্থ মাত্র, তাহারা প্রমেয় বা অপ্রমেয় নহে, কারণ নির্দ্দিষ্ট নামের অর্থ প্রকৃতিতঃ বক্তা বা লেখকের স্বেচ্ছাধীন। যে সমস্ত প্রসঙ্গকে আমরা ব্যাখ্যা বলিয়া উল্লিখিত করিয়াছি তৎসমুদয় এই শ্রেণীর অন্তর্গত, অর্থাৎ তাহারা প্রমেয় বা অপ্রমেয় নহে। নাম দ্বারা চিহ্নিত সৎনিচয়ের ধর্ম্মবৃন্দ যে সমস্ত প্রসঙ্গের বিষয় তাহারাই কেবল প্রমাণাধীন। নিত্য ধর্ম্মবাচীপ্রসঙ্গ নিচয় তবে প্রমাণাধীন নহে। আর প্রকৃত প্রসঙ্গই কেবল প্রমেয়। আমরা প্রকৃত প্রসঙ্গের বিশেষ বিশ্লেষণ করিয়া উক্ত প্রসঙ্গ যে যে বিষয় সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, উক্ত প্রসঙ্গ সেই বিষয়বৃন্দ সম্বন্ধে যাহা যাহা স্বীকার করে, তৎসমুদায়েরই সমালোচনা করিয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি যে এই রূপ প্রসঙ্গের আকার

যে রূপই হউক না কেন ইহার প্রকৃত প্রবাচ্য হয় অন্তর্বোধের কোন ভাব, নয়, উক্ত ভাববৃন্দের উৎপাদক কোন গুহ্য শক্তি (অর্থাৎ বহির্বিষয়) হইতে পারে। আমরা দেখাইয়াছি যে এই রূপ প্রসঙ্গের প্রকৃত প্রবচন কালব্যাপ্তি, স্থানব্যাপ্তি, কার্য্যকারণ ভাব, বা সাদৃশ্য হইতে পারে। ইহাই তবে প্রসঙ্গের অর্থ, কিন্তু প্রসঙ্গের আরও একটি প্রচলিত অর্থ আছে। প্রসঙ্গ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট প্রবাচ্য সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের অবস্থিতি বা অনবস্থিতি স্বীকৃত হয়।

এক্ষণে আমরা তর্কশাস্ত্রের বিষয়ের অর্থাৎ প্রমাণের আলোচনা করিব। পূর্ব্বোক্ত প্রসঙ্গনিচয়ের অর্থের বিশ্লেষণ করা গিয়াছে, এক্ষণে সে সকল কিরূপে প্রমাণ বা খণ্ডিত প্রমাণ হয়, তাহার তত্ত্বাবধানে আমরা প্রবৃত্ত হইব।

কোন ঘটনার অব্যবহিত অনুগমন হেতু যদি আমরা নির্দ্দিষ্ট দ্বিতীয় ঘটনার সত্যতায় বিশ্বাস করি তাহা হইলে শেষোক্ত ঘটনাকে সপ্রমাণ ঘটনা বলে। 'অদ্য প্রাতে মেঘ উঠিয়া বৃষ্টি হইয়াছিল,' এস্থলে যদি আমরা নিশ্চয় জানিতে পারি যে 'অদ্য প্রাতে মেঘ উঠিয়াছিল' এবং 'মেঘোদয়ের অব্যবহিত পরেই বৃষ্টি হয়' তাহা হইলে 'অদ্য প্রাতে বৃষ্টি হইয়াছিল' এই ঘটনাটিকে সপ্রমাণ বলিতে হইবে। পূর্ব্বপরিচ্ছেদে আমরা যে সমস্ত প্রসঙ্গের সমালোচনা করিয়াছি, তাহাদিগের অধিকাংশই এই রূপ পূর্ব্বগামী প্রসঙ্গনিচয় হইতে অনুমিত হয়। পূর্ব্বগামী প্রসঙ্গ বা প্রসঙ্গপুঞ্জ হইতে আর একটি প্রসঙ্গকে অনুমিত করণকেই সিদ্ধান্তগ্রহণ বলে।

২। কি কি অবস্থায় অনুমান প্রকৃতিতঃ করা যাইতে পারে তাহার তত্ত্বাবধান করিবার পূর্ব্বে, কতকগুলি কৃত্রিম অনুমান আছে যাহা যথার্থতঃ অনুমান নহে তাহার তত্ত্বাবধান

করা আবশ্যকীয়। কৃত্রিম অনুমান তবে কোন কোন অবস্থায় সম্ভব? যখন আমরা অনুমিত প্রসঙ্গের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পাই যে তাহা যে প্রসঙ্গ হইতে অনুমিত হইয়াছে তাহার পুনরুক্তি মাত্র তখন অনুমিত প্রসঙ্গটী যথার্থ অনুমান বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না। 'মনুষ্য অমর নহে কারণ প্রত্যেক মনুষ্যই মরণাধীন,' এস্থলে 'প্রত্যেক মনুষ্যই মরণাধীন' এই প্রসঙ্গটি হইতে 'মনুষ্য অমর নহে' এই প্রসঙ্গটি যে প্রকৃত অনুমান তাহা বলা যাইতে পারে না, কারণ 'মনুষ্য অমর নহে' এই প্রসঙ্গটি, 'প্রত্যেক মনুষ্যই মরণাধীন' এই প্রসঙ্গের রূপান্তর মাত্র। এস্থলে 'মনুষ্য অমর নহে' প্রসঙ্গটিকে আমরা সপ্রমাণ করিতেছি না। কেবল ইহার রূপান্তর উল্লিখিত করিতেছি মাত্র।

নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বব্যাপক প্রসঙ্গ হইতে একটি বিশেষ প্রসঙ্গের অনুমান করা এইরূপ কৃত্রিম অনুমানের আর একটি উদাহরণ। 'মনুষ্য মরণাধীন' এই হেতু 'কতকগুলি মনুষ্য মরণাধীন,' এস্থলে প্রথম প্রসঙ্গ হইতে দ্বিতীয় প্রসঙ্গকে সিদ্ধান্তরূপে প্রাপ্ত হইতেছি না, কেবল প্রথম প্রসঙ্গে যাহা স্বীকার করিয়াছি তাহার এক অংশমাত্র দ্বিতীয় প্রসঙ্গে স্বীকার করিতেছি। দ্বিতীয় প্রসঙ্গে যাহা স্বীকৃত হইতেছে তাহা প্রথম প্রসঙ্গের অন্তর্গত তাহা প্রথম প্রসঙ্গে অনতিপূর্ব্বে স্বীকৃত হইয়াছে।

এই দুই প্রকার ব্যতীত কৃত্রিম অনুমানের আরও একটি উদাহরণ আছে। পূর্ব্বগামী প্রসঙ্গটি নির্দ্দিষ্ট প্রবাচ্য সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট প্রবচন স্বীকার করিলে, অনুগামী প্রসঙ্গে উক্ত প্রবাচ্য সম্বন্ধে উক্ত প্রবচন সংচিহ্নিত কোন ধর্ম্মের স্বীকার, কৃত্রিম অনুমানের আর একটি উহারণ। 'কপিল মুনি মনুষ্য অতএব কপিল মুনি একটি প্রাণী;' এস্থলে পূর্ব্বগামী প্রসঙ্গে 'কপিল

মুনি' এই প্রবাচ্য সম্বন্ধে 'মনুষ্য' এই প্রবচনটি স্বীকৃত হই-তেছে। 'মনুষ্য' এই নামটি 'বুদ্ধিবৃত্তি', নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকার,' ও 'জীবনীশক্তি' এই ধর্ম্মত্রয়কে সংচিহ্নিত করে; অর্থাৎ প্রাণবিশিষ্টতা 'মনুষ্যত্বের' অন্তর্গত। তবে (কপিল মুনি একটি প্রাণী) এই প্রসঙ্গটি 'কপিল মুনি মনুষ্য' এই প্রসঙ্গের অন্তর্গত; অর্থাৎ অনুগামী প্রসঙ্গটী পূর্ব্বগামী প্রসঙ্গের অন্তর্গত। এস্থলে পূর্ব্বগামী প্রসঙ্গটি নির্দ্দিষ্ট হইলে অনুগামী প্রসঙ্গের আর প্রয়োজন হয় না।

নির্দ্দিষ্ট প্রসঙ্গের বিপরীতকে অস্বীকারকরণ কৃত্রিম অনুমানের আর একটি উদাহরণ। সকল 'মনুষ্যই মরণাধীন অতএব কোন মনুষ্যই অমর নহে', এস্থলে 'মনুষ্য অমর' এই প্রসঙ্গটি সকল 'মনুষ্যই মরণাধীন' এই প্রসঙ্গের বিপরীত। আর 'মনুষ্য অমর নহে,' এই প্রসঙ্গটী 'মনুষ্য অমর' এই প্রসঙ্গটিকে অস্বীকার করিতেছে। 'মনুষ্য অমর নহে' বা 'মনুষ্য অন—অমর' বলিলে বুঝায় যে 'মনুষ্য মরণাধীন' এবং এই ঘটনাটি আমাদিগের উদাহরণের পূর্ব্বগামী প্রসঙ্গ দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে। অতএব 'মনুষ্য অমর নহে' এই অনুগামী প্রসঙ্গটী 'সকল মনুষ্য মরণাধীন' এই পূর্ব্বগামী প্রসঙ্গ হইতে কিছু নূতন অনুমান হয়। অনুগামী প্রসঙ্গটি পূর্ব্বগামী প্রসঙ্গের রূপান্তর মাত্র।

অবাস্তব অনুমানের উপরোল্লিখিত উদাহরণপুঞ্জ ব্যতীত, আরও একসম্প্রদায় উদাহরণ আছে। প্রসঙ্গে প্রবাচ্য ও প্রবচনের উভয়তঃ স্থান পরিবর্ত্তন, এইরূপ অবাস্তব অনুমানের একটি প্রধান উদাহরণ। স্থানপরিবর্ত্তন কাহাকে বলে? নির্দ্দিষ্ট প্রসঙ্গে প্রবাচ্যের স্থানে প্রবচন ও প্রবচনের স্থানে প্রবাচ্য স্থাপিত হইলে যে নূতন প্রসঙ্গটি উৎপন্ন হয়, তাহার ও পুরাতন

প্রসঙ্গের কোন অর্থ বৈলক্ষণ্য হয় না। 'মনুষ্য মরণাধীন' একটি প্রসঙ্গ, ইহার প্রবচনের পরিমাণ নির্ণীত করিলে, 'মনুষ্য কতকগুলি মরণাধীন সৎ' এই প্রসঙ্গটি পাওয়া যায়। এক্ষণে প্রবচন (কতকগুলি মরণাধীন সৎ) প্রবাচ্যের (মনুষ্য) স্থানে ও প্রবচনের স্থানে প্রবাচ্য স্থাপিত হইলে,—'কতকগুলি মরণাধীন সৎ মনুষ্য' এই নূতন প্রসঙ্গটী পাওয়া যায়। আর পরীক্ষা করিলে 'মনুষ্য কতকগুলি মরণাধীন সৎ' ও 'কতকগুলি মরণাধীন সৎ, মনুষ্য' এ প্রসঙ্গদ্বয়ের অর্থে কোন বিভিন্নতাই দৃষ্ট হয় না। নির্দ্দিষ্ট প্রসঙ্গের অর্থকে অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া তাহার প্রবাচ্য স্থানে প্রবচন ও প্রবচনস্থানে প্রবাচ্য স্থাপিত করণকে স্থানপরিবর্ত্তন বলে।

স্থানপরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে প্রসঙ্গটীর প্রবচনের পরিমাণ নির্ণীত করা আবশ্যক, কারণ আমরা যতদূর দেখিয়াছি প্রসঙ্গ সমূহের প্রবাচ্যে পরিমাণটি সর্ব্বদাই নির্ণীত থাকে, এবং স্থানপরিবর্ত্তনে প্রবচনকে প্রবাচ্যের স্থানে স্থাপিত করিলে প্রবচনটী প্রবাচ্য হইয়া যায়। অতএব প্রবাচ্যের স্থানে প্রবচনকে স্থাপিত করিবার পূর্ব্বে প্রবচনের (অর্থাৎ ভাবী প্রবাচ্যের) পরিমাণটি নির্ণীত করা সম্যক্ আবশ্যক, কারণ প্রসঙ্গের প্রবাচ্যের পরিমাণ না নির্দ্দিষ্ট হইলে অভিপ্রেত অর্থ ব্যক্ত না হইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে আমরা স্থানপরিবর্ত্তনের আরও কতকগুলি উদাহরণের সমালোচনা করিব। 'যুদ্ধ দুঃখজনক' এক প্রসঙ্গ, ইহার প্রবাচ্য সর্ব্বব্যাপক কিন্তু প্রবচনটী বিশেষ, অতএব প্রবচনের পরিমাণ নির্ণীত করা আবশ্যক। পরিমাণ নির্ণীত হইলে প্রসঙ্গটি 'যুদ্ধ কতক দুঃখজনক সৎ' হয়। এক্ষণে স্থান পরিবর্ত্তনের নিয়মে 'যুদ্ধ কতক দুঃখজনক সৎ'—প্রসঙ্গটী কতক দুঃখজনক সৎ যুদ্ধ' এই হইয়া যায়। কিন্তু যুদ্ধ কতক

দুঃখজনক সৎ' ও কতক 'দুঃখজনক সৎ যুদ্ধ' এই প্রসঙ্গদ্বয়ের অর্থবিভিন্নতা নাই। 'শাস্তি দুঃখজনক নহে' অর্থাৎ 'শাস্তি অদুঃখজনক সৎ' এই প্রসঙ্গের প্রবাচ্যের (অদুঃখজনক সৎ) পরিমাণ নির্ণীত হইলে প্রসঙ্গটি 'শাস্তি কতক দুঃখজনক সৎ' হয়। তৎপরে স্থানপরিবর্ত্তনে প্রসঙ্গটি 'কতক অদুঃখজনক সৎ শাস্তি' হয়। আর 'শাস্তি কতক অদুঃখজনক সৎ' অর্থাৎ শাস্তি দুঃখজনক সৎ নহে' ও 'কতক অদুঃখজনক সৎ শাস্তি' এই প্রসঙ্গদ্বয় সমার্থক। 'কতকগুলি মনুষ্য জ্ঞানী' একটি প্রসঙ্গ; ইহার প্রবচনের পরিমাণ নির্ণীত হইলে প্রসঙ্গটি 'কতকগুলি মনুষ্য কতকগুলি জ্ঞানী সৎ' হয়, এবং স্থান পরিবর্ত্তনে প্রসঙ্গটী 'কতকগুলি সৎ কতকগুলি জ্ঞানী মনুষ্য' হইয়া যায়, ও 'কতকগুলি মনুষ্য জ্ঞানী' আর 'কতকগুলি জ্ঞানী সৎ, কতকগুলি মনুষ্য' এই প্রসঙ্গদ্বয় সমার্থক। 'কতকগুলি মনুষ্য অজ্ঞান' এই প্রসঙ্গটি স্থানপরিবর্ত্তনে 'কতকগুলি অজ্ঞান সৎ কতকগুলি মনুষ্য' হইলে, প্রসঙ্গদ্বয়ের অর্থে কোন বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না।

উপরোল্লিখিত উদাহরণনিচয় হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে কোন প্রসঙ্গে স্থানপরিবর্ত্তন নিয়মটী প্রয়োগ করিলে যে নূতন প্রসঙ্গ উৎপন্ন হয় তাহা প্রথমোক্ত প্রসঙ্গের সহিত অবশ্য সমার্থক হইবে। সেই স্থান পরিবর্ত্তনজনিত প্রসঙ্গটি প্রথম প্রসঙ্গের রূপান্তর মাত্র হওয়ায় কোন নূতন কথা ব্যক্ত করে না। অতএব স্থানপরিবর্ত্তনজনিত প্রসঙ্গটী যে মূল প্রসঙ্গ হইতে প্রকৃত অনুমান তাহা আমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যাহাকে আমরা অবাস্তব অনুমান বলিয়া বিবরিত করিতেছি তাহা যে অনুমান নহে, তাহা যে প্রসঙ্গের অর্থের তত্ত্ব করিলে জানা যায়, ইহা এই পুস্তকের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। 'মনুষ্য

মবণাধীন' বলিলে বুঝায় যে 'মনুষ্য' নামটীর দ্বারা সংচিহ্নিত ধর্ম্মবৃন্দের সঙ্গে সর্ব্বদাই 'মরণাধীন' নামটির দ্বারা সংচিহ্নিত ধর্ম্মবৃন্দকে দেখিতে পাওযা যায়, এক্ষণে আমরা যতদূর জানি তাহাতে আমাদিগের বিশ্বাস এই যে 'মরণাধীন' নামটীর সংচিহ্নিত ধর্ম্মবৃন্দ উপস্থিত না থাকিলে 'মনুষ্য' নাম সংচিহ্নিত ধর্ম্মবৃন্দ উপস্থিত থাকে না। এক্ষণে 'মনুষ্য মরণাধীন, এই এই প্রসঙ্গে স্থান পরিবর্ত্তনের নিযম প্রয়োগ হইলে প্রসঙ্গটিকে 'কতকগুলি মরণাধীন সৎ, মনুষ্য' হয়। এস্থলেও দেখিতে গেলে 'মবণাধীন' নাম সংচিহ্নিত ধর্ম্মবৃন্দ 'মনুষ্য' নাম সংচিহ্নিত ধর্ম্মবৃন্দের যে আনুসঙ্গিক তাহাই বুঝায়।

এক্ষণে আমরা অবাস্তব অনুমানেব আর একটি প্রধান ভাগেব সমালোচনা করিব। গাণিতিক তত্ত্বে যে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব আছে যাহা কেবল মানবজাতির বহুদর্শন দ্বাবা মাত্র প্রমিত হয়, সেইরূপ তর্কশাস্ত্রেও কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব আছে যাহারা প্রমাণ জন্য বহুদর্শন মাত্রেব উপব সম্যক্ নির্ভর করে—সে সকলের বহুদর্শন ব্যতীত, অন্য কোন প্রমাণ নাই। আমবা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি প্রত্যেক প্রসঙ্গে প্রবাচ্য সম্বন্ধে কিছু স্বীকৃত হয়। যদি নির্দ্দিষ্ট প্রসঙ্গে প্রবাচ্য সম্বন্ধে প্রবচনটি স্বীকৃত হয় তাহাহইলে প্রসঙ্গটীকে স্বীকারবাচক বলা যায়। আব যদি নির্দ্দিষ্ট প্রসঙ্গে প্রবাচ্য সম্বন্ধে প্রবচনটি ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত সৎ স্বীকৃত হয় তাহাহইলে প্রসঙ্গটীকে অস্বীকাব-বাচক প্রসঙ্গ বলে। 'মনুষ্য মরণাধীন' এই প্রসঙ্গে 'মনুষ্য' প্রবাচ্য সম্বন্ধে 'মরণাধীন' প্রবচন স্বীকৃত হইতেছে, অতএব প্রসঙ্গটি স্বীকারবাচক। 'মনুষ্য মরণাধীন নাহ' অর্থাৎ 'মনুষ্য অমব' এই প্রসঙ্গে 'মনুষ্য' প্রবাচ্য সম্বন্ধে 'মবণাধীন' প্রবচন ব্যতীত অন্যান্য সৎ স্বীকৃত হই হুছে, অতএব প্রসঙ্গটী অস্বীকার

বাচক। আবার প্রসঙ্গ হয় সর্ব্বব্যাপক, নয় বিশেষ, নয় এক-বাচক হইবে। আমরা এইমাত্র যে উদাহরণদ্বয় দেখিলাম তাহারা উভয়েই সর্ব্বব্যাপক অর্থাৎ উভয়েই পরিমাণে সমান, কিন্তু তন্মধ্যে একটি স্বীকারবাচক, আর অপরটী অস্বীকারবাচক; একটী নির্দ্দিষ্ট প্রবাচ্য সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট প্রবচন স্বীকার করিতেছে, আর অপরটি সেই প্রবাচ্য সম্বন্ধে সেই প্রবচন ব্যতীত অন্যান্য সংলিচয় স্বীকার করিতেছে। 'মনুষ্য মরণাধীন' এই প্রসঙ্গটী স্বীকারবাচক, আর 'মনুষ্য মরণাধীন নহে' এই প্রসঙ্গটী 'মনুষ্য মরণাধীন' এই প্রসঙ্গের অস্বীকারবাচক প্রসঙ্গ, কারণ 'মনুষ্য মরণাধীন নহে' এই প্রসঙ্গটি 'মনুষ্য মরণাধীন' এই প্রসঙ্গটীকে অস্বীকার করে। তবে কোন স্বীকারবাচক প্রসঙ্গ যদি সত্য হয়, তাহাহইলে তাহার অস্বীকারবাচক প্রসঙ্গ অবশ্যই মিথ্যা হইবে। তবে স্বীকারবাচক প্রসঙ্গ ও তাহার অস্বীকার-বাচক প্রসঙ্গ একেবারে উভয়ই সত্য হইতে পারে না। এই দুইয়ের মধ্যে একটি সত্য হইলে অপরটি অবশ্যই মিথ্যা হইবে।

আমরা যে উদাহরণ দেখিলাম তাহাতে বিপক্ষ প্রসঙ্গদ্বয় পরিমাণে সমান। 'মনুষ্য মরণাধীন' হয় এই প্রসঙ্গটি সত্য হইবে, নয়, 'মনুষ্য মরণাধীন নহে' এই প্রসঙ্গটী সত্য হইবে, এস্থলে উভয় প্রসঙ্গই সর্ব্বব্যাপক, অতএব পরিমাণে উভয়ই সমান। যদি কোন স্বীকারবাচক প্রসঙ্গ ও তাহার অস্বীকার-বাচক প্রসঙ্গ উভয়েই পরিমাণে সর্ব্বব্যাপক হয়, তাহাহইলে তর্কশাস্ত্রে এই প্রসঙ্গযুগ্মকে বিপরীত বলে অর্থাৎ একটি প্রসঙ্গ অপরটির বিপরীত। 'মনুষ্য মরণাধীন' ও 'মনুষ্য মরণাধীন নহে' এই প্রসঙ্গদ্বয়ের একটী অপরটির বিপরীত। এই প্রসঙ্গ-দ্বয়ের উভয়েই সত্য হইতে পারে না, কারণ, একটি অপরটির অসত্যতা দেখাইয়া দিতেছে। যদি 'মনুষ্য মরণাধীন' এই

প্রসঙ্গটী সত্য হয় তাহা হইলে 'মনুষ্য মরণাধীন নহে' এই প্রসঙ্গটি অবশ্যই মিথ্যা হইবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গদ্বয়েবব উভয়েই মিথ্যা হইতে পাবে। 'কতকগুলি মনুষ্য মবণাধীন' এই প্রসঙ্গটি সত্য হইলে উল্লিখিত বিপরীত প্রসঙ্গদ্বয়েব উভয়-কেই মিথ্যা হইতে হইবে। 'কতকগুলি মনুষ্য মবণাধীন' এই প্রসঙ্গটি সত্য হইলে, আব 'কতকগুলি মনুষ্য মরণাধীন নহে' এই প্রসঙ্গটিও সত্য হইতে পাবে। অতএব 'কতকগুলি মনুষ্য মবণাধীন' এই প্রসঙ্গটি 'কতকগুলি মনুষ্য মবণাধীন, আর কতকগুলি মনুষ্য মবণাধীন নহে' এই প্রসঙ্গেব সহিত তুল্যার্থ। কিন্তু 'কতকগুলি মনুষ্য মবণাধীন ও আব কতকগুলি মবণা-ধীন নহে' এই প্রসঙ্গটি সত্য হইলে 'মনুষ্য মবণাধীন' ও 'মনুষ্য মবণাধীন নহে' এ প্রসঙ্গযুগ্মেব প্রত্যেকেই মিথ্যা হইল। 'মনুষ্য মবণাধীন' ও 'মনুষ্য মবণাধীন নহে' এই প্রসঙ্গদ্বয় যেন দুইটি শেষ সীমা আব 'কতকগুলি মনুষ্য মরণা-ধীন ও আব কতকগুলি নহে' এই প্রসঙ্গটি যেন উক্ত সীমাদ্বয়েব অন্তবরাশি। এক্ষণে দেখা গেল যে, যেখানে দুইটী প্রসঙ্গেব বৈপরীত্যমাত্র দৃষ্ট হয়, সেখানে এইরূপ একটী অন্তর্ব্বাক্য সম্ভব। প্রতিযোগী প্রসঙ্গযুগ্ম যদি পরিমাণে সর্ব্বব্যাপক হয়, তাহাহইলে এইরূপ প্রতিযোগিতাকে বৈপবীত্য বলা যায়। প্রসঙ্গযুগ্মেব বৈপবীত্য সম্বন্ধ থাকিলেই একটী অন্তর্ব্বাক্য সম্ভব, ও উক্ত প্রসঙ্গযুগ্মেব উভয়েই মিথ্যা হইতে পাবে। আব তন্মধ্যে যদি একটি প্রসঙ্গ সত্য হয় তাহাহইলে অপবটি অবশ্যই মিথ্যা হইবে, কিন্তু প্রসঙ্গযুগ্মেব উভয়েই সত্য হইতে পারে না।

বৈপবীত্য ব্যতীত আবও একপ্রকার প্রতিযোগিতা আছে। আমরা দেখিলাম যে, বিপবীত প্রসঙ্গযুগ্মেব উভয়েই সর্ব্ব-

ব্যাপক। কিন্তু এমত ঘটিতে পারে যে প্রতিযোগী প্রসঙ্গযুগ্মের মধ্যে একটি বিশেষ ও অপরটি সর্ব্বব্যাপক। এরূপ প্রতিযোগী প্রসঙ্গদ্বয়কে প্রতিকূল বলে, অর্থাৎ একটী প্রসঙ্গ অপরটির প্রতিকূল। 'মনুষ্য মরণাধীন' ও 'কতকগুলি মনুষ্য মরণাধীন নহে' এই প্রসঙ্গযুগ্ম প্রতিকূল প্রসঙ্গের উদাহরণ। 'মনুষ্য মরণাধীন' এ প্রসঙ্গটি সর্ব্বব্যাপক কিন্তু 'কতকগুলি মনুষ্য মরণাধীন নহে' এ প্রসঙ্গটি বিশেষ। প্রতিকূলত্বের একটি প্রধান ধর্ম্ম এই যে যদিও প্রসঙ্গযুগ্মের উভয়েই সত্য হইতে পারে না তথাপি উভয়েই মিথ্যাও হইতে পারে না। 'মনুষ্য মরণাধীন' এই প্রসঙ্গটি সত্য হইলে 'কতকগুলি মনুষ্য মরণাধীন নহে' এই প্রসঙ্গটি অবশ্যই মিথ্যা হইবে। আর 'মনুষ্য মরণাধীন' এই প্রসঙ্গটী যদি মিথ্যা হয়, তাহাহইলে 'কতকগুলি মনুষ্য মরণাধীন নহে' অন্ততঃ এই প্রসঙ্গটী সত্য হইবে। তবে প্রতিকূলত্ব ও বৈপরীত্যে এই প্রভিন্নতা যে বিপরীত প্রসঙ্গযুগ্মের উভয়েই মিথ্যা হইতে পারে কিন্তু প্রতিকূল প্রসঙ্গযুগ্মের উভয়েই মিথ্যা হইতে পারে না। প্রতিকূলত্ব ও বৈপরীত্যে সাদৃশ্য লক্ষণ এই যে বিপরীত প্রসঙ্গযুগ্মের উভয়েই সত্য হইতে পারে না, যুগ্মের একটি সত্য হইলে অপরটীকে মিথ্যা হইতেই হইবে, আর প্রতিকূল প্রসঙ্গযুগ্মেরও সেইরূপ একটি সত্য হইলে অপরটি অবশ্যই মিথ্যা হইবে। আমরা দেখিয়াছি যে বিপরীত প্রসঙ্গযুগ্মের উভয়েই মিথ্যা হইতে পারে কারণ উক্ত যুগ্মের স্থানে অন্য একটি প্রসঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে—অর্থাৎ উক্ত যুগ্মের একটি অন্তর্ব্বাক্য আছে। কিন্তু প্রতিকূল প্রসঙ্গযুগ্ম তদ্রূপ নহে। প্রতিকূল প্রসঙ্গযুগ্মের অন্তর্ব্বাক্য একেবারে অসম্ভব, কারণ প্রতিকূল প্রসঙ্গযুগ্মের একটি মিথ্যা হইলে অপরটিকে সত্য হইতেই হইবে; প্রতিকূল প্রসঙ্গ

যুগ্মের উভয়েই কখন মিথ্যা হইতে পারে না। তবে বিপরীত প্রসঙ্গযুগ্মের উভয়েই মিথ্যা হইলে একটি অন্তর্বাক্য সম্ভব, আর প্রতিকূল প্রসঙ্গযুগ্মের উভয়েই মিথ্যা হইতে না পারায় অন্তর্বাক্য অসম্ভব।

বৈপরীত্য প্রসঙ্গযুগ্মের প্রত্যেকে অপরটী হইতে কেবল একমাত্র ধর্ম্মহেতু ভিন্ন। বৈপরীত্যে একটি প্রসঙ্গ অপরটীর অস্বীকারবাচক। কিন্তু প্রতিকূলত্বে প্রসঙ্গযুগ্মের প্রত্যেকে অপরটী হইতে দুইটী ধর্ম্মহেতু ভিন্ন। একটি প্রসঙ্গ অপরটি অস্বীকার করে এবং পরিমাণেও অপরটী হইতে ভিন্ন। বৈপরীত্যে উভয় প্রসঙ্গের পরিমাণ এক অর্থাৎ উভয়েই সর্ব্বব্যাপক। কিন্তু প্রতিকূলত্বে তাহা নহে—একটী সর্ব্বব্যাপক ও অপরটী বিশেষ।

কোন কোন সময়ে বৈপরীত্যে ও প্রতিকূলত্বে কোন বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না। প্রসঙ্গযুগ্ম একবাচক হইলে বিপরীত ও প্রতিকূল এক হইয়া পড়ে। 'রাম এখানে আছে' 'রাম এখানে নাই' এস্থলে কোন অন্তর্বাক্য সম্ভব নহে অতএব প্রসঙ্গযুগ্মকে প্রতিকূল বলিতে হইবে। আবার একটি প্রসঙ্গ অপরটির বিপরীত। অতএব এই প্রসঙ্গযুগ্ম বিপরীত ও প্রতিকূল।

বৈপরীত্য প্রতিকূলত্ব, প্রসঙ্গসমূহের প্রতিযোগিতার দুইটী প্রধান রূপ। কোন কোন পণ্ডিতেরা আরও একপ্রকার প্রতিযোগিতা বিবরিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে স্বীকারবাচক প্রসঙ্গ ও তদীয় অস্বীকারবাচক প্রসঙ্গে যে সম্বন্ধ আছে তাহাও একপ্রকার প্রতিযোগিতা সম্বন্ধ। 'কতকগুলি মনুষ্য মরণাধীন' ও 'কতকগুলি মনুষ্য মরণাধীন নহে' এই প্রসঙ্গযুগ্মে বিশেষ কোন প্রতিযোগিতা দৃষ্ট হয় না, কারণ

উভয়েই সত্য হইতে পারে, এবং প্রতিযোগিতার একটী প্রধান নিয়ম এই যে প্রতিযোগী প্রসঙ্গযুগ্ম উভয়েই সত্য হইতে পারে না, একটি সত্য হইলে অপরটি অবশ্যই মিথ্যা হইবে। কিন্তু এস্থলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে এই প্রসঙ্গযুগ্মের উভয়েই মিথ্যা হইতে পারে না। ইহাদিগের মধ্যে একটিকে সত্য হইতেই হইবে, এবং এই হেতু এই সম্বন্ধটিকে প্রতিযোগিতার তালিকায় স্থান দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই সম্বন্ধটি ঠিক প্রতিযোগী সম্বন্ধ না হওয়ায় ইহাকে আমরা 'অধিবিপরীত' নাম প্রদান করিলাম।

সর্ব্বব্যাপক প্রসঙ্গের সহিত তদন্তর্গত বিশেষ প্রসঙ্গের অধীনত্ব সম্বন্ধ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, অতএব তদ্বিষয়ে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজনীয়।

প্রতিযোগিতার সমচতুর্ভুজ আকার অঙ্কিত করিবার পূর্ব্বে কতকগুলি সঙ্কেত আবশ্যক।

'ব্যা' এই সঙ্কেত দ্বারা স্বীকারবাচক সর্ব্বব্যাপক প্রসঙ্গ বুঝিতে হইবে। 'মনুষ্য মরণাধীন' একটি 'ব্যা'।

'অ—ব্যা' এই সঙ্কেত দ্বারা অস্বীকারবাচক সর্ব্বব্যাপক প্রসঙ্গ বুঝিতে হইবে। 'মনুষ্য মরণাধীন নহে' একটী 'অ—ব্যা'।

'বি' এই সঙ্কেত দ্বারা স্বীকারবাচক বিশেষ প্রসঙ্গ বুঝিতে হইবে। 'কতকগুলি মনুষ্য মরণাধীন' একটি 'বি'।

'অ—বি' এই সঙ্কেত দ্বারা অস্বীকারবাচক বিশেষ প্রসঙ্গ বুঝিতে হইবে। 'কতকগুলি মনুষ্য মরণাধীন নহে' একটি 'অ-বি'।

প্রতিযোগিতার সাধারণ চতুর্ভুজ

অর্থাৎ—

৪। আমরা অপ্রকৃত অনুমানের প্রায় সমস্ত উদাহরণের পর্য্যালোচনা শেষ করিলাম। এক্ষণে প্রকৃত অনুমানের প্রকৃত পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

প্রকৃত অনুমান দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে—উন্নয়ন ও অবনয়ন। কতকগুলি বিশেষ বা অপর সামান্য প্রসঙ্গ হইতে একটি পরসামান্য প্রসঙ্গ অনুমিত করণকে উন্নয়ন বলে। আর কতকগুলি পরসামান্য প্রসঙ্গ হইতে একটী অপরসামান্য বা বিশেষ প্রসঙ্গ অনুমিত করণকে অবনয়ন বলে। এই দুই প্রকার অনুমান ভিন্ন আরও একপ্রকার অনুমান আছে, তাহা এ দুইয়ের অন্তর্গত নহে এবং বাস্তবিক ধরিতে গেলে তাহা এই দুই প্রকার অনুমানের উভয়েরই ভিত্তিস্বরূপ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ন্যায়াবয়ব।

১। এই পুস্তকে আমরা অনুমানের অবনয়ন বিভাগটি মাত্র বিবরিত করিব। পূর্ব্বাধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে পরসামান্য প্রসঙ্গনিচয় হইতে বিশেষ বা অপরসামান্য প্রসঙ্গ অনুমিত করার নাম অবনয়ন। এই অবনয়ন কার্য্য ব্যক্ত করিবার যে এক প্রথা আছে তদ্দ্বারা এই প্রকার অনুমানের প্রত্যেক কার্য্য সাতিশয় স্পষ্টরূপে বিবৃত হইতে পারে, এবং এই অনুমান কার্য্যটী অদুষ্ট কিনা, তাহা আমরা অপেক্ষাকৃত সহজে জানিতে পারি। এই প্রথাকে ন্যায়াবয়বের প্রথা বলে। ন্যায়াবয়বের সহায়ে নির্দ্দিষ্ট অনুমানের প্রত্যেক বিভাগ সমুচিত বিশদরূপে বিবৃত হইলে, উক্ত অনুমানটী অদুষ্ট কি না তাহা জানা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া পড়ে। 'মানসিক শিক্ষার জন্য গাণিতিক-তত্ত্ব প্রয়োজনীয়' 'কারণ সমস্ত বিজ্ঞানই মানসিক শিক্ষার

নিমিত্ত প্রয়োজনীয়' এস্থলে প্রথম প্রসঙ্গটী একটি অনুমান আর দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি সেই অনুমান সমর্থন পক্ষে প্রমাণ। কিন্তু এই অনুমানে ও প্রমাণে যে সম্বন্ধ আছে তাহা এই প্রসঙ্গদ্বয় হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে না। আর অনুমানে ও প্রমাণে যে একটী সম্বন্ধ আছে তাহার কোন সন্দেহ নাই, কারণ তাহা না থাকিলে একটি প্রসঙ্গ অপরটী হইতে কোন ক্রমেই অনুমিত হইতে পারিত না। 'মানসিক শিক্ষার নিমিত্ত গাণিতিকতত্ত্ব প্রয়োজনীয়' কারণ 'সমস্ত বিজ্ঞানই মানসিক শিক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজনীয়' এই দুইটি প্রসঙ্গে তবে কি সম্বন্ধ আছে? এই দুইটি প্রসঙ্গ অনুমান শৃঙ্খলের দুই শেষ সীমা, তবে ইহাদিগের যোজয়িতা আর একটী প্রসঙ্গ আছে তদ্দ্বারা এই সীমাদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ব্বাচিত হয়—তদ্দ্বারা এই সীমাদ্বয় এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে। 'গাণিতিকতত্ত্ব একটি বিজ্ঞান' এই প্রসঙ্গটি উপরোক্ত প্রসঙ্গদ্বয়কে এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতেছে।

সমস্ত বিজ্ঞানই মানসিক শিক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় (১)
গাণিতিকতত্ত্ব একটী বিজ্ঞান .. (২)
অতএব গাণিতিকতত্ত্ব মানসিক শিক্ষার নিমিত্ত
প্রয়োজনীয় ... .. (৩)

প্রথম প্রসঙ্গটী একটি পরসামান্য প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি একটী বিশেষ প্রসঙ্গ, কিন্তু প্রসঙ্গটি নির্দ্দেশ করিতে গেলে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রসঙ্গদ্বয়ের উভয়ই সাতিশয় প্রয়োজনীয় হয়। তন্মধ্যে একটিকেও ছাড়া যায় না। অবনয়ন কার্য্যটি তবে এই রূপে বিবৃত হইলেই সাতিশয় স্পষ্ট ও সহজ হইয়া পড়ে। আর অবনয়ন কার্য্যের এই রূপকেই ন্যায়াবয়ব বলে। তবে

অবনয়ন অনুমানের বিশদতর, ও সর্ব্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ আকার-কেই ন্যায়াবয়ব বলা যায়।

আমরা যাহাকে ন্যায়াবয়ব বলিয়া বর্ণিত করিলাম সংস্কৃত ন্যায়ে তাহাকে অবয়বত্রয় বলে। আমাদিগের ন্যায়াবয়বে যে তিনটী প্রসঙ্গ প্রয়োজনীয় তন্মধ্যে প্রথমটিকে সংস্কৃত ন্যায়ে উদাহরণ ও দ্বিতীয়টিকে উপনয় বলে। আমরা ন্যায়াবয়ব কথাটীর অর্থের সীমাবর্দ্ধন করিয়াছি তাহার কারণ এই যে যাহাকে আমরা ন্যায়াবয়ব নাম প্রদান করিয়াছি তাহা সমস্ত ন্যায়ের একটী অবয়ব মাত্র এবং তদ্ভিন্ন ন্যায়ের আরও দুইটি অবয়ব (উন্নয়ন ও আর এক প্রকার অনুমান) আছে উহা সংস্কৃত নৈয়ায়িকেরা বিদিত ছিলেন না। আবার ন্যায়াবয়বকে অবয়বত্রয় নাম প্রদান করিলে প্রয়োজনীয় তিনটি প্রসঙ্গের প্রত্যেকে ন্যায়ের একটী অবয়ব অর্থাৎ অঙ্গ হইল, কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা ন্যায়ের অঙ্গ নহে প্রত্যঙ্গ মাত্র। আর অবনয়ন, ন্যায়াবয়ব দ্বারা ব্যতীত সম্পূর্ণ প্রকটিত হইতে পারে না, অতএব অনেক সময়ে 'অবনয়ন' ও 'ন্যায়াবয়ব' এই পদদ্বয় তুল্যার্থ রূপে ব্যব হৃত হইয়া থাকে, তজ্জন্য 'অবয়বত্রয়' নামাপেক্ষা 'ন্যায়াবয়ব' নামটী যোগ্যতর। ন্যায়াবয়বের উপকরণ প্রসঙ্গত্রয়ের মধ্যে প্রথম প্রসঙ্গটিকে সংস্কৃত নৈয়ায়িকেরা 'উদাহরণ' নাম দিয়া থাকেন, কিন্তু উক্ত প্রসঙ্গের সহিত তাঁহারা বস্তুতঃ একটি উদাহরণও দেন, আর আমরা নিষ্প্রয়োজন বশতঃ সেই উদাহরণ ব্যবহার করিব না, অতএব ন্যায়াবয়বের প্রথম প্রসঙ্গকে আমরা উদাহরণ নাম দিব না। আমাদের মতে এই প্রসঙ্গটীকে মুখ্য উপাদান বলিলে ভাল হয়, কারণ ইহা নির্দ্দিষ্ট ন্যায়াবয়বের মুখ্য উপাদানই বটে।

ন্যায়াবয়বের দ্বিতীয় উপকরণ প্রসঙ্গটিকে সংস্কৃত নৈয়ায়ি-

কেরা 'উপনয়' নাম প্রদান করিয়াছেন। এই নামটি সাতিশয় যোগ্য হইয়াছে। আমরাও উক্ত প্রসঙ্গকে 'উপনয়' নামে উল্লিখিত করিব।

ন্যায়াবয়বের তৃতীয় বা শেষ উপকরণ প্রসঙ্গকে আমরা 'সিদ্ধান্ত' নাম প্রদান করিলাম, কারণ উহা মুখ্য উপাদান ও উপনয় এই দুইটি প্রসঙ্গ হইতে অনুমান বা সিদ্ধান্ত মাত্র।

আমরা ইতিপূর্ব্বে যে ন্যায়াবয়বটির সমালোচনা করিয়াছি তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে প্রত্যেক ন্যায়াবয়বে তিনটি করিয়া উপকরণ প্রসঙ্গ থাকিতে হইবে—মুখ্য উপাদান, উপনয় ও সিদ্ধান্ত। এই তিনটি প্রসঙ্গের মধ্যে একটিকে পর-সামান্য প্রসঙ্গ হইতেই হইবে কারণ সিদ্ধান্তের অপেক্ষা পর-সামান্য একটী প্রসঙ্গ না থাকিলে ন্যায়াবয়বই হইল না ও তন্নিবন্ধন অনুমানটীকে অবনয়ন বলা যাইতে পারে না। তবে নির্দ্দিষ্ট ন্যায়াবয়বের মুখ্য উপাদানটী একটী পরসামান্য প্রসঙ্গ ও উপনয় একটি বিশেষ বা অপরসামান্য প্রসঙ্গ হইতেই হইবে। আর তাহা না হইলে সিদ্ধান্তটি অবনয়ন মতে সিদ্ধ হইল না।

২। প্রত্যেক ন্যায়াবয়ব তবে তিনটী প্রসঙ্গে বিরচিত—মুখ্য উপাদান, উপনয় ও সিদ্ধান্ত। কিন্তু সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গের মুখ্য বিভাগদ্বয় (অর্থাৎ প্রবাচ্য ও প্রবচন) উপাদান ও উপনয় প্রসঙ্গদ্বয় হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে।

মনুষ্য মরণাধীন—মুখ্য উপাদান
কপিলমুনি মনুষ্য—উপনয়
কপিলমুনি মরণাধীন—সিদ্ধান্ত

এই ন্যায়াবয়বের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গ 'কপিলমুনি—মরণাধীন' এ প্রসঙ্গটির প্রবাচ্য 'কপিলমুনি' ও প্রবচন—'মরণাধীন'। কিন্তু

'কপিলমুনি' এই প্রবাচ্যটি এই ন্যায়াবয়বের উপনয় প্রসঙ্গেরও প্রবাচ্য; আর 'মরণাধীন' এই প্রবচনটি মুখ্য উপাদান প্রসঙ্গেরও প্রবচন। অতএব এক্ষণে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গটির প্রবাচ্য উপনয় প্রসঙ্গ হইতে ও প্রবচন মুখ্য উপাদান প্রসঙ্গ হইতে সংগৃহীত হয়। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট প্রসঙ্গে দুইটি নাম সংস্থাপিত হইলে তাহাদিগের যে কোন সম্বন্ধ আছে তাহা বুঝায়। 'কপিলমুনি মরণাধীন' এই প্রসঙ্গে 'কপিলমুনি' ও 'মরণাধীন' এই নামদ্বয়ের যে কোন একটি পরস্পর সম্বন্ধ আছে তাহা বুঝাইতেছে। কিন্তু সেই সম্বন্ধ কি রূপে নির্ব্বাচিত হইতেছে? কোন নাম সেই সম্বন্ধকে নির্ব্বাচিত করিতেছে? এই ন্যায়াবয়বে তিনটী মাত্র প্রসঙ্গ আছে, তন্মধ্যে একটি সিদ্ধান্ত আর অপর দুইটি ভূমিকা প্রসঙ্গ; অর্থাৎ অপর দুইটির উপর সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গটি স্থাপিত। ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয়ের মধ্যে মুখ্য উপাদান প্রসঙ্গের যে প্রবচন, তাহাই সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গের প্রবচন, আর উপনয় প্রসঙ্গের যে প্রবাচ্য তাহাই সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গের প্রবাচ্য। কিন্তু উক্ত ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয়কে একত্রিত করিলে দেখা যায় যে এই দুইটি নাম ছাড়া আরও একটি নাম উক্ত প্রসঙ্গদ্বয়ের উভয়েরই অন্তর্ন্যস্ত আছে। 'মনুষ্য মরণাধীন' ও 'কপিলমুনি মনুষ্য' এই দুইটি প্রসঙ্গকে একত্রিত করিলে দেখা যায় যে 'কপিলমুনি' ও 'মরণাধীন এই নামদ্বয় ব্যতীত আর একটী নাম অর্থাৎ 'মনুষ্য' এই দুইটী প্রসঙ্গের উভয়েরই অন্তর্ন্যস্ত আছে। এই নামটি সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে দৃষ্ট হয় না কিন্তু এই নামটীই 'কপিলমুনি ও মরণাধীন' এই নামদ্বয়ের (অর্থাৎ সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গের প্রবাচ্যের ও প্রবচনের) সম্বন্ধ নির্ব্বাচন করে।

তবে প্রত্যেক ন্যায়াবয়বে তিনটি মাত্র নাম প্রয়োজনীয়;

সিদ্ধান্তের প্রবাচ্য, সিদ্ধান্তের প্রবচন আর এই দুই নামের সম্বন্ধ নির্ব্বাচক নাম যাহা সিদ্ধান্তে দৃষ্ট হয় না। সিদ্ধান্তের প্রবচনটি প্রবাচ্য অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপ্তিশীল তন্নিবন্ধন উক্ত প্রবচনকে ন্যায়াবয়বের 'প্রধান নাম' বলা যায়। সিদ্ধান্তের প্রবাচ্যটি প্রবচন অপেক্ষা ব্যাপ্তিশীলতায় ন্যূন হওয়ায় উহাকে ন্যায়াবয়বের 'অপ্রধান নাম' বলা যায়। আর এই দুই নামের সম্বন্ধ নির্ব্বাচক নামটী যাহা কেবল ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয়ে মাত্র দৃষ্ট হয় এবং যাহা উক্ত দুই নামের মধ্যবর্ত্তী তাহাকে মধ্যস্থ নাম বলা যায়। আমরা ইতিপূর্ব্বে যে ন্যায়াবয়বটির পরীক্ষা করিলাম তাহাতে 'মনুষ্য' নামটি মধ্যস্থ নাম,কারণ উক্ত নাম সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গের প্রবাচ্য 'কপিলমুনি' ও প্রবচন 'মরণাধীন' এই নামদ্বয়কে এক নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ করিতেছে। আবার 'মনুষ্য' নামটী যে এস্থলে ব্যাপ্তিতেও মধ্যবর্ত্তী তাহার প্রমাণ এই যে 'মরণাধীন সৎ' এই নামটি 'মনুষ্য' এই নামটিকে অন্তর্গত করে, কারণ 'মনুষ্য এবং অন্যান্য অনেক প্রাণী মরণাধীন'। অতএব 'মনুষ্য' নামটি 'মরণাধীন' নামাপেক্ষা ব্যাপ্তিশীলতায় ন্যূন। আবার 'কপিলমুনি ও অন্যান্য অনেক গুলি সৎ' মনুষ্য নামে খ্যাত। অতএব 'মনুষ্য এই নামটি 'কপিলমুনি' নামকে অন্তর্গত করে। অতএব 'কপিলমুনি' নামাপেক্ষা 'মনুষ্য' নামটীর ব্যাপ্তিশীলতা অধিক। তবে সিদ্ধান্তের প্রবাচ্য 'কপিলমুনি' নামাপেক্ষা 'মনুষ্য' নামটি অধিকতর ব্যাপ্তিশীল। আবার সিদ্ধান্তের প্রবচন 'মরণাধীন' নামাপেক্ষা 'মনুষ্য' নামটি ব্যাপ্তিশীলতায় ন্যূনতর। এই জন্য 'মনুষ্য' নামটি 'কপিলমুনি' ও 'মরণাধীন' এই নামদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী। আবার 'মনুষ্য' নামটির দ্বারা সিদ্ধান্তের প্রবাচ্যে ও প্রবচনে যে সম্বন্ধ আছে তাহা নির্ব্বাচিত হইতেছে। অতএব 'মনুষ্য' নামটি এস্থলে 'মধ্যস্থ'

নাম। এই রূপে প্রত্যেক ন্যায়াবয়বে তিনটী করিয়া নাম থাকে, প্রধান নাম, অপ্রধান নাম ও মধ্যস্থ নাম।

বস্তুতঃ প্রত্যেক ন্যায়াবয়বেব ছয়টি করিয়া নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু এই ছয়টী নামের প্রত্যেকটি দুইবার [ব্যবহৃত হওযায় বাস্তবিক ধরিতে গেলে তিনটি মাত্র নাম ব্যবহৃত হয়।

ভূমিকা { ঃ মনুষ্য মবণাধীন—মুখ্য উপাদান
কপিলমুনি মনুষ্য—উপনয়
কপিলমুনি মরণাধীন—সিদ্ধান্ত

এই ন্যাযাবযবে 'মনুষ্য' নামটি (মধ্যস্থ নাম) দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে মুখ্য উপাদানে ও উপনযে, 'মবণাধীন' নামটি (প্রধান নাম) দুই বার ব্যবহৃত হইয়াছে—মুখ্য উপাদানে ও সিদ্ধান্তে, 'কপিলমুনি' নামটী (অপ্রধান নাম) দুইবার, অর্থাৎ উপনযে ও সিদ্ধান্তে, ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব প্রকৃততঃ প্রত্যেক ন্যায়াবযবে তিনটি করিয়া নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মুখ্য উপাদান	মবণাধীন	প্রধান নাম
উপনয়	মনুষ্য	মধ্যস্থ নাম
সিদ্ধান্ত	কপিলমুনি	অপ্রধান নাম।

৩। প্রত্যেক ন্যায়াবয়বে তবে তিনটী প্রসঙ্গ ও তিনটি নাম প্রয়োজনীয়। পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকেবা ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয়ে মধ্যস্থ নামের স্থানানুসারে ন্যায়াবযবনিচয়কে চারিভাগে বিভক্ত করেন। ন্যায়াবয়বেব সবলতম অবস্থায় মধ্যস্থ নামটি মুখ্য উপাদানের প্রবাচ্য ও উপনয়েব প্রবচন হইয়া থাকে। এই অধ্যায়েব প্রারম্ভে আমবা যে ন্যায়াবয়বটিব সমালোচনা করিয়াছি তাহা ন্যায়াবযবের সর্ব্বাপেক্ষা সরল উদাহরণ (কিন্তু

নির্দ্দিষ্ট ন্যায়াবয়বে মধ্যস্থ নামের স্থান, ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয়ের যেখানেই হউক না কেন, স্থানপরিবর্ত্তন ও বিপরীত অস্বীকার করণ, নিয়মদ্বয়ের সাহায্যে সকল ন্যায়াবয়বকেই সবল করা যায়।

অদেব মনুষ্য
সমস্ত রাজা মনুষ্য।

এই দুইটি ভাবী ন্যায়াবয়বের ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয়। এইস্থলে 'মনুষ্য' এই নামটি মধ্যস্থ নাম। প্রকৃত ন্যায়াবয়বে এই মধ্যস্থ নামটি মুখ্য উপাদানের প্রবাচ্য ও উপনয়ের প্রবচন হইবে। কিন্তু এস্থলে উক্ত নামটি মুখ্য উপাদানের প্রবচন ও উপনয়েরও প্রবচন। 'মনুষ্য' এই মধ্যস্থ নামটীর তবে কেবল মুখ্য উপাদান প্রসঙ্গেই অপ্রকৃত প্রয়োগ হইয়াছে। এক্ষণে দেখা উচিত যে স্থানপরিবর্ত্তন নিয়ম প্রয়োগ দ্বারা এই মধ্যস্থ নামটিকে মুখ্য উপাদান প্রসঙ্গের প্রবাচ্য করা যায় কিনা। 'অদেব মনুষ্য' অর্থাৎ 'কতক অ-দেব সমস্ত মনুষ্য'। এক্ষণে স্থান পরিবর্ত্তন নিয়ম প্রয়োগ করিলে শেষোক্ত প্রসঙ্গটি 'সমস্ত মনুষ্য কতক অদেব (সৎ)' এইরূপ ধারণ করে। তবে পূর্ব্বোক্ত ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয়—

সমস্ত মনুষ্য কতক অ-দেব (সৎ)
সমস্ত রাজা মনুষ্য

এই হইয়া যায়। এই দুই ভূমিকা হইতে সিদ্ধান্ত 'সমস্ত রাজা কতক অদেব' অর্থাৎ 'কোন রাজাই দেবতা নহে' এই হইবে।

উপরোক্ত উদাহরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে মধ্যস্থ নামটী মুখ্য উপাদান প্রসঙ্গে যে অর্থে প্রয়োগ হইবে, উপনয় প্রসঙ্গেও সেই অর্থে প্রয়োগ না হইলে ন্যায়াবয়বটি সুসিদ্ধ

হইবে না। মুখ্য উপাদান প্রসঙ্গে মধ্যস্থ নামের ব্যাপ্তি উপনয় প্রসঙ্গে সেই নামের ব্যাপ্তি হইতে বিভিন্ন হইতে পারে, তাহাতে ন্যায়াবয়ব দুষ্ট হইবে না, কিন্তু অর্থের ব্যাপ্তিতে ভিন্ন হইলেও উক্ত নামটি এক নির্দ্দিষ্ট অর্থে উভয় প্রসঙ্গে প্রয়োগ না হইলে ন্যায়াবয়বের সিদ্ধান্তটী অবশ্যই দুষ্ট হইবে।

প্রত্যেক ন্যায়াবয়বে পরসামান্য প্রসঙ্গটী মুখ্য উপাদান হইবে, ইহা আমরা এক প্রকার পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অনেক সময়ে এমন ঘটে যে ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয়ের মধ্যে পরসামান্য প্রসঙ্গটি উপনয়ের স্থানে ন্যস্ত হয় এবং অপর সামান্যটি মুখ্য উপাদানের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়; যথা—

কতক মনুষ্য রাজা
সমস্ত মনুষ্য ভ্রমপর
অতএব কতকগুলি ভ্রমপর সৎ রাজা।

এস্থলে উপরোক্ত সিদ্ধান্তটী পাইবার জন্য প্রথমেই দেখিতে হইবে যে ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয়ের মধ্যে কোন প্রসঙ্গটি পরসামান্য। এস্থলে 'সমস্ত মনুষ্য ভ্রমপর' এই প্রসঙ্গটি 'কতক মনুষ্য রাজা' এই প্রসঙ্গাপেক্ষা পরসামান্য। তবে যখন 'সমস্ত মনুষ্য ভ্রমপর' এই প্রসঙ্গটি 'কতক মনুষ্য রাজা' এই প্রসঙ্গাপেক্ষা অধিক সামান্য, তখন 'সমস্ত মনুষ্য ভ্রমপর' এই প্রসঙ্গটিই যে ভাবী ন্যায়াবয়বের মুখ্য উপাদান ও 'কতক মনুষ্য রাজা' এই প্রসঙ্গটী উপনয় তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। তবে

সমস্ত মনুষ্য ভ্রমপর	মুখ্য উপাদান
কতক মনুষ্য রাজা	উপনয়

কিন্তু এস্থলে মধ্যস্থ নামটি (মনুষ্য) মুখ্য উপাদানে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইলেও উপনয়ে অপ্রকৃতরূপে ন্যস্ত হইয়াছে, কারণ শেষোক্ত প্রসঙ্গে 'মনুষ্য' নামটি প্রবাচ্য। তবে সিদ্ধান্ত

গ্রহণের জন্য 'মনুষ্য' এই মধ্যস্থ নামকে উপনয় প্রসঙ্গে যথা স্থানে ন্যস্ত করিতে হইবে, অর্থাৎ এই নামটীকে উপনয় প্রসঙ্গের প্রবচন রূপে প্রকটিত করিতে হইবে। প্রথমেই 'কতকগুলি মনুষ্য রাজা' এই প্রসঙ্গের প্রবচনের (রাজা) পরিমাণ নির্ব্বাচিত করা উচিত। 'কতকগুলি মনুষ্য রাজা' অর্থাৎ 'কতকগুলি মনুষ্য সমস্ত রাজা'। শেষোক্ত প্রসঙ্গে প্রবচনের পরিমাণ নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এক্ষণে স্থানপরিবর্ত্তন নিয়মপ্রয়োগ করিলে এই প্রসঙ্গটি 'সমস্ত রাজা কতকগুলি মনুষ্য' হইয়া যায়। তবে—

সমস্ত মনুষ্য ভ্রমপর
সমস্ত রাজা কতকগুলি মনুষ্য
অতএব সমস্ত রাজা ভ্রমপর
বা সমস্ত রাজা ভ্রমপর সৎ
বা সমস্ত রাজারা সকলে কতকগুলি ভ্রমপর সৎ
বা কতকগুলি ভ্রমপর সৎ সকল রাজারা।

যে ন্যায়াবয়বটীর আমরা সমালোচন করিলাম, তাহা দুই বিষয়ে ন্যায়াবয়বের সর্ব্ব সরল উদাহরণ হইতে ভিন্ন। প্রথমতঃ এই ন্যায়াবয়বে পরসামান্য প্রসঙ্গটী উপনয়ের স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছিল, এবং পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মাবলী মতে ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয়ের মধ্যে যে প্রসঙ্গটি পরসামান্য হইবে তাহাকে মুখ্য উপাদানের পদে সংস্থাপিত করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ মধ্যস্থ নামটী উভয় প্রসঙ্গেই প্রবাচ্য; আর পূর্ব্বোক্ত নিয়মাবলী মতে মধ্যস্থ নাম উপনয় প্রসঙ্গের প্রবচন হওয়া উচিত। এই দুই বিষয়ে বিভিন্নতা হেতু প্রথমে ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয়কে পরীক্ষা করিয়া তন্মধ্যে পরসামান্যটিকে মুখ্য উপাদানের স্থানে ন্যস্ত করিতে হইয়াছে; এবং তৎপরে মধ্যস্থ নামকে উপনয় প্রসঙ্গে

যথা স্থানে (অর্থাৎ প্রবচনের স্থানে) স্থাপিত করিতে হইতেছে। ন্যায়াবয়বের এইরূপ আর একটী উদাহরণ আমরা পরীক্ষা করিব, যথা—

সমস্ত মনুষ্য ভ্রমপর	মুখ্য উপাদান
সমস্ত মনুষ্য প্রাণবান্	উপনয়

অতএব কতকগুলি প্রাণবান্ সৎ ভ্রমপর।

এই ন্যায়াবয়বের উপনয় প্রসঙ্গ মুখ্য উপাদান প্রসঙ্গাপেক্ষা অধিকতর সামান্য, কারণ 'প্রাণবান্' না হইলে ভ্রমপর হইতে পারে না, অর্থাৎ যে সমস্ত সৎ ভ্রমপর তাহারাই প্রাণবান্ অর্থাৎ যে সমস্ত সৎ ভ্রমপর তাহারা প্রাণবান্ সৎ নিচয়ের এক ভাগ মাত্র। অতএব এই ন্যায়াবয়বে যে প্রসঙ্গটীকে উপনয় বলা হইয়াছে তাহা প্রকৃততঃ মুখ্য উপাদান, এবং যে প্রসঙ্গটি মুখ্য উপাদানের স্থানে ন্যস্ত হইয়াছে তাহা প্রকৃততঃ উপনয়। অর্থাৎ।

সমস্ত মনুষ্য প্রাণবান্	মুখ্য উপাদান
সমস্ত মনুষ্য ভ্রমপর	উপনয়

কিন্তু এখনও 'মনুষ্য' এই মধ্যস্থ নামটিকে উপনয় প্রসঙ্গে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হয় নাই। মধ্যস্থ নাম ন্যায়াবয়বের মুখ্য উপাদানের প্রবাচ্য ও উপনয়ের প্রবচন হইয়া থাকে, কিন্তু এখানে মুখ্য উপাদান প্রসঙ্গে প্রবাচ্যরূপে প্রকটিত হইলেও উক্ত নামটী উপনয়ের প্রবচন নহে। অতএব স্থান পরিবর্ত্তন নিয়ম প্রয়োগ করিয়া 'সমস্ত মনুষ্য ভ্রমপর' এই প্রসঙ্গের রূপ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। 'সমস্ত মনুষ্য ভ্রমপর' এই প্রসঙ্গে তবে স্থানপরিবর্ত্তন নিয়ম প্রয়োগ করিতে হইবে। উক্তনিয়ম প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে প্রবচনের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। প্রবচনের পরিমাণ নির্ণীত হইলে প্রসঙ্গটি

'সমস্ত মনুষ্য কতক ভ্রমপর সৎ' হইয়া যায়। এক্ষণে স্থান-পরিবর্ত্তনের নিয়ম প্রয়োগ করিলে 'সমস্ত মনুষ্য কতক ভ্রম-পর সৎ' এই প্রসঙ্গটি 'কতক ভ্রমপর সৎ সমস্ত মনুষ্য' হয়। আর 'কতক ভ্রমপর সৎ সমস্ত মনুষ্য' এই প্রসঙ্গই এই ন্যায়া-বয়বের প্রকৃত উপনয়। তবে

সমস্ত মনুষ্য কতক প্রাণবান্ — মুখ্য উপাদান
কতক ভ্রমপর সৎ সমস্ত মনুষ্য — উপনয়
অতএব কতকগুলি ভ্রমপর সৎ প্রাণবান্ — সিদ্ধান্ত
বা কতকগুলি প্রাণবান্ সৎ ভ্রমপর।

ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয়ে মধ্যস্থ নামের স্থানানুসারে ন্যায়াবয়ব চারি প্রকার হইতে পারে।

(১) যখন মধ্যস্থ নাম মুখ্য উপাদানের প্রবাচ্য ও উপ-নয়ের প্রবচন হয়, যথা—

সমস্ত মনুষ্য ভ্রমপর
সমস্ত রাজা মনুষ্য
অতএব সমস্ত রাজা ভ্রমপর।

(২) যখন মধ্যস্থ নাম মুখ্য উপাদানের প্রবচন ও উপ-নয়েরও প্রবচন হয়, যথা--

অ দেবতা মনুষ্য
সমস্ত রাজা মনুষ্য
কোন রাজাই (সমস্ত রাজারা) দেবতা নহে।

(৩) যখন মধ্যস্থ নাম মুখ্য উপাদান ও উপনয় উভয়েরই প্রবাচ্য হয়, যথা—

সমস্ত মনুষ্য ভ্রমপর
সমস্ত মনুষ্য প্রাণবান্ সৎ
অতএব কতকগুলি প্রাণবান্ সৎ ভ্রমপর

(৪) যখন মধ্যস্থ নাম মুখ্য উপাদানের প্রবচন ও উপনয়ের প্রবাচ্য হয়; যথা—

সমস্ত রাজারা মনুষ্য
সমস্ত মনুষ্য ভ্রমপর
অতএব কতকগুলি ভ্রমপর সৎ রাজা

এই চারিপ্রকার ন্যায়াবয়বের মধ্যে প্রথম তিন প্রকারের আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। এক্ষণে চতুর্থ প্রকারের পরীক্ষা করিব। এই প্রকার ন্যায়াবয়ব প্রথম প্রকারের স্বল্পতম পরিবর্ত্তন মাত্র।

সমস্ত রাজারা মনুষ্য	মুখ্য উপাদান
সমস্ত মনুষ্য ভ্রমপর	উপনয়

অতএব কতকগুলি ভ্রমপর সৎ সমস্ত রাজা সিদ্ধান্ত।

এস্থলে যে প্রসঙ্গটি উপনয়ের স্থানে সংস্থাপিত রহিয়াছে তাহা ন্যায়াবয়বের মধ্যে পরসামান্য প্রসঙ্গ। 'ভ্রমপর' নামটি 'মনুষ্য' নামকে অন্তর্গত করে, আর 'মনুষ্য' নামটী 'রাজা' নামকে অন্তর্গত করে, সুতরাং 'রাজা' নামক সমস্ত সৎ 'ভ্রমপর' নামক সমস্ত সতের একভাগ মাত্র। অতএব 'সমস্ত মনুষ্য ভ্রমপর' এই প্রসঙ্গটি 'সমস্ত রাজা মনুষ্য' এই প্রসঙ্গাপেক্ষা পরসামান্য। এবং তন্নিবন্ধন 'সমস্ত মনুষ্য ভ্রমপর' এই প্রসঙ্গটী এই ন্যায়াবয়বের মুখ্য উপাদান হওয়া উচিত। অতএব

সমস্ত মনুষ্য ভ্রমপর	মুখ্য উপাদান
সমস্ত রাজারা মনুষ্য	উপনয়

অর্থাৎ সমস্ত মনুষ্য কতক ভ্রমপর সৎ
সমস্ত রাজারা কতক মনুষ্য
অতএব সমস্ত রাজারা কতক ভ্রমপর সৎ
বা কতক ভ্রমপর সৎ সকল রাজারা।

এই ন্যায়াবয়বটী প্রথম প্রকার ন্যায়াবয়ব হইতে দুই বিষয়ে ভিন্ন। প্রথম প্রকার ন্যায়াবয়বে ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয়ের মধ্যে যে প্রসঙ্গটি পরসামান্য তাহাকে মুখ্য উপাদান বলে। আর ন্যায়াবয়বের প্রকৃত নিয়মই এই। কিন্তু এই ন্যায়াবয়বে ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয়ের পরসামান্য প্রসঙ্গটি উপনয়ের স্থানে সংস্থাপিত ছিল। আবার প্রকৃত ন্যায়াবয়বে মধ্যস্থ নামটি মুখ্য উপাদান প্রসঙ্গের প্রবাচ্য ও উপনয় প্রসঙ্গের প্রবচন হইয়া থাকে। কিন্তু এ প্রকার ন্যায়াবয়বে মধ্যস্থ নামটি মুখ্য উপাদানের প্রবচন ও উপনয়ের প্রবাচ্য রূপে উল্লিখিত হয়।

৪। উপরোক্ত ন্যায়াবয়বনিচয়ের পরীক্ষা হইতে স্বতঃই প্রতিপন্ন হইবে যে নির্দ্দিষ্ট ন্যায়াবয়বে ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয় যে রূপেই সন্নিবেশিত হউক না কেন, উক্ত প্রসঙ্গদ্বয়ের প্রত্যেকের প্রবাচ্য ও প্রবচনের পরিমাণ নির্ণীত করিয়াও মধ্যস্থ নামটিকে আবর্জ্জিত করিয়া অবশিষ্ট নামদ্বয়ের সমাবেশকেই সেই ন্যায়াবয়বের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গ বলিতে হইবে।

সমস্ত রাজারা মনুষ্য

অ দেবতারা মনুষ্য

এই দুইটি ভূমিকা প্রসঙ্গ। এক্ষণে প্রসঙ্গদ্বয়ের উভয়েরই প্রবাচ্য ও প্রবচনের পরিমাণ নির্ণীত করা যাউক।

সমস্ত রাজারা কতকগুলি মনুষ্য

সমস্ত মনুষ্যেরা কতকগুলি অদেব সৎ।

এখন যদি এই দুই প্রসঙ্গদ্বয় হইতে মধ্যস্থনাম অর্থাৎ 'মনুষ্য' এই নামটিকে বিবর্জ্জিত করি তাহা হইলে মুখ্য উপাদান প্রসঙ্গে 'সমস্ত রাজারা' ও উপনয়ে 'কতকগুলি অদেব সৎ' এই নামদ্বয় মাত্র রহিল। এবং ইহাদিগের সমাবেশে যে প্রসঙ্গটির উৎপত্তি হয়—অর্থাৎ 'সমস্ত রাজারা কতকগুলি অ-দেব সৎ' এই প্রস-

ঙ্গটি উক্ত ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয় হইতে সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ 'সমস্ত রাজারা কতকগুলি অদেব সৎ' বা রাজারা দেবতা নহে এই প্রসঙ্গটি এই ন্যায়াবয়বের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গ।

এইরূপ আরও কয়েকটি উদাহরণ পরীক্ষা করিয়া আমাদিগের নিয়মটী ঠিক কিনা তাহা দেখা যাউক।

সমস্ত মনুষ্যেরা ভ্রমপর

সমস্ত মনুষ্যেরা প্রাণবান্ সৎ

দুইটি ভূমিকা প্রসঙ্গ। উভয় প্রসঙ্গের প্রবাচ্য ও প্রবচনের পরিমাণ নির্ণীত হইলে প্রসঙ্গদ্বয়

সমস্ত মনুষ্যেরা কতক ভ্রমপর সৎ

সমস্ত মনুষ্যেরা কতকগুলি প্রাণবান্ সৎ

হইয়া যায়। এক্ষণে মধ্যস্থ নামকে বিবর্জ্জিত করা যাউক। বিবর্জ্জনান্তে মুখ্য উপাদান প্রসঙ্গ—'কতক ভ্রমপর সৎ ও উপনয় 'কতকগুলি প্রাণবান্ সৎ' এই হয়। এই শেষোক্ত নামদ্বয়ের সমাবেশ 'কতক ভ্রমপর সৎ কতক প্রাণবান্ সৎ' বা 'কতক ভ্রমপর সৎ প্রাণবান্' বা 'কতকগুলি প্রাণবান্ সৎ ভ্রমপর' এই প্রসঙ্গটী এই ন্যায়াবয়বের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গ।

সমস্ত রাজারা মনুষ্য

সমস্ত মনুষ্যেরা ভ্রমপর

দুইটি ভূমিকা প্রসঙ্গ। ইহাদিগের প্রত্যেকের প্রবাচ্য ও প্রবচনের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিলে প্রসঙ্গদ্বয়—

সমস্ত রাজারা কতকগুলি মনুষ্য

সমস্ত মনুষ্যেরা কতকগুলি ভ্রমপর সৎ

এই হইয়া যায়। এক্ষণে প্রসঙ্গদ্বয়ের মধ্যস্থ নাম 'মনুষ্য' বিবর্জ্জিত হইলে মুখ্য উপাদানে 'সমস্ত রাজা' ও উপনয়ে 'কতকগুলি ভ্রমপর সৎ' এই নামদ্বয় মাত্র থাকে। এবং ইহা-

দিগের সমাবেশ, অর্থাৎ 'সমস্ত রাজারা 'কতকগুলি ভূমপর সৎ' এই প্রসঙ্গটি, এই ন্যায়াবয়বের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গ।

এই রূপে

সমস্ত মনুষ্যেরা মরণাধীন

সমস্ত রাজারা মনুষ্য

এই ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয়ের প্রবাচ্য ও প্রবচন নির্ণীত করিলে প্রসঙ্গদ্বয়

সমস্ত মনুষ্যেরা কতকগুলি মরণাধীন সৎ

সমস্ত রাজারা কতকগুলি মনুষ্য

এই হইয়া যায়। তৎপরে মধ্যস্থ নাম 'মনুষ্য' বিবর্জ্জিত হইলে অবশিষ্ট নামদ্বয়ের সমাবেশ অর্থাৎ 'কতকগুলি মরণাধীন সৎ সমস্ত রাজারা' বা 'সমস্ত রাজারা কতকগুলি মরণাধীন সৎ' এই প্রসঙ্গটি উৎপন্ন হয়। এবং ইহাই এই ন্যায়াবয়বের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ন্যায়াবয়বের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গ ন্যায়াবয়বের প্রধান ও অপ্রধান নাম বিরচিত। কিন্তু ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয়ের পরীক্ষা দ্বারা কোন নামটি প্রধান ও কোন নামটি অপ্রধান অবধারিত করিয়া শেষোক্ত নামদ্বয়ের সমাবেশ হইলেই উৎপন্ন প্রসঙ্গটি যে সেই ন্যায়াবয়বের প্রকৃত সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গ হইবে তাহা বলা যায় না। ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয়ের নাম-নিচয়ের মধ্যে যে নামটী উভয় প্রসঙ্গেই দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকেই মধ্যস্থ নাম বলে; এবং এই মধ্যস্থ নামের প্রধান ধর্ম্ম এই যে যদিও ইহা দ্বারা সিদ্ধান্তের প্রবাচ্য প্রবচনের পর-স্পর সম্বন্ধ নির্ব্বাচিত হয় তথাপি ইহা সিদ্ধান্তে অনুপস্থিত থাকে। অর্থাৎ ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয় হইতে প্রধান ও অপ্রধান নাম-দ্বয়কে বাছিয়া লইয়া সিদ্ধান্ত নির্দ্দেশের সময় মধ্যস্থ নামটি পরি-

ত্যক্ত হয়। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে দেখা গেল যে মধ্যস্থ নাম বিবর্জ্জিত করিবার পূর্ব্বে ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয়ের প্রবাচ্য ও প্রবচন নিচয়ের পরিমাণ নির্ণীত করা প্রত্যক্ষ প্রয়োজনীয়। মধ্যস্থ নাম বিবর্জ্জনের পূর্ব্বে যদি ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয়ের প্রবাচ্য ও প্রবচন নিচয়ের পরিমাণ নির্ণীত না হইয়া কেবল মাত্র প্রধান ও অপ্রধান নামদ্বয় একত্র সমাবেশিত হয় তাহা হইলে সিদ্ধান্তটী দুষ্ট হইবার সম্ভাবনা কারণ তাহা হইলে সিদ্ধান্তের প্রবাচ্য বা প্রবচনের পরিমাণ নির্ণীত হইল না এবং আমরা দেখাইয়াছি যে প্রত্যেক প্রসঙ্গের অন্ততঃ প্রবাচ্যের পরিমাণটী নির্ণীত হওয়া আবশ্যক।

সমস্ত মনুষ্যেরা মরণাধীন
অ কুক্কুরেরা মনুষ্য

এই থাকে। এক্ষণে 'মনুষ্য' এই মধ্যস্থ নামটী বিবর্জ্জিত করিয়া অবশিষ্ট নামদ্বয়ের সমাবেশ 'অ কুক্কুরেরা মরণাধীন' বা 'কুক্কুরেরা অমর' ন্যায়াবয়বের এই সিদ্ধান্ত হয়। এস্থলে ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয় একেবারে অদুষ্ট তবে কেন সিদ্ধান্তটি দুষ্ট হইল? আমাদের মতে দোষের কারণ ন্যায়াবয়বন্যস্ত সমগ্র নামের পরিমাণ নির্ণীত না হওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। এক্ষণে ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয়ের প্রবাচ্য ও প্রবচন নিচয়ের পরিমাণ নির্ণীত করিয়া দেখা যাউক এই ভূমিকাদ্বয় হইতে সঙ্গত কোন সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না। ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয়ের প্রবাচ্য ও প্রবচননিচযের পরিমাণ নির্ণীত হইলে প্রসঙ্গদ্বয়

সমস্ত মনুষ্য কতকগুলি মরণাধীন সৎ
কতকগুলি অকুক্কুরেরা সমস্ত মনুষ্য

হয়। এখন মধ্যস্থ নাম 'মনুষ্য' বিবর্জ্জিত করিলে 'কতকগুলি মরণাধীন সৎ' ও 'কতকগুলি অকুক্কুরেরা' এই দুইটি মাত্র

নাম থাকে। আর ইহাদিগের সমাবেশ—'কতকগুলি মরণাধীন সৎ কতকগুলি অকুকুর' অর্থাৎ 'কতকগুলি মরণাধীন সৎ কুকুর নহে'—এই প্রসঙ্গটি এই ন্যায়াবয়বের প্রকৃত সিদ্ধান্ত হয়।

তবে নির্দ্দিষ্ট ন্যায়াবয়বের ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয়ের প্রবাচ্য ও প্রবচন নিচয়ের পরিমাণ নির্ণীত করিয়া ও তৎপরে মধ্যস্থ নামটিকে আবর্জ্জিত করিয়া অবশিষ্ট নামদ্বয়ের সমাবেশকেই উক্ত ন্যায়াবয়বের সিদ্ধান্ত বলা যায়। আর ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয়ের প্রবাচ্য ও প্রবচনের পরিমাণ অবধারণ, মধ্যস্থ নামের আবর্জ্জন কার্য্যের পূর্ব্বে হওয়া প্রত্যক্ষ প্রয়োজনীয়।

৫। এক্ষণে আমরা ন্যায়াবয়বের ভিত্তি নিয়ম নিচয়ের সিদ্ধান্ত করিব। আমরা ন্যায়াবয়বের যে সমস্ত উদাহরণ পরীক্ষা করিয়াছি তৎসমুদয় হইতে এমত কতকগুলি সাধারণ নিয়ম পাওয়া যায় যে সেই নিয়মাবলী সমগ্র ন্যায়াবয়ব সম্বন্ধে সত্য হইবে।

নিম্নলিখিত গুলি ন্যায়াবয়বের সাধারণ নিয়মাবলী।

(১) প্রত্যেক ন্যায়াবয়বে তিনটি করিয়া নাম ও তিনটী করিয়া প্রসঙ্গ প্রয়োজনীয়।

(২) প্রত্যেক ন্যায়াবয়বে মুখ্য উপাদান প্রসঙ্গটির অর্থ নির্দ্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজনীয়।

প্রথম নিয়মটি সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজনীয়। কিন্তু দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

ন্যায়াবয়বের মুখ্য উপাদান প্রসঙ্গ বিশ্বের নির্দ্দিষ্ট সামান্য নিয়ম প্রকাশক মাত্র। উপনয় প্রসঙ্গের সাহায্যে নির্দ্দিষ্ট সৎ বা সৎপুঞ্জ সেই নিয়মের অন্তরানীত হয়;

মনুষ্য মরণাধীন,

রাজারা মনুষ্য

অতএব রাজারা মরণাধীন

এই ন্যায়াবয়বে মুখ্য উপাদান প্রসঙ্গটী অর্থাৎ 'মনুষ্য মরণাধীন' এই প্রসঙ্গটী প্রকৃতির একটী সামান্য নিয়ম মাত্রকে প্রকাশ করিতেছে। 'মনুষ্য মরণাধীন' এই প্রসঙ্গের অর্থ এই যে 'মনুষ্যত্ব' ধর্ম্মবৃন্দের যে স্থলেই সমাবেশ হইবে সেই স্থলেই 'মরণাধীনত্ব' ধর্ম্মবৃন্দের সমাবেশ অবশ্যম্ভাবী ইহা একটি প্রাকৃতিক সামান্য নিয়ম। 'রাজারা মনুষ্য' এই ন্যায়াবয়বের উপনয় প্রসঙ্গ। এই প্রসঙ্গের সাহায্যে সমগ্র 'রাজারা' মুখ্য উপাদানের অন্তর্নীত হইতেছে। এই উপনয় প্রসঙ্গটি না থাকিলে আমরা কোনক্রমেই সিদ্ধান্ত করিতে পারিতাম না যে 'রাজারা মরণাধীন' কারণ আমরা জানিতে পারিতাম না যে 'রাজারা মনুষ্য'। তবে মুখ্য উপাদানের কার্য্য একটি প্রশস্ত নিয়ম ব্যক্ত করা, আর উপনয়ের কার্য্য নির্দ্দিষ্ট সৎ বা সৎপুঞ্জকে সেই নিয়মের অন্তর্নীত করা। মুখ্য উপাদানটীর অর্থে যদি কোন প্রকার অস্পষ্টতা বা অনির্দ্দিষ্টতা দৃষ্ট হয় তাহা হইলে সিদ্ধান্ত দুষ্ট বা একেবারে অসম্ভব হইতে পারে। যথা—

গ্রহগণ গোলাকার
এই চক্রটি গোলাকার
অতএব এই চক্রটি একটি গ্রহ

এস্থলে সিদ্ধান্তটি অসম্ভব হইতেছে, কারণ এই ন্যায়াবয়বের মুখ্য উপাদান প্রসঙ্গটির অর্থ নিতান্ত অনির্দ্দিষ্ট। এই অর্থের অনির্দ্দিষ্টতা উপরোক্ত ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয়ের পরিমাণ নির্ণীত হইলেই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে। পরিমাণ নির্ণীত হইলে উক্ত প্রসঙ্গদ্বয়

গ্রহগণ কতকগুলি গোলাকার সৎ
বা কতকগুলি গোলাকার সৎ সমগ্র গ্রহ
এই চক্রটি একটি গোলাকার সৎ

এই হয। 'কতকগুলি গোলাকার সৎ সমগ্র গ্রহ' এই প্রসঙ্গের অর্থ এই যে 'গ্রহসমূহ, গোলাকার যত সৎ এই বিশ্বে আছে তাহাদের একভাগ মাত্র।' তবে সমস্ত 'গোলাকার সৎ' দুই ভাগে বিভক্ত হইল—গ্রহ ও অগ্রহ। আবার 'এই চক্রটী একটি গোলাকার সৎ' অর্থাৎ এই চক্রটী গোলাকার যত সৎ আছে তাহাদিগের মধ্যে একটী, কিন্তু 'গোলাকার সৎ' সমূহ গ্রহ ও অগ্রহ এই দুই ভাগে বিভক্ত। এক্ষণে জিজ্ঞাসার বিষয় এই যে এই চক্রটি গোলাকাব সৎ সমূহেব কোন বিভাগভুক্ত—গ্রহ বিভাগভুক্ত না অগ্রহ বিভাগভুক্ত। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর দেওযা একেবারে অসম্ভব, কাবণ উপনয় প্রসঙ্গ হইতে আমবা এই মাত্র জানিতে পাই যে এই চক্রটী একটি গোলাকার সৎ এতদ্ব্যতীত আমবা আর কিছুই জানি না। এইরূপ অসঙ্গত সিদ্ধান্তের কাবণ কেবল মাত্র মুখ্য উপাদানেব অর্থের অনির্দ্দিষ্টতা।

আমরা পূর্ব্বপরিচ্ছেদে দেখিয়াছি যে বিশেষ প্রসঙ্গই কেবল অনির্দ্দিষ্ট ও সর্ব্বব্যাপক ও একবাচক প্রসঙ্গ নির্দ্দিষ্টার্থ। সর্ব্বব্যাপক প্রসঙ্গ ন্যাযাবযবেব অন্তর্নিহিত হইলে যে রূপ অদুষ্ট সিদ্ধান্তেব উৎপত্তি হইয়া থাকে, একবাচক প্রসঙ্গ সম্বন্ধেও তদ্রূপ হয় যথা—

কপিলমুনি জ্ঞানী

কপিলমুনি যোত্রহীন

অতএব কোন কোন যোত্রহীন ব্যক্তিবা জ্ঞানী হয়—

এস্থলে ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয় একবাচক অতএব নির্দ্দিষ্ট। এক্ষণে ইহাদিগের পরিমাণ নির্ণীত করিয়া সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বব্যাপক প্রসঙ্গের ন্যায় ইহাদিগকে ধরিয়া লইলে

কপিলমুনি এক (কোন) জ্ঞানী ব্যক্তি

কপিলমুনি এক (কোন) যোত্রহীন ব্যক্তি

অতএব কোন কোন যোত্রহীন ব্যক্তি জ্ঞানী

এই ন্যায়াবয়বটি পাওয়া যায়। এস্থলে মুখ্য উপাদান প্রসঙ্গটি নির্দ্দিষ্টার্থ হওয়ায় সিদ্ধান্তও অদুষ্ট হইয়াছে।

তবে প্রত্যেক ন্যায়াবয়বে মুখ্য উপাদান প্রসঙ্গটী নির্দ্দিষ্টার্থ হওয়া প্রত্যক্ষ প্রয়োজনীয়। আর নির্দ্দিষ্টার্থ হইতে গেলে প্রসঙ্গটী হয় সর্ব্বব্যাপক নয় একবাচক হইবে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে মুখ্য উপাদানের প্রবাচ্য ন্যায়াবয়বের মধ্যস্থ নাম হইয়া থাকে। আর প্রবাচ্য নির্দ্দিষ্টার্থ হইলেই প্রসঙ্গও নির্দ্দিষ্টার্থ হইল। অতএব নির্দ্দিষ্ট ন্যায়াবয়বের সিদ্ধান্ত অদুষ্ট হওন জন্য মুখ্য উপাদান প্রসঙ্গ ও মধ্যস্থ নাম এই উভয়ের নির্দ্দিষ্টার্থ হওয়া উচিত। যদি মুখ্য উপাদান ও বিশেষ প্রসঙ্গ হয় তাহা হইলে ন্যায়াবয়বের সিদ্ধান্ত অসম্ভব হইবে।

৬। ইতিপূর্ব্বে আমরা যে নিয়মদ্বয়ের সমালোচনা করিলাম তাহা ন্যায়াবয়বের সাধারণ নিয়মদ্বয় মাত্র। উক্ত নিয়মদ্বয় ন্যায়াবয়বের গঠন সম্বন্ধে সত্য মাত্র। কিন্তু এমত কি কোন সামান্য নিয়ম নাই যাহা ন্যায়াবয়বের আদিস্বরূপ? যে তাহার উপর ভিত্তি ফেলিয়া ন্যায়াবয়ব বিরচিত হইয়াছে? সংক্ষেপতঃ যাহা ন্যায়াবয়বের মূল? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি যে এরূপ নিয়মও আছে যে তাহা ন্যায়াবয়বের ভিত্তিস্বরূপ, ও ন্যায়াবয়বের আদ। একণে যে নিয়মদ্বয়ের সমালোচনে আমরা ব্যাপৃত ছিলাম সেই নিয়মদ্বয় হেতু নির্দ্দিষ্ট ন্যায়াবয়ব দুষ্ট বা অদুষ্ট ইহার তদন্তে মাত্র প্রয়োগ হইয়া থাকে। এক্ষণে আমরা যে নিয়মের সমালোচনা করিব তাহা ন্যায়াবয়বের ভিত্তিকে আমাদিগের দৃষ্টিগোচর করাইয়া দিবে। ন্যায়াবয়ব তিনটী মাত্র নাম ও তিনটি মাত্র প্রসঙ্গবিরচিত। আর প্রত্যেক প্রসঙ্গে, কতকগুলি সম্বন্ধে আর কতকগুলি ধর্ম্ম স্বীকৃত হইয়া

থাকে। 'মনুষ্য মরণধীন' এই প্রসঙ্গে 'মনুষ্যত্ব' ধর্ম্মবৃন্দের সমাবেশ সম্বন্ধে 'মরণাধীনত্ব' ধর্ম্মবৃন্দের সমাবেশ স্বীকৃত হইতেছে। 'মনুষ্যত্ব' ধর্ম্মবৃন্দ যেখানেই আছে 'মরণাধীনত্ব' ধর্ম্মবৃন্দও সেই খানে আছে।" 'মনুষ্য মরণাধীন' এই প্রসঙ্গে তবে 'মনুষ্যত্ব' ধর্ম্মবৃন্দ ও 'মরণাধীনত্ব' ধর্ম্মবৃন্দ এ উভয় ধর্ম্মে সমবর্ত্তিতা স্বীকৃত হইতেছে। 'কপিলমুনি একটি মনুষ্য' এ প্রসঙ্গও ঐরূপে 'কপিলমুনি' এই নাম চিহ্নিত ব্যক্তি 'মনুষ্যত্ব' ধর্ম্মবৃন্দের সহিত সমবর্ত্তী এই মাত্র প্রকাশ করিতেছে। আর 'কপিলমুনি মরণাধীন' উপরোক্ত প্রসঙ্গদ্বয় হইতে এই সিদ্ধান্তটি 'কপিলমুনি' নামক ব্যক্তি 'মরণাধীনত্ব' ধর্ম্মবৃন্দের সহিত সমবর্ত্তী ইহাই প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু এই উদাহরণে উপনয় প্রসঙ্গটি একবাচক। যেখানে ভূমিকা প্রসঙ্গদ্বয়ের উভয়েই সর্ব্বব্যাপক, এইরূপ একটী ন্যায়াবয়ব পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক, যথা—

মনুষ্যেরা মরণাধীন
রাজারা মনুষ্য
অতএব সমস্ত রাজারা মরণাধীন।

এস্থলে মুখ্য উপাদান, 'মনুষ্যত্ব' ধর্ম্মবৃন্দ 'মরণাধীনত্ব' ধর্ম্মবৃন্দের সমবর্ত্তী, ইহাই প্রকাশ করিতেছে। উপনয় প্রসঙ্গ ও 'রাজত্ব' ধর্ম্মবৃন্দের সহিত 'মনুষ্যত্ব' ধর্ম্মবৃন্দের সমবর্ত্তিতা ব্যক্ত করিতেছে। আর সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গ 'রাজত্ব' ধর্ম্মবৃন্দের সহিত 'মরণাধীনত্ব' ধর্ম্মবৃন্দের সমবর্ত্তিতা ব্যক্ত করিতেছে।

এক্ষণে যদি উপরোক্ত বিশ্লেষণ হইতে আমরা একটী সামান্য নিয়ম বাহির করিতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে এইনিয়মটী পাওয়া যায়—যে দুইটি সৎ তৃতীয় সতের সহিত সমবর্ত্তী হইলে নিজ নিজের সহিত সমবর্ত্তী হয় অথবা যদি একটি সৎ অপর একটী সতের সহিত সমবর্ত্তী হয় আর সেই অপর সংটি একটি তৃতীয়

সতের সহিত সমবর্ত্তী হয় তাহা হইলে,প্রথম সৎটি তৃতীয় সতের সহিত সমবর্ত্তী হইবে। অতএব নির্দ্দিষ্ট পদার্থকে 'মনুষ্যত্ব' ধর্ম্মবৃন্দ বিশিষ্ট দেখিলে আমরা অনুমান করিতে পারি যে উক্ত পদার্থের 'মরণাধীনত্ব' ধর্ম্মবৃন্দও আছে; অর্থাৎ এস্থলে 'মনুষ্যত্ব' ধর্ম্মবৃন্দকে আমরা 'মরণাধীনত্ব' ধর্ম্মবৃন্দের চিহ্ন স্বরূপ বিবেচনা করি। এই নিয়মানুসারে প্রত্যেক ন্যায়াবয়ব নিম্নলিখিত রূপে ব্যক্ত হইতে পারে :—

ক ধর্ম্মটী খ ধর্ম্মের চিহ্ন
নির্দ্দিষ্ট পদার্থের ক চিহ্নটি আছে
অতএব নির্দ্দিষ্ট পদার্থের খ ধর্ম্ম আছে।

এইটি যদি ন্যায়াবয়বের সামান্য প্রতিরূপ স্বরূপ হয় তাহা হইলে

মনুষ্য মরণাধীন
কপিলমুনি মনুষ্য
অতএব কপিলমুনি মরণাধীন

এই ন্যায়াবয়বকে নিম্নলিখিতরূপে ব্যক্ত করা যায়, যথা—

মনুষ্যত্ব ধর্ম্মবৃন্দ মরণাধীনত্ব ধর্ম্মবৃন্দের চিহ্ন।
কপিলমুনির মনুষ্যত্ব ধর্ম্মবৃন্দ আছে।
অতএব কপিলমুনির মরণাধীনত্ব ধর্ম্মবৃন্দ আছে।

এস্থলে উপনয় প্রসঙ্গটি বিশেষ, কিন্তু তাহা সর্ব্বব্যাপক হইলেও উপরোক্ত নিয়মের অন্তর্গত হইবে, যথা—

মনুষ্যত্ব ধর্ম্মবৃন্দ মরণাধীনত্ব ধর্ম্মবৃন্দের চিহ্ন
রাজত্ব ধর্ম্মবৃন্দ মনুষ্যত্ব ধর্ম্মবৃন্দের চিহ্ন
অতএব রাজত্ব ধর্ম্মবৃন্দ মরণাধীনত্ব ধর্ম্মবৃন্দের চিহ্ন।

তবে যদি নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম বা ধর্ম্মবৃন্দ দ্বিতীয় ধর্ম্ম বা ধর্ম্মবৃন্দের চিহ্ন হয় আর দ্বিতীয় ধর্ম্ম বা ধর্ম্মবৃন্দ যদি তৃতীয় ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম-

বৃন্দের চিহ্ন হয়, তাহা হইলে প্রথমোক্ত ধর্ম্ম বা ধর্ম্মবৃন্দ তৃতীয় ধর্ম্ম বা ধর্ম্মবৃন্দের চিহ্ন হইবে। অথবা যাহা কিছু কোন চিহ্নের চিহ্ন, তাহা প্রথমোক্ত চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত সত্ত্বের চিহ্ন। এই স্বতঃ ন্যায়াবয়বের আদি স্বরূপ। ইহাকেই ভিত্তি করিয়া ন্যায়াবয়ব বিরচিত হইয়া থাকে। আবার স্বতঃটি গাণিতিক-তত্ত্বের ভিত্তি সমানভাব যে একটি স্বতঃ আছে তাহার সহিত অনেকাংশে সদৃশ। নির্দ্দিষ্ট রাশি যদি অপর একটি রাশির সহিত সমান হয়, আর একটি তৃতীয় রাশি যদি শেষোক্ত রাশির সহিত সমান হয় তাহা হইলে প্রথমরাশিটি তৃতীয় রাশির সহিত সমান হইবে:- অর্থাৎ দুইটি রাশির উভয়েই যদি নির্দ্দিষ্ট তৃতীয় রাশির সহিত সমান হয় তাহা হইলে প্রথমোক্ত রাশিদ্বয় পরস্পরের সহিত সমান হইবে, এইটি গাণিতিকতত্ত্বের মূল স্বতঃ, এবং ন্যায়াবয়বের যে স্বতঃ আমরা স্থির করিলাম অর্থাৎ যে, নির্দ্দিষ্ট সৎ কোন চিহ্নের চিহ্ন হইলে প্রথমোক্ত চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত সত্তেরও চিহ্ন হইবে,—এই স্বতঃটি উপরোল্লিখিত গাণিতিক-তত্ত্বের স্বতঃটির সহিত সমধিক সদৃশ। অতএব এক্ষণে সহজে প্রতিপন্ন হইতেছে যে গাণিতিকতত্ত্ব ও ন্যায় উভয়েই সদৃশ স্বতঃদ্বয়ের উপর ভিত্তি করিয়া উৎপন্ন।

তৃতীয় অধ্যায়।

——০০○০০——

ন্যায়াবয়বের কার্য্যনিচয় ও তর্কশাস্ত্রে ন্যায়াবয়বের প্রয়োজন।

ন্যায়াবয়ব কোন্ কোন্ সামান্য নিয়মাবলীর উপর সংস্থাপিত এবং কি প্রকার সত্যনিচয়ই বা ন্যায়াবয়বের বিষয় তাহা আমরা পূর্ব্বাধ্যায়ে পরীক্ষা করিয়াছি। এক্ষণে দেখা যাউক ন্যায়াবয়ব প্রকৃত অনুমান কি না। ন্যায়াবয়বের সাহায্যে কি আমরা জ্ঞাত সত্যনিচয় হইতে অজ্ঞাত সত্যনিচয় জানিতে পারি? এই অধ্যায়ে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

ন্যায়াবয়ব কোন একটি উদাহরণের সমালোচনা করিলেই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে যে ন্যায়াবয়বের সাহায্যে জ্ঞাত সত্য হইতে আমরা কোন নূতন অজ্ঞাত সত্যের অনুমান করিতে পারি না। ন্যায়াবয়বে সিদ্ধান্তটী মুখ্য উপাদানের অন্তর্গত, অতএব সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে ব্যক্ত সত্যটি একটি নূতন সত্য নহে।

মনুষ্য মরণাধীন
সমস্ত রাজারা মনুষ্য
অতএব সমস্ত রাজারা মরণাধীন।

এই ন্যায়াবয়বটীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে প্রতিপন্ন হইবে যে সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গটী মুখ্য উপাদানের অন্তর্গত। 'মনুষ্য মরণাধীন' বলিলে বুঝায় যে 'মনুষ্যশ্রেণীস্থ' সমস্ত সৎই মর-ণাধীন, এবং 'রাজারা'ও সেই শ্রেণীর অন্তর্গত অতএব 'রাজা-

রা'ও মরণাধীন। যখনই 'মনুষ্য' শ্রেণীটা নিবদ্ধ হয় তখনই বিশ্বস্থ সমস্ত সৎ যাহাদিগের 'মনুষ্য' নাম সংচিহ্নিত ধর্ম্মবৃন্দ আছে, তাহারা উক্ত শ্রেণীতে সংস্থাপিত হয়। অতএব যখ নই আমরা 'মনুষ্য' শ্রেণী সম্বন্ধে স্বীকার করিলাম যে উক্ত শ্রেণীর 'মরণাধীনত্ব' ধর্ম্মবৃন্দ আছে, সেইক্ষণেই আমরা স্বীকার করিলাম যে উক্ত শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট প্রত্যেক সত্তর 'মরণাধীনত্ব' ধর্ম্মবৃন্দ আছে,এবং সেই ক্ষণেই আমরা স্বীকার করিলাম যে উক্ত শ্রেণীভুক্ত 'রাজা' শ্রেণীরও মরণাধীনত্ব ধর্ম্মবৃন্দ আছে। 'মনুষ্য মরণাধীন' এই প্রসঙ্গটি একটি পরসামান্য প্রসঙ্গ। পরসামান্য প্রসঙ্গ নির্দ্দেশ করিতে হইলে অগ্রে পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা অনেকগুলি বিশেষ প্রসঙ্গের সাদৃশ্য স্থির করিতে হয়। এবং সেই সাদৃশ্যটী স্থিরীকৃত হইলে তাহাকে অবলম্বন পূর্ব্বক পরসামান্য প্রসঙ্গটি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম বা ধর্ম্মবৃন্দে সদৃশ সৎসমূহ একশ্রেণীতে নিবদ্ধ হয়। অতএব শ্রেণী নামটি উল্লিখিত হইলেই তদন্তর্গত প্রত্যেক সৎকেই বুঝাইবে। আর শ্রেণী সম্বন্ধে কিছু স্বীকৃত হইলেই তদন্তর্গত প্রত্যেক সৎ সম্বন্ধেই সেই কিছু স্বীকৃত হইল। তবে যখন 'রাজারা' 'মনুষ্য' শ্রেণীভুক্ত তখন 'মনুষ্য' শ্রেণী সম্বন্ধে 'মরণাধীনত্ব' স্বীকার করিলে 'রাজারা' সম্বন্ধেও 'মরণাধীনত্ব' স্বীকৃত হইল। আবার 'রাজারা মরণাধীন' এই সত্যটী না জানা অবধি, আমরা কোন ক্রমেই বলিতে পারি না যে 'মনুষ্য মরণাধীন,' কারণ 'মনুষ্য' বলিলে প্রত্যেক সৎ যাহার 'মনুষ্যত্ব' ধর্ম্মবৃন্দ আছে, তাহাকেই বুঝাইবে, এবং 'রাজারা' ঐরূপ সৎ অর্থাৎ প্রত্যেক 'রাজারা' মনুষ্যত্ব' ধর্ম্মবৃন্দ আছে। তবে'রাজারা মরণাধীন' কি না তাহা না জানিলে 'মনুষ্য মরণাধীন' এই পর সামান্য প্রসঙ্গটি নির্দ্দেশ করা যায় না। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ন্যায়

বয়বের মুখ্য উপাদান প্রসঙ্গটি নির্দ্দেশ করিতে হইলে সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গটি না জানিলে একেবারে চলে না। তবে দেখিতে গেলে মুখ্য উপাদান নির্দ্দেশ হইবার পূর্ব্বেই আমরা সিদ্ধান্তে প্রতিপন্ন সত্যটী জানি। অতএব নির্দ্দিষ্ট ন্যায়াবয়বের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গ দ্বারা ব্যক্ত সত্যটি উক্ত ন্যায়াবয়বের মুখ্য উপাদানের সাহায্যে প্রতিপন্ন হয় না, বরং সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গটী সত্য না হইলে মুখ্য উপাদানটি মিথ্যা হইবে; আর সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে ব্যক্ত সত্যটি না জানিলে মুখ্য উপাদান প্রসঙ্গ একেবারে নির্দ্দেশই হইতে পারে না। অতএব ন্যায়াবয়ব যে মুখ্য উপাদানে, প্রতি পাদ্যটিকে এক প্রকার ধরিয়া লয় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ন্যায়াবয়ব তবে জ্ঞাত সত্যের সাহায্যে কোন নূতন বা অজ্ঞাত সত্যকে নিরাকৃত করেনা। অর্থাৎ ন্যায় বয়ব অনুমান নহে। ন্যায়াবয়ব তবে নির্দ্দিষ্ট জ্ঞাত সত্যকে সিদ্ধান্তে ভিন্ন ভাষায় মাত্র ব্যক্ত করে। তবে ন্যায়াবয়বের প্রয়োজন কি?

৩। সংসারের প্রতিদিন কার্য্যে কি আমরা সামান্য নিয়ম নিচয় হইতে বিশেষ সংবন্ধ অনুমান করিয়া লই? একটি শিশু অগ্নিতে একবার হাত পোড়াইলে, দ্বিতীয়বার তাহাতে আর হাত দেয় না। সে অবশ্যই এ বিষয়ে কোন না কোন একটা অনুমান করে। সে অনুমান করে যে এই অগ্নিতে আমার হস্ত একবার দগ্ধ হইয়াছে, তাহাতে আমার কষ্ট হইয়াছিল, অতএব পুনর্ব্বার উহাতে হস্ত দিলে পুনর্ব্বার দগ্ধ হইবে, পুনর্ব্বার কষ্ট হইবে। কিন্তু সে কখনই অনুমান করে না যে 'অগ্নি দাহক' অতএব অগ্নিতে হস্ত দিলেই আমার হস্ত দগ্ধ হইবে। অর্থাৎ সে কখনই সামান্য সত্য হইতে বিশেষ সত্যকে অনুমান করে না, সে কেবল এক বিশেষ সত্য হইতে অন্য

বিশেষ সত্যকে অনুমিত করে। ইতিহাসে এরূপ অনেক সেনাপতির বিবয় শুনিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ হইয়াও রণক্ষেত্রে অপূর্ব্ব ব্যূহ রচনা করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা যুদ্ধের সামান্য নিয়মাবলী না জানিয়াও বহুদর্শন ক্রমে রণক্ষেত্রের আকাব ও অন্যান্য অবস্থানিচয়ের সহিত ব্যূহের সম্বন্ধ জানিতেন, কিন্তু জিজ্ঞাসিত হইলে বোধ হয় বলিতে পারিতেন না যে কেন তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট যুদ্ধে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে সৈন্য স্থাপিত কবিয়াছিলেন। যুদ্ধবিজ্ঞানের নিয়মাবলী না জানায় তাঁহারা ব্যূহ বিন্যাসের মূল সামান্য নিয়মাবলী জানিতেন না। বহুদর্শন দ্বারা সংগৃহীত জ্ঞানকে তাঁহারা কখন নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীর অধীনে আনেন নাই। পূর্ব্বে কোন যুদ্ধে হয় ত বর্ত্তমান যুদ্ধের ন্যায় রণক্ষেত্রের আকার ছিল এবং প্রথমোক্ত যুদ্ধে তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে এক নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ব্যূহ বিন্যস্ত হইয়াছিল অতএব শেষোক্ত যুদ্ধে আনুষঙ্গিক অবস্থাবলী প্রথমোক্ত যুদ্ধের প্রায় অনুরূপ হওয়ায় তাঁহারা সেই প্রকারেব ব্যূহ রচনা করিলেন। অর্থাৎ এ বিষয়ে তাঁহাবা সামান্য নিয়মাবলী হইতে বিশেষ সত্য অনুমিত না করিয়া এক বিশেষ সত্য হইতে অপর একটি বিশেষ সত্য অনুমিত করিলেন। 'কপিলমুনি মবণাধীন' এই সত্যটি আমরা কিরূপে অনুমিত করি? 'কপিলমুনি মবণাধীন' বলিলে কি আমাদিগের মনে হয় যে 'মনুষ্য মাত্রেই মরণাধীন' 'কপিলমুনি মনুষ্য' ও তজ্জন্য 'কপিলমুনি মরণাধীন'? বাস্তবিকই কি মানবমনে স্বভাবতঃ এই রূপে অনুমান কার্য্যটি চলিয়া থাকে? না সচরাচর আমাদিগের মনে হয় 'আমার পিতা, আমার পিতামহ, ক, খ, গ, সকলেই মরিয়াছেন; কপিলমুনি সকল বিষয়েই তাঁহাদিগের সদৃশ অতএব কপিলমুনিও মরিবেন। এইরূপে

আমরা সামান্য সত্য হইতে বিশেষ সত্য অনুমিত না করিয়া, এক বা কতকগুলি বিশেষ সত্য হইতে অপর একটী বিশেষ সত্য অনুমিত করিয়া থাকি।

আমরা অনেকগুলি বিশেষ সত্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শেষে তাহাদিগের সম্বন্ধে একটি সামান্য প্রসঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। সামান্য প্রসঙ্গ নির্দ্দেশ করা তবে বিশেষ সত্যনিচয়ের পর্য্যবেক্ষণের পরেই হইয়া থাকে। কিন্তু ন্যায়াবয়বে দেখা যায় যে বিশেষ প্রসঙ্গ অর্থাৎ একটী বিশেষ সত্য সামান্য প্রসঙ্গ হইতে অনুমিত হয়। অর্থাৎ সামান্য প্রসঙ্গ বিশেষ সত্যনিচয় হইতে অনুমিত না হইয়া, বিশেষ সত্য সামান্য প্রসঙ্গ হইতে অনুমিত হয়। তবে কি ন্যায়াবয়ব স্বভাববিরুদ্ধ?

৪। আমরা পূর্ব্বেই দেখিলাম যে ন্যায়াবয়বের কার্য্যটী অনুমান নহে, কারণ ইহার সাহায্যে জ্ঞাত সত্য হইতে অজ্ঞাত সত্য অনুমিত হয় না। আবার দেখিলাম যে সামান্য প্রসঙ্গ হইতে বিশেষ সত্য অনুমান করা স্বভাববিরুদ্ধ; যে প্রকৃততঃ আমরা বিশেষ সত্য পুঞ্জ হইতেই সামান্য প্রসঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। তবে ন্যায়াবয়ব কি একেবারে নিষ্প্রয়োজনীয়? ন্যায়াবয়ব কি স্বভাবের বিরুদ্ধে আচরণ করে? ন্যায়াবয়বের দ্বারা কি তর্কশাস্ত্রের কোন কার্য্যই সাধিত হয় না?

ন্যায়াবয়বের কার্য্য অনুমান নহে তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু তর্কশাস্ত্রে ন্যায়াবয়বের প্রয়োজন আছে তাহার কোন সন্দেহই নাই। আমরা দেখিলাম যে প্রকৃততঃ আমরা এক বিশেষ সত্য হইতে অপর এক বিশেষ সত্য অনুমান করিয়া থাকি। 'কপিলমুনি মরণাধীন' এই সত্যটী অনুমান করিতে হইলে আমাদিগের মনে হয় যে 'আমার পিতা, পিতামহ, রাম, হরি, কালী, ক,খ,গ, সকলেই

মরণাধীন, আর কপিলমুনি উক্ত ব্যক্তিদের প্রায় অনুরূপ, অতএব কপিলমুনিও মরিবেন'। 'আমার পিতা, পিতামহ, রাম, হরি, কালী, ক, খ, গ, সকলেই, মরণাধীন' এই মিশ্র প্রসঙ্গকে ভাঙ্গিলে কতকগুলি বিশেষ প্রসঙ্গ উৎপন্ন হয়। আর সেই বিশেষ প্রসঙ্গ বৃন্দের সমস্তকে 'মনুষ্য মরণাধীন' এই সামান্য প্রসঙ্গটী দ্বারা ব্যক্ত করা যাইতে পারে। অনেকগুলি বিশেষ প্রসঙ্গ মনে করিয়া রাখা একেবারে দুরূহ, কিন্তু তাহাদিগকে এক সামান্য প্রসঙ্গের অন্তর্নিবিষ্ট করিলে, উক্ত সামান্য প্রসঙ্গ দ্বারা উক্ত বিশেষ বৃন্দকে মনে করিয়া রাখা বড় কঠিন কর্ম্ম নহে। অতএব সামান্য প্রসঙ্গ কেবল তদন্তর্গত বিশেষ প্রসঙ্গপুঞ্জকে অপেক্ষাকৃত সহজে মনে করিয়া রাখিবার নিমিত্ত সঙ্কেত মাত্র। 'মনুষ্য মরণাধীন' এই প্রসঙ্গটী 'আমার পিতা, পিতামহ, রাম, হরি, কালী, ক, খ, গ, সকলেই মরণাধীন' এই বিশেষ প্রসঙ্গবৃন্দের সহিত সমার্থক। অতএব 'মনুষ্য মরণাধীন' 'কপিলমুনি মনুষ্য' 'কপিলমুনি মরণাধীন' এই ন্যায়াবয়বটির প্রকৃত আকার 'আমার পিতা, পিতামহ রাম, হরি, কালী, ক, খ, গ, সকলেই মরণাধীন, কপিলমুনি উক্ত ব্যক্তিদের অনুরূপ, অতএব কপিলমুনিও মরণাধীন'।

তবে সামান্য প্রসঙ্গ কেবল অনেকগুলি সদৃশ বিশেষ সত্যের এককালীন স্মরণার্থ সঙ্কেত স্বরূপ। আর ন্যায়াবয়বে আমরা বস্তুতঃ সামান্য প্রসঙ্গ হইতে বিশেষ সত্যকে অনুমিত করি না। অনুমান কার্য্যটী বিশেষ হইতে বিশেষেই হইয়া থাকে। ন্যায়াবয়বে তবে আমরা মুখ্য উপাদান অনুসারে মাত্র সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি। মুখ্য উপাদান হইতে কোন সিদ্ধান্ত সংগৃহীত হয় না, কারণ মুখ্য উপাদানটি কেবল অনেকগুলি বিশেষ সত্যের স্মারক সঙ্কেত মাত্র, এবং অনুমান বিশেষ হইতে বিশেষেই হইয়া

থাকে। বিশেষ সত্য পুঞ্জ এক সামান্য প্রসঙ্গে নিহিত হইলে অনেক সময়ে আর স্মরণে থাকে না। উক্ত বিশেষ সত্য পুঞ্জের পরিবর্ত্তে সামান্য প্রসঙ্গটিই স্মরণ থাকে। আর এই সামান্য প্রসঙ্গটি তদীয় উপকরণ সত্যনিচয়কে বিবৃত করে না কেবল এই মাত্র ব্যক্ত করে যে নির্দ্দিষ্ট ঘটনাবলী নির্দ্দিষ্টরূপে চিহ্নিত, যে নির্দ্দিষ্ট ঘটনাবলীর নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মবৃন্দ আছে। এবং উক্ত ঘটনাবলী হইতে নূতন কোন সত্য অনুমিত করিতে গেলে দেখিতে হইবে যে সেই নূতন ঘটনায় উক্ত ধর্ম্মবৃন্দ আছে কি না। যদি সেই সামান্য প্রসঙ্গ দ্বারা ব্যক্ত ধর্ম্মবৃন্দ কোন নূতন ঘটনায় লক্ষিত হয়, আর উক্ত ধর্ম্মবৃন্দ যদি অন্য ধর্ম্মবৃন্দের চিহ্নের স্বরূপ হয়, তাহা হইলে সেই নূতন ঘটনারও শেষোক্ত ধর্ম্মবৃন্দ থাকিবে ইহা অনুমানসিদ্ধ। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন মতে "যে ব্যক্তি অপরের অধিকার হইতে দুষ্টভাবে লইবার মানসে, শেষোক্ত ব্যক্তির অমতে কোন অস্থাবর সম্পত্তিকে সরায়, সে ব্যক্তি চুরি করে"। এই বিধিটিতে চৌর্য্য, কাহাকে বলে তাহা ব্যক্ত হইতেছে। যদি ক, খ এর অমতে, খ এর অধিকার হইতে, দুষ্টভাবে লইবার মানসে, একখানি পুস্তক (কোন অস্থাবর সম্পত্তি) সরাইয়া থাকে, তাহা হইলে ক চুরি করিয়াছে। এক্ষণে ক এই ধারা মতে দণ্ডার্হ কি না তাহা দেখিতে হইলে বিচারককে দেখিতে হইবে যে, ক যে পুস্তক খানি সরাইয়াছিল তাহা খ এর কি না। ক তাহা খ এর অমতে সরাইয়াছিল কি না, ক তাহা দুষ্টভাবে আত্মসাৎ করিবার মানসে সরাইয়াছিল কি না, ক তাহা সরাইয়াছিল কি না। যদি ক এই সমস্ত কার্য্য গুলি করিয়া থাকে তাহা হইলে ক দণ্ডার্হ, নচেৎ নহে। এস্থলে যে বিধিটী আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত করিলাম তাহা মুখ্য উপাদান স্বরূপ—'এই এই কার্য্যকে চৌর্য্য

বলে, অর্থাৎ 'এই এই কার্য্য চৌর্য্যের চিহ্ন'; 'ক দ্বারা উক্ত কার্য্য গুলি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল,' 'অতএব ক চৌর'। এস্থলে বিচারকের কর্ম্ম কেবল দেখা যে, ক সম্বন্ধে উল্লিখিত বিধিটি প্রয়োগ হইতে পারে কি না, যে, ক উক্ত বিধিব অধীনে আইসে কি না, যে, বিধিকারক ক এব কার্য্যগুলিকে এই বিধির অধীনে আনিতে মানস করিয়াছিলেন কি না। অতএব এস্থলে বিচারকের প্রধান কর্ম্ম বিধিটিব অর্থ কবা, মুখ্য উপাদান হইতে নূতন কিছু অনুমান না কবিয়া, মুখ্য উপাদানের অর্থ করা মাত্র। এইরূপে ন্যায়াবয়বের মুখ্য উপাদান হইতে কোন নূতন সত্য অনুমিত হয না, কেবল নূতন সত্য সম্বন্ধে উক্ত উপাদানেব অর্থ করিলে দৃষ্ট হয় যে উক্ত নূতন সত্য, উক্ত উপাদান দ্বারা ব্যক্ত ঘটনানিচয়ের সহিত এক শ্রেণীতে আবদ্ধ কি না। এবং মুখ্য উপাদানেব এইরূপ অর্থ কবা বিশুদ্ধ হইয়াছে কিনা তাহা জানিবাব নিমিত্ত যে নিযমাবলী প্রযোগ কবা আবশ্যক, সেই নিয়মাবলীই ন্যাযাবয়বেব নিয়মাবলী। এবং কোন নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণেব নিমিত্ত নির্দ্ধারিত নিয়মাবলীর সহিত তাহা সঙ্গত কি না তাহা পবীক্ষা কবাই এই নিয়মাবলীর উদ্দেশ্য।

৫। ন্যায়াবয়ব তবে সিদ্ধান্তগ্রহণ কার্য্যের বিশুদ্ধ বিশ্লেষণ নহে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ কার্য্যটি বিশেষ সত্য হইতে বিশেষেব অনুমান। যদি কতকগুলি এমত বিশেষ সত্য পাওয়া যায় যে তাহাদিগেব উপব একটি উন্নযন স্থাপিত কবা যাইতে পারে তাহা হইলে উক্ত বিশেষ সত্যনিচয় হইতে সামান্য প্রসঙ্গ বিরচিত করিবার আবশ্যক নাই, উক্ত বিশেষ সত্যপুঞ্জ হইতেই অপর বিশেষ সত্যপুঞ্জ অনুমিত হইতে পারে। আবার যদি নির্দ্দিষ্ট বিশেষ সত্যপুঞ্জ হইতে আমরা কোন অদৃষ্ট অনুমান করিতে পারি তাহা হইলে সেই অনুমানকে আমরা সামান্য

প্রসঙ্গরূপেও ব্যক্ত করিতে পারি। তবে প্রত্যেক উন্নয়ন যাহা এক নির্দ্দিষ্ট ঘটনাকে সপ্রমাণ করে, সেই সেই অবস্থায় অনির্দ্দিষ্ট ঘটনাবলীকেও সপ্রমাণ করিতে পারে। যে বহুদর্শন দ্বারা এক নির্দ্দিষ্ট ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কি হইবে বলিয়া দিতে পারা যায় সেই বহুদর্শন এক সামান্য নিয়ম সম্বন্ধেও ঐরূপ সত্য হইবে তাহার আর সন্দেহ কি? এবং এই সামান্য নিয়ম এরূপ প্রশস্তরূপে উল্লেখ করা উচিত যে তাহার দ্বারা আমরা যে সমস্ত বিষয় প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করি ঐ সমস্ত বিষয় আমাদিগের মনে একেবারে উপস্থিত হয়।

নির্দ্দিষ্ট বিশেষ সত্যনিচয় হইতে, সমগ্র সম্ভব অনুমান যদি এইরূপে একটি সামান্য প্রসঙ্গ দ্বারা ব্যক্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত অনুমাননিচয় যে বিশুদ্ধ হইবে তাহার সম্ভাবনা অধিক। প্রথমতঃ অনেকগুলি বিশেষ প্রসঙ্গাপেক্ষা একমাত্র সামান্য প্রসঙ্গ আমাদিগের মনে সহজেই বোধগম্য হয়। বহুসংখ্যক বিশেষ প্রসঙ্গাপেক্ষা একমাত্র সামান্য প্রসঙ্গকে আমরা অধিকতর মনোনিবেশপূর্ব্বক দেখি। এবং গুরুতর বিষয় জ্ঞানে সামান্য প্রসঙ্গকে বহুসংখ্যক বিশেষ প্রসঙ্গাপেক্ষা অধিকতর সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া থাকি আর এই হেতু উক্ত সামান্য প্রসঙ্গের প্রমাণকারী পর্য্যবেক্ষণও তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধিত হইয়া থাকে। অতএব প্রমাণ সম্বন্ধে কোন দোষ থাকিলে সেই দোষ ধরা পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ আমরা কতকগুলি বিশেষ সত্য হইতে কোন নূতন সত্য অনুমান করিতে গেলে অনেক সময়ে আগ্রহহেতু অসম্পূর্ণ প্রমাণকে সম্পূর্ণ প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লই। কিন্তু উক্ত জ্ঞাত বিশেষ সত্যনিচয় হইতে অব্যবহিতরূপে উক্ত নূতন সত্য সম্বন্ধে অনুমান না করিয়া যদি আমরা কোন সামান্য প্রসঙ্গকে উক্ত

অনুমান কার্য্যে ব্যবধান স্বরূপ সংস্থাপিত করি আর উক্ত সামান্য প্রসঙ্গটি এমত হয় যে উক্ত জ্ঞাত বিশেষ সত্যনিচয়ের সমস্ত গুলিকে অন্তর্ভূত করে তাহা হইলে যদি অনুমান কার্য্যটী কোন রূপে দুষ্ট হয় তাহা প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া পড়ে। কারণ যে প্রমাণে আমাদের বর্ত্তমান অনুমান সত্য বিবেচনা করিতেছি সেই প্রমাণেই পূর্ব্বোক্ত জ্ঞাত সত্যপুঞ্জও প্রমিত, এবং যদি সেই প্রমাণই দুষ্ট হইল তাহা হইলে জ্ঞাত সত্যপুঞ্জ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যে অনুমান করিয়াছিলাম তাহাও দুষ্ট প্রতিপন্ন হইবে। আর এই রূপে আমরা আমাদিগের সামান্য প্রসঙ্গের দোষ ধরিতে সহজেই সক্ষম হইব। তৃতীয়তঃ যদি কোন অনুমান সম্বন্ধে মতবিভিন্নতা থাকে তাহা হইলে সেই অনুমানের সদৃশ অনুমাননিচয়ের সহিত তাহাকে মিশাইয়া দেখিলে যে তাহার বিশুদ্ধতা বা অশুদ্ধতা সহজে প্রতিপন্ন হয়, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। আর সামান্য প্রসঙ্গের সাহায্যে সহস্র সহস্র সদৃশ অনুমান একেবারে দৃষ্টিগোচর থাকে। অতএব জ্ঞাত বিশেষ সত্যপুঞ্জ হইতে কোন অজ্ঞাত সত্য সম্বন্ধে অনুমান করিতে হইলে, সেই জ্ঞাত বিশেষ সত্যপুঞ্জকে উন্নয়নের সাহায্যে এক সামান্য প্রসঙ্গে নিহিত করিয়া সেই সামান্য প্রসঙ্গটিকে (মূখ্য উপাদানকে) উক্ত অজ্ঞাত সত্য সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে অনেক সুবিধা হয়। এই রূপ সামান্য প্রসঙ্গকে কোন অজ্ঞাত সত্য সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলেই একটী ন্যায়াবয়ব সমুদ্ভাসিত হইল। আর সেই ন্যায়াবয়বের মূখ্য উপাদান এক সামান্য প্রসঙ্গ যাহা অনেক গুলি বিশেষ সত্যকে অন্তর্ভূত করে। এবং যদি বর্ত্তমান অনুমানটি সত্য হইবার হয়, তাহা হইলে উক্ত সামান্য প্রসঙ্গটি সর্ব্বতোভাবে সত্য হইবে। আর

উক্ত সামান্য প্রসঙ্গের অন্তর্গত কোন ঘটনা যদি সত্য না হয় তাহা হইলে তর্কটী ন্যায়াবয়বে নিহিত হওয়া হেতু আমরা সহজেই জানিতে পারি যে আমাদিগের সিদ্ধান্তের ভূমিকা পর্য্যবেক্ষণ, উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন জন্য যথেষ্ট নহে। অতএব ন্যায়াবয়বের সাহায্যে যদি আমরা এত সহজে নির্দ্দিষ্ট প্রমাণের দোষ ধরিতে পারি তাহা হইলে ন্যায়াবয়বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রমাণের উপর অধিকতর নির্ভর করিতেও পারি।

ন্যায়াবয়ব তবে অনুমানকার্য্য নহে। আমরা বিশেষ সত্য বা সত্যপুঞ্জ হইতেই অজ্ঞাত সত্য বা সত্যপুঞ্জ অনুমান করিয়া থাকি। আর সেই অনুমানটি অদুষ্ট কি না তাহা জানিবার জন্য উক্ত অনুমানকার্য্যকে ন্যায়াবয়বে নিহিত করা প্রত্যক্ষ প্রয়োজনীয়। ন্যায়াবয়ব তবে কোন অনুমান সন্দিগ্ধ হইলে তাহা দুষ্ট বা অদুষ্ট ইহা পরীক্ষা করিয়া থাকে। তর্কশাস্ত্রে ন্যায়াবয়বের কর্ম্ম তবে অনুমানের বিশুদ্ধতা পরীক্ষাকরণ মাত্র।

৬। আমরা এতক্ষণ ন্যায়াবয়বে মুখ্য উপাদানের প্রয়োজন সমালোচনা করিতেছিলাম। মুখ্য উপাদান তদন্তর্নিহিত বিশেষ প্রসঙ্গনিচয়ের স্থানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে মাত্র। আর আমরা উক্ত জাতবিশেষ প্রসঙ্গপুঞ্জ হইতেই অজ্ঞাত সত্যের সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি। তবে উপনয়ের প্রয়োজন কি? ন্যায়াবয়বের উপনয় প্রসঙ্গটি কি কার্য্য করিয়া থাকে? এক্ষণে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

'ক, খ, গ, ইত্যাদির নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম আছে, ঘ, ক, খ, গ ইত্যাদির সহিত সদৃশ, অতএব 'ঘএরও উপরোক্ত নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম আছে' এই অনুমানের প্রকৃত নিদর্শনস্বরূপ। এস্থলে 'ক,খ,গ ইত্যাদির নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম আছে' এই প্রসঙ্গটি মুখ্য উপাদানের

স্থানে সংস্থাপিত; আর 'ঘ, ক, খ, গ ইত্যাদির সহিত সদৃশ' এইটি উপনয়ের স্থানে সংস্থাপিত। 'ক, খ, গ ইত্যাদির নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম আছে' এই প্রসঙ্গটিমাত্র সত্য হইলেই 'ঘএরও উক্ত ধর্ম্ম আছে' এই প্রসঙ্গটি সত্য হইবে না। এই দুইটি প্রসঙ্গের মধ্যে প্রথমটী যে অপরটির প্রমাণস্বরূপ ইহা দেখাইতে হইবে। আর তাহা দেখানই উপনয়ের কর্ম্ম। জ্ঞাত সত্য হইতে অজ্ঞাত সত্য অনুমিত করিতে হইলে এই দুইয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত সত্যটি যে শেষোক্ত সত্যের প্রমাণ তাহা দেখানই উপনয়ের কর্ম্ম। অথবা জ্ঞাত সত্য হইতে অজ্ঞাত সত্য অনুমিত করিতে হইলে এই দুইয়ের সাদৃশ্য ব্যক্তকরণই উপনয়ের কর্ম্ম।

চতুর্থ অধ্যায়।

অনুমান শৃঙ্খল ও অবনয়নসিদ্ধ বিজ্ঞানপুঞ্জ।

১। অনুমানশৃঙ্খল কাহাকে বলে, এবং অবনয়নসিদ্ধ বিজ্ঞানপুঞ্জের সহিত অনুমানশৃঙ্খলের কি সম্বন্ধ এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দিতে এক্ষণে আমরা চেষ্টা করিব।

কতকগুলি জ্ঞাত ঘটনা হইতে কোন অজ্ঞাত ঘটনা সম্বন্ধে কিছু অনুমিত করিতে হইলে, জ্ঞাত ঘটনাপুঞ্জের সহিত অজ্ঞাত ঘটনাটীর সাদৃশ্য ব্যক্ত করা উপনয়ের কর্ম্ম, ইহা আমরা পূর্ব্বাধ্যায়ে দেখাইয়াছি। যদি সকল সময়ে উক্ত সাদৃশ্যটি প্রত্যক্ষ

পর্য্যবেক্ষণ দ্বারাই স্থিরীকৃত হইত, তাহা হইলে অনুমান শৃঙ্খলের প্রয়োজন থাকিত না, তাহা হইলে কোন বিজ্ঞানই অবনয়নসিদ্ধ বলিয়া পরিচিত হইত না। 'গাভীরা সকলেই রোমন্থক পশু' 'এই পশুটী যাহা আমার সমক্ষে এক্ষণে রহিয়াছে ইহা একটী গাভী' অতএব 'এই পশুটি রোমন্থক'। 'গাভীরা সকলেই রোমন্থক পশু' এই উন্নয়নটি মাত্র যদি বিশুদ্ধ হয়, তাহা হইলে যে এস্থলে সিদ্ধান্তটি সহজেই পাওয়া যায় ইহা বলা বাহুল্য; কারণ এই ন্যায়াবয়বের উপনয় প্রসঙ্গটী প্রতিপন্ন করিতে কেবল মাত্র আমার ইন্দ্রিয়পরিচালনা আবশ্যক। 'এই পশুটি যাহা আমার সমক্ষে এক্ষণে রহিয়াছে ইহা একটি গাভী' এই উপনয় প্রসঙ্গটি প্রতিপন্ন করিতে হইলে আমাকে দেখিতে হইবে যে 'গাভী' নাম সংচিহ্নিত ধর্ম্মাবলী এই পশুতে লক্ষিত হয় কি না, যদি হয় তাহা হইলে এই পশু রোমন্থক, কারণ সমস্ত গাভী রোমন্থক। আর এই পশুতে 'গাভী' নাম সংচিহ্নিত ধর্ম্মাবলী আছে কি না তাহা আমার ইন্দ্রিয় পরিচালনা দ্বারা মাত্র নির্ণীত হইবে কারণ উক্ত পশুটী এক্ষণে আমার সমক্ষে রহিয়াছে। এস্থলে তবে প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারাই জ্ঞাত সত্যের সহিত অজ্ঞাত সত্যটির সাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। এস্থলে একটী মাত্র উন্নয়ন কার্য্য প্রয়োজনীয়। ন্যায়াবয়বের মুখ্য উপাদানটী মাত্র উন্নয়নসিদ্ধ হইলেই হইল। আর যদি মুখ্য উপাদানটি অদুষ্ট উন্নয়ন হয় তাহা হইলে এই অজ্ঞাত পশুটী উক্ত উন্নয়নের অন্তরানীত হইতে পারে কি না এই মাত্র দেখিতে রহিল। আর শেষোক্ত কর্ম্মটী আমাদিগের ইন্দ্রিয় পরিচালনা মাত্রের দ্বারা সংসাধিত হইতে পারে। শেষোক্ত কর্ম্ম সাধন জন্য আমাদিগকে কোন নূতন অনুমান করিতে হয় না। কিন্তু ন্যায়াবয়বের এমত উদাহরণও আছে যথায় মুখ্য উপাদান ও

উপনয় এ উভয় প্রসঙ্গই অনুমিত। এমত উদাহরণও আছে যথায় মুখ্য উপাদান ও উপনয় উভয়ই তুইটী ভিন্ন ভিন্ন উন্নয়ন দ্বারা অনুমিত হইয়াছে কিন্তু উভয়েই বর্ত্তমান অনুসন্ধানের বিষয়সম্বন্ধে প্রয়োজনীয়। 'যে রাজ্য প্রজাদিগের মঙ্গল সাধন করিতে চেষ্টা পায় সে রাজ্য কখনই নষ্ট হয় না', 'ক রাজ্য প্রজাদিগের মঙ্গলসাধন করিতে চেষ্টা পান' অতএব 'ক রাজ্য কখনই নষ্ট হইবার নহে'। এস্থলে সিদ্ধান্তটি প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত তিনটি ন্যায়াবয়ব আবশ্যক হইবে। মুখ্য উপাদানকে আমরা প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণপুঞ্জ হইতে উন্নয়ন বলিয়া ধরিব। ইহা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জানা গিয়াছে যে কতকগুলি রাজ্য প্রজাদিগের মঙ্গলসাধন করিতে চেষ্টা পাওয়ায় চিরস্থায়ী হইয়াছিল। উন্নয়নের সাহায্যে নির্ণীত হইয়াছে যে, যে সমস্ত রাজ্য উক্ত পর্য্যবেক্ষিত রাজ্যনিচয়ের সহিত অবস্থায় অনুরূপ, সেই সমস্ত রাজ্যই চিরস্থায়ী। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে ক রাজ্যটি পূর্ব্বোক্ত পর্য্যবেক্ষিত রাজ্যনিচয়ের সহিত অবস্থায় অনুরূপ কি না। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা কিছুই জানিতে পারি না, কারণ যে সমস্ত কর্ম্মচারী ক রাজ্যের রাজকর্ম্মে নিযুক্ত তাঁহাদিগের ইচ্ছা ও মনের অন্যান্য ভাব সম্বন্ধে আমরা কিছুই প্রত্যক্ষরূপে জানি না। অতএব ক রাজ্যটি প্রজাদিগের মঙ্গল সাধন করিতে সচেষ্ট কি না, তাহা আর একটি উন্নয়ন দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে হইবে,—'যে সমস্ত রাজ্য নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কর্ম্ম করে সেই সমস্ত রাজ্যই প্রজাদিগের মঙ্গলসাধনে সচেষ্ট; ক রাজ্যটি উক্ত নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কর্ম্ম করিয়া থাকে, অতএব 'ক রাজ্যটি প্রজাদিগের মঙ্গলসাধনে সচেষ্ট'। কিন্তু ক রাজ্যটী উক্ত নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কর্ম্ম করিয়া থাকে, ইহা আমরা কি রূপে জানিব? ইহাও একটি উন্নয়নের বিষয়। 'বুদ্ধিমান, অস্বার্থ-

পর, লোকের কথা বিশ্বাসযোগ্য; বুদ্ধিমান্, অস্বার্থপর লোকে বলে যে ক রাজ্যটী উক্ত নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কার্য্য করিয়া থাকে; অতএব ইহা বিশ্বাসযোগ্য যে 'ক রাজ্যটি উক্ত নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কর্ম্ম করিয়া থাকে'। এই তিনটী উন্নয়ন একের উপর অপরটি নির্ভর করিতেছে। 'ক রাজ্যটি নষ্ট হইবার নহে'এই সিদ্ধান্তটি প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রথমে আমরা প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা দেখিতে পাই যে যদি ক রাজ্যটী প্রজাদিগের মঙ্গলসাধন করিতে সচেষ্ট হয় তাহা হইলেই মাত্র, ক রাজ্যটি নষ্ট হইবে না কারণ অনেক গুলি অনন্যসাপেক্ষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা আমরা জানি যে, যে রাজ্য প্রজাদিগের মঙ্গলসাধনে সচেষ্ট সে রাজ্য নষ্ট হইবার নহে, ইহা একটি উন্নয়ন, কারণ এস্থলে আমরা কত কগুলি জ্ঞাত বিশেষ সত্য হইতে একটি সামান্য প্রসঙ্গ নির্দ্দেশ করিতেছি। কিন্তু এখনও তর্কের শেষ হইল না। এখনও সম স্তটি প্রতিপন্ন হইল না। ক রাজ্য যে প্রজাদিগের মঙ্গলসাধনে সচেষ্ট তাহা আমরা কিরূপে জানিব? ক রাজ্যটী নির্দ্দিষ্ট প্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকে বলিয়া ক রাজ্যটী প্রজাদিগের মঙ্গলসাধনে সচেষ্ট ইহা আর একটী উন্নয়ন, কতকগুলি রাজ্য নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কর্ম্ম করে ও তদ্দ্বারা প্রজাদিগের মঙ্গল সংসাধিত হয়, এই জ্ঞাত বিশেষ সত্যপুঞ্জ হইতে আমরা একটি সামান্য প্রসঙ্গ নির্দ্দেশ করিতেছি, এবং ক রাজ্য উক্ত প্রসঙ্গের অন্তরানীত হইতেছে বলিয়া ক রাজ্যও যে প্রজার মঙ্গলসংসাধনে যত্নশীল ইহা আমরা সিদ্ধান্ত করিতেছি। কিন্তু এখনও তর্কটীর শেষ হইল না। এখনও আর একটি প্রতিপাদ্য আছে। ক রাজ্যটী যে উক্ত নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কর্ম্ম করে তাহা আমরা কিরূপে জানিব? কতকগুলি বুদ্ধিমান্ অস্বার্থপর লোক বলেন যে ক রাজ্যটি উক্ত প্রকারে কর্ম্ম করে তজ্জন্য ক রাজ্যটি প্রজার মঙ্গলসাধনে

সচেষ্ট। তাহা আর একটি উন্নয়ন; কারণ এস্থলেও পরিজ্ঞাত বিশেষ সত্যপুঞ্জ হইতে আমরা একটী সামান্য প্রসঙ্গ নির্দ্দেশ করিতেছি :এবং ক রাজ্যটী উক্ত সামান্য প্রসঙ্গের অন্তরানীত হইতেছে;—কতকগুলি পরিজ্ঞাত অস্বার্থপর ও বুদ্ধিমান্ লোক সত্যবাদী ইহা আমরা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জানিতে পারিয়া এই বিশেষ সত্যপুঞ্জের উপর একটী সামান্য প্রসঙ্গ (সমস্ত বুদ্ধিমান্, অস্বার্থপর লোকই সত্যবাদী) সংস্থাপিত করিতেছি। শেষোক্ত উন্নয়নটীর দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে ক রাজ্যটি প্রজাদিগের মঙ্গলসাধনে সচেষ্ট এবং তজ্জন্য আদিম ন্যায়াবয়বের মুখ্য উপাদানের অন্তর্গত, অর্থাৎ ক রাজ্যটি প্রজাদিগের মঙ্গলসাধন করায় নষ্ট হইবার নহে। পূর্ব্বের ন্যায় এস্থলেও আমরা বিশেষ সত্য হইতে নূতন একটি বিশেষ সত্যকে অনুমিত করিতেছি, কিন্তু এক্ষণে সিদ্ধান্তটি তিনটি স্বাধীন উন্নয়নের সাহায্যে প্রতিপন্ন হইতেছে। শেষোক্ত উন্নয়নত্রয়ের মধ্যে একটী মাত্রের সহিত এই নূতন সত্যটীর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষরূপে লক্ষিত হইতেছে, এবং এই সাদৃশ্য হইতে আমরা অনুমান করি যে এই নূতন সত্যটি দ্বিতীয় উন্নয়নেরও সহিত সদৃশ নিবন্ধন ইহা আবার তৃতীয় উন্নয়নের অন্তরানীত হইতেছে, অর্থাৎ সিদ্ধান্তটী সম্পূর্ণ প্রতিপন্ন হইতেছে।

আমরা এই পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ন্যায়াবয়বের মূলস্বরূপ যে স্বতঃসিদ্ধটি নির্ণীত করিয়াছি, এক্ষণে দেখা যাউক সেই স্বতঃসিদ্ধটি এই উদাহরণে খাটে কি না। "যদি নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম বা ধর্ম্মবৃন্দ দ্বিতীয় ধর্ম্ম বা ধর্ম্মবৃন্দের চিহ্ন হয়, আর দ্বিতীয় ধর্ম্ম বা ধর্ম্মবৃন্দ যদি তৃতীয় ধর্ম্ম বা ধর্ম্মবৃন্দের চিহ্ন হয় তাহা হইলে প্রথমোক্ত ধর্ম্ম বা ধর্ম্মবৃন্দ তৃতীয় ধর্ম্ম বা ধর্ম্মবৃন্দের চিহ্ন হইবে'। 'প্রজাপালন, "রাজ্যের চিরস্থায়িত্বের' চিহ্ন, 'নির্দ্দিষ্ট

প্রকারের কর্ম্ম,' 'প্রজাপালনের' চিহ্ন; 'অস্বার্থপর বুদ্ধিমান্ লোকের কথা,' 'নির্দ্দিষ্ট প্রকারের কর্ম্মের চিহ্ন'। শেষোক্ত চিহ্নটি অর্থাৎ অস্বার্থপর 'বুদ্ধিমান্ লোকের কথা' ক রাজ্য প্রত্যক্ষ লক্ষিত হইতেছে, তদ্বিষয়ে কোন অনুমানের প্রয়োজন নাই, অতএব ক রাজ্যে নির্দ্দিষ্ট প্রকারের কর্ম্ম হয়। 'নির্দ্দিষ্ট প্রকারের কর্ম্ম, প্রজাপালনের চিহ্ন' অতএব ক রাজ্যে প্রজাপালনের চিহ্ন আছে। 'প্রজাপালন, রাজ্যের চিরস্থায়িত্বের' চিহ্ন, অতএব ক রাজ্যে চিরস্থায়িত্বের চিহ্ন লক্ষিত হয়; অর্থাৎ ক রাজ্য চিরস্থায়ী হইবে (আমাদের সিদ্ধান্ত)।

২। এই উদাহরণের সিদ্ধান্তটি প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, তৎপ্রতিপাদক কোন ঘটনা বা চিহ্ন অব্যবহিত রূপে লক্ষিত হয় না। আমাদিগকে প্রতিপন্ন করিতে হইবে যে 'ক রাজ্যটি চিরস্থায়ী হইবে,' কিন্তু 'প্রজাপালন' রাজ্যের 'চিরস্থায়িত্বের' চিহ্ন। আর এই 'প্রজাপালন' চিহ্নটি ক রাজ্যে অব্যবহিতরূপে লক্ষিত হয় না। দুইটি স্বতন্ত্র উন্নয়নের সাহায্যে উক্ত চিহ্নটী লক্ষিত হয়। কিন্তু পূর্ব্বাধ্যায়ে আমরা যে সমস্ত উদাহরণ পরীক্ষা করিয়াছি তথায় মুখ্য উপাদান ব্যক্ত উন্নয়নের সহিত ভাবী সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য অব্যবহিত রূপে লক্ষিত হইয়াছে। অনুমানশৃঙ্খল এই হেতু সরল অনুমান হইতে ভিন্ন। তবে অপরিজ্ঞাত সত্যকে নির্দ্দিষ্ট উন্নয়নের অন্তরানীত করিতে হইলে যদি উক্ত সত্যে এমত কোন চিহ্ন, অব্যবহিতরূপে লক্ষিত না হয়, যদ্দ্বারা উক্ত সত্যকে প্রতিপন্ন করা যায়, অর্থাৎ উক্ত সত্যকে উক্ত উন্নয়নের অন্তরানীত করা যায়, তাহা হইলেই উক্ত সত্যকে প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনুমানশৃঙ্খলের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

অনুমানশৃঙ্খল যদিও সাতিশয় জটিল বটে কিন্তু পূর্ব্বা-

ধ্যায়ে সরল অনুমান সম্বন্ধে আমরা যে সমস্ত নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছি তৎসমুদয়ই, অনুমানের জটিলতম উদাহরণেও প্রয়োগ হইবে। অনুমানশৃঙ্খলে যে সমস্ত সামান্য প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয় তৎসমুদয় কেবল আমাদিগের স্মৃতিকে সাহায্য করিবার জন্য মাত্র। যদি মানবস্মৃতি নির্দ্দিষ্ট অনুমানশৃঙ্খলে যে সমস্ত ঘটনা প্রয়োজনীয় হয় তৎসমুদয়কেই ধারণ করিতে পারিত তাহা হইলে পরসামান্য হইতে বিশেষ না হইয়া অনুমান কার্য্যটি পূর্ব্বাধ্যায়ের উদাহরণপুঞ্জের ন্যায় বিশেষ হইতে বিশেষেই হইত। ধরিতে গেলে এস্থলেও আমরা বিশেষ হইতে বিশেষই অনুমান করিয়া থাকি। অনুমানের সরলতম উদাহরণনিচয়ে আমরা সাক্ষাৎ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট লক্ষণযুক্ত সতের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম আছে দেখিতে পাই, এবং উক্ত লক্ষণযুক্ত কোন অপরিজ্ঞাত সৎ যদি আমাদের দৃষ্টিপথে আইসে তাহা হইলে আমরা অনুমান করি যে শেষোক্ত সৎপুঞ্জেরও উক্ত ধর্ম্মাবলী আছে। অনুমানের জটিলতম উদাহরণে উপরোক্ত লক্ষণগুলি এত সহজে লক্ষিত হয় না, তজ্জন্য পূর্ব্বকৃত উন্নয়ন দ্বারা নির্ব্বাচিত উপরোক্ত লক্ষণপুঞ্জের লক্ষণনিচয়ের সাহায্যে নির্দ্দিষ্ট সতে প্রথমোক্ত লক্ষণপুঞ্জ আছে কি না তাহা আমরা জানিতে পারি। আবার এমতও হইতে পারে যে এই লক্ষণের লক্ষণনিচয় উক্ত নির্দ্দিষ্ট সতে অবস্থিতি করে কি না ইহা জানিবার জন্য অপর কতকগুলি লক্ষণ প্রয়োজনীয় হইবে। এইরূপে নির্দ্দিষ্ট অনুমানশৃঙ্খলকে যত ইচ্ছা দীর্ঘ করা যাইতে পারে।

৩। জটিল বিজ্ঞানসমূহে অবনয়ন গুলি এক মাত্র শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে না। কতকগুলি স্বতন্ত্র শৃঙ্খল শেষে মিলিত হয় এমতও অনেক উদাহরণ আছে। জটিল বিজ্ঞানসমূহ,

ক খ এর চিহ্ন; খ, গ এর চিহ্ন; গ ঘ এর চিহ্ন অতএব ক খ এর চিহ্ন, সকলস্থানে এত সরলরূপে ব্যক্ত হয় না। অনেক সময়ে ক খ এর চিহ্ন, গ ঘ এব চিহ্ন, চ প এর চিহ্ন, খ, ঘ ও প, ম এর চিহ্ন অতএব ক, গ, চ ও প, ম এর চিহ্ন, এই রূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে। এস্থলে কতকগুলি অবনয়ন শৃঙ্খল যদিও পরস্পর স্বতন্ত্র বটে কিন্তু শেষে মিলিত হইয়াছে, অর্থাৎ শেষে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধটি নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

এইরূপ স্বতন্ত্র অনুমান শৃঙ্খলবৃন্দকে এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করাই অবনয়নসিদ্ধ বিজ্ঞানপুঞ্জের কর্ম্ম। যে সমস্ত বিজ্ঞান অবনয়নসিদ্ধ নহে সে সমস্ত বিজ্ঞানে উন্নয়ন গুলি স্বতন্ত্র থাকে পরস্পরের সহিত কোন সম্বন্ধই থাকে না, যথা ক খ এর চিহ্ন গ ঘ এর চিহ্ন, চ প এর চিহ্ন ইত্যাদি। অবনয়নসিদ্ধ বিজ্ঞান-পুঞ্জে এই স্বতন্ত্র উন্নয়নবৃন্দের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়া উক্ত উন্নয়নগুলি এক রজ্জুতে আবদ্ধ হয়। অবনয়নসিদ্ধ বিজ্ঞানবৃন্দ উন্নযনের উপর সম্যক্ নির্ভর করে বটে, কিন্তু এমত কোন অপরিজ্ঞাত সত্য উপস্থিত হইতে পারে যাহাকে নির্দ্দিষ্ট উন্নয়নেব অন্তরানীত করিতে হইলে কেবল সাক্ষাৎ পর্য্যবেক্ষণ মাত্র দ্বারা হয় না; এমত কোন অপরিজ্ঞাত সত্য উপস্থিত হইতে পারে যাহাকে নির্দ্দিষ্ট উন্নয়নের অন্তরানীত করিতে হইলে অনেক গুলি অপরাপর উন্নয়নের সাহায্য ব্যতীত আনা যায় না। 'যে সমস্ত রাজ্য প্রজাপালনে যত্নশীল সেই সমস্ত রাজ্য বহুকালস্থায়ী।' ক রাজ্যটি প্রজাপালনে যত্ন-শীল; অতএব ক 'রাজ্যও বহুকাল স্থায়ী হইবে' এই উদাহরণে আমরা দেখাইয়াছি যে 'ক রাজ্য বহুকাল স্থায়ী হইবে' এই নূতন সত্যটি প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা মুখ্য উপাদানে (উন্নয়নের) অন্তরানীত হইতে পারে না, যে এই অপরিজ্ঞাত সত্যকে

উক্ত উন্নয়নের অন্তরানীত করিতে হইলে অনেকগুলি স্বাধীন উন্নয়ন প্রয়োজনীয় হয়, যে কেবল একটি মাত্র উন্নয়নের সহিত এই অপরিজ্ঞাত সত্যটির সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, আর উক্ত উন্নয়নটি আরও একটী উন্নয়নের সাহায্যে মুখ্য উপাদানের (উন্নয়নের) অন্তরানীত হয়। তবে কোন অপরিজ্ঞাত সত্য উপস্থিত হইলে সেই সত্যকে নির্দ্দিষ্ট উন্নয়নের অন্তরানীত করিবার নিমিত্ত অপরাপর কতকগুলি স্বাধীন উন্নয়নকে এরূপে সংবদ্ধ করিতে হইবে যে শেষোক্ত উন্নয়নগুলির সাহায্যে অপরিজ্ঞাত সত্যটি উক্ত নির্দ্দিষ্ট উন্নয়নের অন্তরানীত হয়,—এইটিই অবনয়নসিদ্ধ বিজ্ঞানের প্রধান কর্ম্ম।

অবনয়নসিদ্ধ বিজ্ঞানবৃন্দের মধ্যে ক্ষেত্রতত্ত্ব অত্যুচ্চ পদস্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। আমরা এক্ষণে ক্ষেত্রতত্ত্বের একটী প্রসঙ্গকে পরীক্ষা করিয়া দেখিব। যদি ক্ষেত্রতত্ত্বের মুখ্য উপাদানপুঞ্জকে উন্নয়নের ফল বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে ইউক্লিডের পঞ্চদশ প্রসঙ্গকে আমরা নিম্নলিখিত অনুমানশৃঙ্খল দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে পারি। একটী সরল রেখার উপর অপর একটি সরল রেখা পড়িলে বিপরীত কোণ গুলি সমান হইবে কি না, ইহাই আমাদের পরীক্ষার বিষয়।

ক খ এই সরল রেখাটির উপর গ ঘ এই সরল রেখাটী পড়িয়াছে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে ক চ ঘ এই কোণটি গ চ খ এই কোণের সহিতও ক চ গ এই কোণটি ঘ চ খ এই কোণের সহিত সমান কি না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে কোন্ কোন্ উন্নয়ন দ্বারা সমানতা ও অসমানতা অনুমিত হইতে পারে, ক্ষেত্রতত্ত্বের মুখ্য উপাদান পুঞ্জের মধ্যে কোণ গুলি সমানতা ও কোণ গুলি অসমানতা-সম্বন্ধে নির্দ্দেশ হইয়াছে। সমানতা অনুমিত করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত মুখ্য উপাদানগুলি আছে;—দুই অথবা বহু রাশি তৃতীয় রাশির সহিত সমান হইলে পরস্পরের সহিতও সমান হইবে। এক নির্দ্দিষ্ট রাশি তাহার সমগ্র ভগ্নাংশের সমষ্টির সহিত সমান হইবে। দুই অথবা বহু সমান রাশিতে সমান রাশি যোগ করিলে, যোগ ফল সমূহও সমান হইবে। দুই অথবা বহু সমান রাশি হইতে সমানাংশ বিযুক্ত হইলে অবশিষ্টেরা সমান হইবে। সমবিস্তার সমস্ত রাশি সমান। অসমানতা অনুমিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত উন্নয়নবৃন্দ আছে— নির্দ্দিষ্ট রাশি তদীয় প্রত্যেক ভগ্নাংশের সহিত অসমান। সমান রাশি বৃন্দ ও অসমান রাশিবৃন্দের যোগ ফল অসমান। সমান রাশিবৃন্দ ও অসমান রাশিবৃন্দের বিয়োগ ফল অসমান। তবে সমানতা ও অসমানতা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত সর্ব্বশুদ্ধ আটটি উন্নয়ন আছে। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে আমাদিগের পরীক্ষার বিষয়টি এই উন্নয়ন গুলির কোনটির অন্তরানীত হইতে পারে। একটী সরল রেখার উপর অপর একটি সরল রেখা পড়িলে, যে চারিটি কোণ উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে বিপরীত কোণগুলির সমানতা বা অসমানতা ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ রূপে উপরোক্ত উন্নয়নবৃন্দের একটিরও অন্তরানীত হইতে পারে না। উল্লিখিত

উন্নয়ন গুলি দ্বারা সমানতা ও অসমানতা সম্বন্ধে কতকগুলি লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে। দেখিতে হইবে আমাদের পরীক্ষার বিষয়টি উক্ত লক্ষণ গুলিকে ধারণ করে কি না। এবং স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বিপরীত কোণ গুলি (আমাদিগের পরীক্ষার বিষয়) পূর্ব্বোল্লিখিত উন্নয়নবৃন্দের মধ্যে একটির দ্বারা ব্যক্ত লক্ষণপুঞ্জ ধারণ করে। আর সেই উন্নয়নটী,—"দুই অথবা বহু সমান রাশি হইতে সমানাংশ বিযুক্ত হইলে অবশিষ্টেরা সমান হইবে।"

এক্ষণে দেখা যাউক কি রূপে আমাদিগের পরীক্ষার বিষয়কে এই উন্নয়নটিব অন্তরানীত করা যায়।

ইউক্লিড তাঁহার পঞ্চদশ প্রসঙ্গকে তাঁহার ত্রয়োদশ প্রসঙ্গের সাহায্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ক্ষেত্রতত্ত্বের মুখ্য উপাদান সমূহ হইতে প্রথমোক্ত প্রসঙ্গকে প্রতিপন্ন করিব, কারণ অবনয়ন সিদ্ধ সত্য নিচয়কে তাহাদিগের আদিম উন্নয়নভিত্তি হইতে অনুমান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব চ বিন্দু হইতে দুইটি সরল রেখা চ ছ ও চ প এরূপে টানা গেল যে ক চ ছ, ছ চ খ, প চ গ, প চ ঘ এই কোণ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকেই একটি সমকোণ হইবে।

প্রথম উন্নয়ন।

নির্দ্দিষ্ট রাশি তাহার সমগ্র ভগ্নাংশের সমষ্টির সহিত সমান।
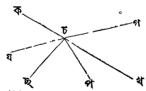
ক চ ঘ, ও ঘ চ ছ এই কোণদ্বয়ের সমষ্টি, ক চ ছ এই কোণের সমগ্র ভগ্নাংশের সমষ্টি;
অতএব ক চ ঘ ও ঘ চ ছ এই কোণদ্বয়ের সমষ্টি, ক চ ছ এই কোণের সহিত সমান।

——ঘ চ ছ, ও ছ চ খ এই কোণদ্বয়ের সমষ্টি, ঘ চ খ এই কোণের সমগ্র ভগ্নাংশের সমষ্টি,
অতএব ঘ চ ছ ও ছ চ খ এই কোণদ্বয়ের সমষ্টি, ঘ চ খ এই কোণের সহিত সমান।

দ্বিতীয় উন্নয়ন।

দুই অথবা বহু সমান রাশিতে সমান রাশি যোগ করিলে যোগ ফল সমূহও সমান হইবে।

ক চ ঘ ও ঘ চ ছ এই কোণদ্বয়ের সমষ্টি ও ক চ ছ এই সমান রাশিদ্বয়ের উভয়েই, খ চ ছ এই কোণ (সমানরাশি) যোগ হইল।

অতএব ক চ খ, ঘ চ ছ, ছ চ খ এই কোণত্রয়ের সমষ্টি, ক চ ছ, খ চ ছ এই কোণদ্বয়ের সমষ্টির সহিত সমান। কিন্তু প্রথম উন্নয়নে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ঘ চ ছ ও ছ চ খ এই কোণদ্বয়ের সমষ্টি, ঘ চ খ এই কোণের সহিত সমান,
অতএব ক চ ঘ ও ঘ চ খ এই কোণদ্বয়ের সমষ্টি, ক চ ছ ও ছ চ খ এই কোণদ্বয়ের সমষ্টির সহিত সমান।

তৃতীয় উন্নয়ন।

দুই অথবা বহুরাশি তৃতীয় রাশির সহিত সমান হইলে পরস্পরের সহিত ও সমান হইবে।
ক চ ঘ, ঘ চ খ এই কোণদ্বয়ের সমষ্টি ও দুই সমকোণের সমষ্টি উভয়েই ক চ ছ ও ছ চ খ এই কোণদ্বয়ের সমষ্টির সহিত সমান,
অতএব ক চ ঘ ও ঘ চ খ এই কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণের সহিত সমান।
কেবল কোণগুলির নাম মাত্র পরিবর্ত্তিত করিলে অবিকল এই অনুমান প্রণালীর সাহায্যে প্রতিপন্ন হইবে যে ঘ চ খ ও গ চ খ এই কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণের সহিত সমান।

তৃতীয় উন্নয়ন—মুখ্য উপাদান।

ক চ ঘ, ঘ চ খ এই কোণদ্বয়ের সমষ্টি, ও ঘ চ খ, গ চ খ এই কোণদ্বয়ের সমষ্টি, উভয়েই দুই সমকোণের সহিত সমান
অতএব ক চ ঘ ও ঘ চ খ এই কোণদ্বয়ের সমষ্টি, ঘ চ খ ও গ চ খ এই কোণদ্বয়ের সমষ্টির সহিত সমান।

চতুর্থ উন্নয়ন।

দুই অথবা বহুসমানরাশি হইতে সমানাংশ বিযুক্ত হইলে অবশিষ্টেরা সমান হইবে।

ক চ ঘ ও ঘ চ খ এই কোণদ্বয়ের সমষ্টি ও ঘ চ খ, গ চ খ এই কোণদ্বয়ের সমষ্টি, এই সমান রাশিদ্বয়ের উভয় হইতেই ঘ চ খ এই সমান অংশটি বিযুক্ত হইল।

অতএব অবশিষ্ট ক চ ঘ, অবশিষ্ট গ চ খ এর সহিত সমান।

আর ক চ ঘ ও গ চ খ এই দুইটী বিপরীত কোণ। উল্লিখিত উন্নয়ন গুলির সাহায্যে এইরূপে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে যে ক চ গ ও ঘ চ খ এই বিপরীত কোণদ্বয়ও সমান। তবে প্রতিপন্ন হইল যে এক সরল রেখার উপর অপর একটী সরল রেখা পড়িলে বিপরীত কোণগুলি পরস্পর সমান হইবে।

এখানে সমানতা বা অসমানতা প্রতিপাদক উন্নয়ন গুলির কোন্‌টি প্রথমে প্রয়োগ হইতে পারে,—এই নূতন বিষয়টি প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে উক্ত উন্নয়ননিচয়ের কোন্‌টীর অন্তর্নীত হইতে পারে—তাহা স্থির করাই কঠিন। কতক গুলি স্বতন্ত্র উন্নয়নকে এরূপে সংবদ্ধ করা যে অসংখ্য সত্যনিচয় তাহাদিগের অন্তর্নীত হইবে, ইহাই যে অবনয়ন সিদ্ধ বিজ্ঞানের কর্ম্ম, তাহা বোধ হয় এই উদাহরণ হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। ক্ষেত্রতত্ত্বের স্বতঃসিদ্ধ ও ব্যাখ্যাগুলির সমস্তই উন্নয়ন। আর এই বিজ্ঞানের অবশিষ্টাংশ কেবল অপবিজ্ঞাত বিশেষ সত্য নিচয়কে উক্ত উন্নয়ন সমূহের অন্তর্নীত করা মাত্র, অর্থাৎ উক্ত উন্নয়ন গুলিকে মুখ্য উপাদান করিয়া নির্দ্দিষ্ট উপনয়কে প্রতিপন্ন করা মাত্র। এই উন্নয়ন গুলি দ্বারা যে সমস্ত চিহ্ন ব্যক্ত হয়, সেই সমস্তকে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে সংবদ্ধ করিলে যে সত্যনিচয় ক্ষেত্রতত্ত্বের বিষয়, তৎসমুদয়ই প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু উক্ত চিহ্নবৃন্দকে উক্ত প্রকারে সংবদ্ধ করাই কঠিন। চিহ্নবৃন্দ সংখ্যায় এত অল্প যে তাহাদিগকে সংবদ্ধ করিয়া অপরিজ্ঞাত সত্য প্রতিপন্ন করিতে গেলে বিশেষ দক্ষতা ও নৈপুণ্য

প্রয়োজনীয়। আর এই চিহ্নগুলিকে এই রূপে সংবদ্ধ করণই অবনয়ন বা অনুমানশৃঙ্খলের কর্ম্ম। অতএব ক্ষেত্রতত্ত্ব যে অবনয়ন সিদ্ধ বিজ্ঞান তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

৪। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে যে সমস্ত বিজ্ঞান অবনয়ন সিদ্ধ নহে তৎসমুদয়ে উন্নয়নগুলি সর্ব্বদা স্বতন্ত্র থাকে, তৎসমুদয়ে উন্নয়নগুলি এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে পারে না। অবনয়নসিদ্ধ বিজ্ঞান অনুমানশৃঙ্খলের দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে। কিন্তু যে সমস্ত বিজ্ঞান অবনয়নসিদ্ধ নহে তৎসমুদয় কেবল কতকগুলি স্বাধীন, স্বতন্ত্র উন্নয়ন দ্বারা ব্যক্ত হয়। ক খএর চিহ্ন, খ গএর চিহ্ন, গ ঘএর চিহ্ন, অতএব ক ঘএর চিহ্ন; অথবা ক ঘএর চিহ্ন, ম পএর চিহ্ন, চ ছএর চিহ্ন ও ব, ক ম ও চএর চিহ্ন অতএব ব, ঘ প ও ছএর চিহ্ন. ইহা অবনয়নসিদ্ধ বিজ্ঞানের নিদর্শন স্বরূপ। ক, খএর চিহ্ন, ম পএর চিহ্ন, চ ছএর চিহ্ন ইহা যে সমস্ত বিজ্ঞান অবনয়ন সিদ্ধ নহে তৎসমুদয়ের নিদর্শন স্বরূপ। যে সমস্ত বিজ্ঞানে অপবিজ্ঞাত সত্যনিচয়, জ্ঞাত উন্নয়নবৃন্দ হইতে অনুমিত হইতে পারে তৎসমুদয়ই অবনয়ন-সিদ্ধ। আর যে সমস্ত বিজ্ঞানে অপবিজ্ঞাত সত্যনিচয় কোন জ্ঞাত উন্নয়ন হইতে অনুমিত হইতে পারে না, কেবল মাত্র সাক্ষাৎ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় সেই বিজ্ঞানসমূহ অবনয়ন-সিদ্ধ নহে। যে সমস্ত বিজ্ঞান ন্যায়াবয়ব শৃঙ্খল দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে তাহারাই অবনয়নসিদ্ধ। আর যে সমস্ত বিজ্ঞানের বিষয় এক এক স্বতন্ত্র ন্যায়াবয়বের দ্বারা ব্যক্ত হয়, এবং উক্ত ন্যায়াবয়ব গুলির পরস্পর কোন সম্বন্ধ থাকে না সেই সমস্ত বিজ্ঞানই অবনয়নসিদ্ধ নহে। যে বিজ্ঞান অবনয়ন সিদ্ধ নহে সে বিজ্ঞান কেবল স্বাধীন পর্য্যবেক্ষণপুঞ্জের উপর নির্ভর করে। সাক্ষাৎ পরীক্ষা মাত্রের সাহায্যে যে সমস্ত বিজ্ঞানের কর্ম্ম হইয়া

থাকে তৎসমুদয় অবনয়ন সিদ্ধ নহে। অতএব পরীক্ষা সাপেক্ষ বিজ্ঞানে ও অবনয়নসিদ্ধ বিজ্ঞানে বৈপরিত্য সম্বন্ধ আছে। উভয়-বিধ বিজ্ঞানেই উন্নয়ন কার্য্যটী প্রয়োজনীয়। কিন্তু অবনয়ন সাপেক্ষ বিজ্ঞানে নির্দ্দিষ্ট উন্নয়নপুঞ্জকে নির্দ্দিষ্টপ্রকারে সংবদ্ধ করিয়া অপরিজ্ঞাত সত্যকে প্রতিপন্ন করা যায়। আর পরীক্ষা-সাপেক্ষ বিজ্ঞানে প্রত্যেক অপরিজ্ঞাত সত্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য এক একটি স্বতন্ত্র উন্নয়ন প্রয়োজনীয় হয়। তবে উন্নয়ন ও অবনয়নে বৈপরীত্য সম্বন্ধ নাই। 'পরীক্ষাসাপেক্ষ' ও 'অবনয়ন সাপেক্ষ' এই পদদ্বয়ে মাত্র বৈপরীত্য আছে।

কিন্তু কালক্রমে পরীক্ষা সাপেক্ষ বিজ্ঞানও অবনয়নসাপেক্ষ হইতে পারে। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইলাম যে পরীক্ষা-সাপেক্ষ বিজ্ঞানের বিষয়গুলি পরস্পর স্বাধীন ও অনন্যসাপেক্ষ কিন্তু এমত কোন নূতন সত্যের আবিষ্কার হইতে পারে যাহা উক্ত স্বতন্ত্র সত্যনিচয়কে এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারে। এমত কোন নূতন সত্যের আবিষ্কার হইতে পারে যাহা উক্ত স্বতন্ত্র সত্যনিচয়ের পরস্পর একটী সম্বন্ধ নির্ণীত করিয়া তাহাদিগকে এক শৃঙ্খলে সংবদ্ধ করিতে পারে। ক খএর চিহ্ন, গ ঘএর চিহ্ন, চ পএর চিহ্ন, এইটি পরীক্ষাসাপেক্ষ বিজ্ঞানের নিদর্শন। কিন্তু এমত কোন নূতন সত্যের আবিষ্কার হইতে পারে যাদ্দ্বারা খ গএর চিহ্ন ইহা প্রতিপন্ন হইবে। আর খ গএর চিহ্ন হইলে অবনয়ন দ্বারা ক ঘএর চিহ্ন ইহা অনুমিত হইল। অতএব এই পরীক্ষাসাপেক্ষ বিজ্ঞানটী অবনয়নসাপেক্ষ হইল।

পরীক্ষাসাপেক্ষকে অবনয়নসাপেক্ষ বিজ্ঞানে পরিবর্ত্তিত করিবার প্রধান যন্ত্র গাণিতিক তত্ত্ব। গাণিকতত্ত্বের প্রভাবে অনেক পরীক্ষাসাপেক্ষ বিজ্ঞান অবনয়নসাপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বস্থ সমস্ত সৎই সংখ্যাকৃত হইতে পারে। প্রায়

সমস্ত ধর্ম্মেই এক সৎ অপর হইতে বিভিন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু সংখ্যা ধর্ম্মটি সকল সতেরই আছে। বিশ্বে এমন কোন সৎ নাই যাহাকে সংখ্যা করা যায় না। গাণিতিক তত্ত্বে ব্যক্ত সত্যনিচয় সতের পরিমাণ মাত্র সম্বন্ধে প্রয়োগ হয়। কিন্তু যদি নির্দ্দিষ্ট ঘটনাপুঞ্জের ধর্ম্মনিচয়ের নির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তনের সহিত, উক্ত ঘটনাপুঞ্জের পরিমাণ ও পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে পরিমাণের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে গাণিতিকতত্ত্বের উন্নয়নসমূহ, উক্ত ঘটনাপুঞ্জের ধর্ম্মের উক্ত পরিবর্ত্তনের চিহ্নস্বরূপ হইয়া পড়ে। আর গাণিতিকতত্ত্ব অবনয়নসিদ্ধ বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পদস্থ অতএব উল্লিখিত প্রকারের ধর্ম্মবৃন্দও অবনয়নসাপেক্ষ হইল।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রামাণিকতা ও অসংশয়িত সত্য।

১। পূর্ব্বাধ্যায়ে আমরা দেখিলাম যে, গাণিতিকতত্ত্বও উন্নয়ন সাপেক্ষ, যে, অবনয়ন কার্য্যের ভিত্তিই উন্নয়ন। তবে অবনয়নসিদ্ধ বিজ্ঞানপুঞ্জকে সমগ্র বিজ্ঞানের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অসংশয়িত বলা যায় কেন? যদি সমস্ত অবনয়নই বিশুদ্ধ উন্নয়নের উপর সংস্থাপিত হইতেছে, তবে যে বিজ্ঞান অবনয়ন সোপানে সর্ব্বাগ্রগামী, তাহাকেই মাত্র, সর্ব্বাপেক্ষা অসংশয়িত বলা যায় কেন? ক্ষেত্রতত্ত্বের সত্যনিচয়কে একেবারে অসংশয়িত বলিবার কারণ কি? রসায়ন বিজ্ঞানের বিষয় কত-

কগুলি স্বতন্ত্র উন্নয়ন। উক্ত উন্নয়নবৃন্দ এক শৃঙ্খলে সংবদ্ধ হয় না, অর্থাৎ উহারা অবনয়নের অন্তরানীত হয় না। এই জন্য রসায়ন দ্বারা ব্যক্ত সত্যনিচয়কে অনেকে অনিশ্চিত বলিয়া থাকেন। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, যে সমস্ত বিজ্ঞান পরীক্ষাসাপেক্ষ, অর্থাৎ যে সমস্ত বিজ্ঞানে অবনয়ন প্রথা প্রয়োগ হইতে পারে না, সেই সমস্ত বিজ্ঞানই অনিশ্চিত, যে তাহারা গাণিতিকতত্ত্বের ন্যায় অসংশয়িত নহে। ইহার কারণ কি? কিসের প্রভাবে গাণিতিকতত্ত্ব এতদূর অসংশয়িত হইয়াছে?

২। ক্ষেত্রতত্ত্বের সত্য নিচয় ব্যাখ্যা ও স্বতঃ সিদ্ধ সমূহ হইতে অবনয়ন দ্বারা অনুমিত হইয়া থাকে। ক্ষেত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যা গুলিকে এক্ষণে আমরা পরীক্ষা করিব। কেবলমাত্র ব্যাখ্যা হইতে ব্যাখ্যাত কথার অর্থ ব্যতীত অন্য কোন নূতন প্রসঙ্গ নির্দ্দেশ হইতে পারে না ইহা আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি। আমরা অপরও দেখাইয়াছি যে যাহা কিছু ব্যাখ্যা হইতে অনুমিত হইতে পারে তাহা উক্ত ব্যাখ্যার বিষয় (নির্দ্দিষ্ট সৎ) বিশ্বে আছে বলিয়াই হইতে পারে। কিন্তু ক্ষেত্র তত্ত্বের ব্যাখ্যা সমূহের বিষয় কোন সৎ বিশ্বে নাই। ক্ষেত্র তত্ত্বের ব্যাখ্যানুযায়ী বিন্দু বিশ্বে দেখিতে পাওয়া যায় না— পরিমাণবিহীন বিন্দু বিশ্বে নাই। প্রস্থ বিহীন রেখা বিশ্বে নাই। এমন কোন সমচতুর্ভুজ বিশ্বে দৃষ্ট হয় না যাহার চারিটি ভুজই পরস্পরের সহিত সর্ব্বতোভাবে সমান। ক্ষেত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যানুযায়ী সৎপুঞ্জ আমাদের এ পৃথিবীতে থাকা একেবারে অসম্ভব। এমন কি ক্ষেত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যানুযায়ী সৎ নিচয়কে আমরা মনে করিতেও পারি না। তবে কি ক্ষেত্রতত্ত্বের বিষয় একেবারে কাল্পনিক? কোন প্রাকৃতিক বা মানসিক সৎ

সম্বন্ধে ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রসঙ্গপুঞ্জ নির্দ্দেশ হয় না। তবে কি ক্ষেত্র-তত্ত্বের বিষয় অভূত? কিন্তু বিজ্ঞান মাত্রেরই বিষয় থাকিতে হইবে। ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্বন্ধে এই মতটি কিরূপে প্রয়োগ হইবে? সমস্ত বহির্বিষয় আমরা ইন্দ্রিয় পরিচালনা দ্বারা মাত্র উপলব্ধি করিয়া থাকি। এবং পরিমাণ বিহীন বিন্দু বিশ্বে নাই, অতএব ইন্দ্রিয় পরিচালনা দ্বারা তাহার উপলব্ধি হইতে পারে না। বিন্দু বলিলেই 'বিস্তৃতির ক্ষুদ্রতম অংশ' বুঝায়—তাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ সমস্তই আছে। কিন্তু একটি মনোবৃত্তির প্রভাবে আমরা নির্দ্দিষ্ট সত্তের ধর্ম্মবৃন্দের একটি মাত্রাকে অবলম্বন করিয়া ও অপর সমস্ত গুলিকে আবর্জ্জিত করিয়া, উক্ত সৎকে এক ধর্ম্ম-যুক্ত মাত্র স্থির করিয়া চিন্তা করিতে পারি। এই মনোবৃত্তির কার্য্য আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। শ্রেণীবন্ধনে এই মনো-বৃত্তিটী সম্যক্ পরিচালিত হইয়া থাকে।

'বিন্দু' বলিলে 'বিস্তৃতির ক্ষুদ্রতম অংশ' বুঝায়। আর সেই বিস্তৃতির ক্ষুদ্রতম অংশের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ইত্যাদি পরিমাণ আছে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আমরা যে মনোবৃত্তির উল্লেখ করিলাম তাহার প্রভাবে পরিমাণ ধর্ম্মবৃন্দকে একেবারে আবর্জ্জিত করিয়া আমরা 'বিন্দুকে' চিন্তা করিতে পারি। এবং এইরূপ বিন্দুই ক্ষেত্রতত্ত্বের বিন্দু। এইরূপে প্রকৃততঃ বিশ্বে সরল রেখা বা সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ সমচতুর্ভুজ না থাকিলেও ক্ষেত্রতত্ত্বের সরল রেখা ও সমচতুর্ভুজকে আমরা চিন্তা করিতে পারি। ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রসঙ্গ সমূহ তবে প্রাকৃতিক সংসম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে সত্য হইতে পারে না। কারণ প্রকৃততঃ বিশ্বে বিন্দুর পরিমাণ আছে, প্রকৃততঃ বিশ্বে সমচতুর্ভুজ সর্ব্বতো-ভাবে ক্ষেত্রতত্ত্বের সমচতুর্ভুজ নহে। ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রসঙ্গপুঞ্জ তবে প্রাকৃতিক কার্য্যে প্রয়োগ হইলে কিয়দংশ মিথ্যা হইবে।

বাস্তবিক কোন সরল রেখা সম্বন্ধে ক্ষেত্রতত্ত্বের কোন প্রসঙ্গ প্রয়োগ হইলে, কিছু না কিছু বৈলক্ষণ্য থাকেই। কারণ বাস্তবিক সরল রেখার প্রস্থ আছে, এবং বাস্তবিক সরল রেখা ক্ষেত্রতত্ত্বের সরল রেখার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে সরল নহে।

তবে ক্ষেত্রতত্ত্বের সত্যনিচয় প্রকৃততঃ অসংশয়িত নহে। ক্ষেত্রতত্ত্বের সত্যনিচয় নির্দ্দিষ্ট বহির্বিষয় সম্বন্ধে প্রয়োগ হইলে কিছু না কিছু বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। তবে ক্ষেত্রতত্ত্বকে যে অব্যর্থ বলা যায় তাহা কেবল ভ্রান্তি মাত্র। ক্ষেত্রতত্ত্বের নিশ্চয়তা কিয়দংশে কাল্পনিক। তবে যদি এমনই হইল যে ক্ষেত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যানুযায়ী সৎপুঞ্জ বিশ্বে নাই, আবার যখন অভূত বস্তুকে বিষয় করিয়া কোন বিজ্ঞান সংস্থাপিত হইতে পারে না, তখন বিশ্বে যেরূপ রেখা, কোণ ও চক্র আছে সেইগুলিকেই ক্ষেত্রতত্ত্বের বিষয় বলিয়া ধরিতে হইবে। আর ক্ষেত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যাগুলিকে সেই প্রাকৃতিক সৎপুঞ্জ সম্বন্ধে উন্নয়ন বলিতে হইবে। সেই উন্নয়নবৃন্দ একেবারে অদুষ্ট। চক্রের ব্যাসার্দ্ধ সমূহ সমান—এই সত্যটি বিশ্বস্থ সমস্ত চক্র সম্বন্ধেই প্রযুজ্য। এই সত্যটী কোন চক্র সম্বন্ধেই সর্ব্বতো ভাবে সত্য নহে, কিন্তু প্রায় সত্য বটে—এতদূর সত্য যে সম্পূর্ণরূপে সত্য না হওয়ায় কার্য্য ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। যেস্থলে এই সত্যটী প্রয়োগ করিলে কার্য ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেস্থলে ইহার সহিত আরও এমত কতকগুলি প্রসঙ্গ এরূপে সংযোজিত করিতে হইবে যে তদ্দ্বারা উক্ত ক্ষতিটি পূর্ণ হইবে। এইরূপে ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রসঙ্গ প্রাকৃত বিজ্ঞানে প্রয়োগ করিলে, উক্ত প্রসঙ্গ বিশ্বস্থ বিষয় সম্বন্ধে প্রায় মাত্র সত্য হওয়ায়, সিদ্ধান্তে যে দোষ জন্মিবার সম্ভাবনা, সেই দোষকে সংশোধিত করণ জন্য অন্য এক প্রসঙ্গপুঞ্জ প্রয়োগ

হইয়া থাকে। প্রাকৃত বিজ্ঞানে তাপজনিত বিকারণ যে যে স্থলে বিবেচিত হইয়াছে সেই সেই স্থলে ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রসঙ্গপুঞ্জের সহিত অন্য এক প্রসঙ্গমালা সংযোজিত না হইলে সিদ্ধান্তটি দুষ্ট হয়।

ক্ষেত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যাসমূহ তবে প্রাকৃতিক সংনিচয়ের ব্যাখ্যা নহে। ক্ষেত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যানুযায়ী সংপুঞ্জ আমরা বহির্বিশ্বে দেখি না ও তন্নিবন্ধন উপলব্ধিও করি না। ক্ষেত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যাবৃন্দকে আমরা প্রথম হইতেই ধরিয়া লই মাত্র। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সত্তের নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মবৃন্দ আছে। আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধন জন্য উক্ত ধর্ম্মবৃন্দ হইতে আমরা একটীমাত্রকে লইয়া অপরগুলিকে একেবারে অগ্রাহ্য করি। প্রথমতঃ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সত্তের কি কি ধর্ম্ম আছে তাহা আমরা স্থির করি। তাহার পর অবকর্ষণ মানসিক বৃত্তির প্রভাবে উক্ত ধর্ম্মবৃন্দের মধ্যে প্রয়োজন মতে এক বা অধিক ধর্ম্মকে উক্ত ধর্ম্মপুঞ্জ হইতে বিযুক্ত করি। "প্রস্থ বিহীন দৈর্ঘ্যকে রেখা বলে"—ইহা ক্ষেত্রতত্ত্বে রেখার ব্যাখ্যা। বস্তুতঃ দেখিতে গেলে প্রাকৃতিক রেখার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও স্থূলতা এ তিন ধর্ম্মই আছে। কিন্তু অবকর্ষণবৃত্তির প্রভাবে ক্ষেত্রতত্ত্বের রেখা হইতে প্রস্থ ও স্থূলতা পরিত্যক্ত হইতেছে। রেখার একটি মাত্র প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, অর্থাৎ দৈর্ঘ্যটি কেবল অবলম্বিত হইয়া অন্য ধর্ম্মদ্বয় উপেক্ষিত হইতেছে। তবে ক্ষেত্রতত্ত্বের সত্য পুঞ্জকে অসংশয়িত বলা যায় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে উক্ত সত্যবৃন্দ ক্ষেত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যানিচয় হইতে সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকে। ক্ষেত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যাগুলির প্রকৃতিই এইরূপ যে তাহাদিগের সমস্তগুলিকে পাওয়া গেলে উপরোক্ত সত্যপুঞ্জকে অনুমিত হইতে হইবেই। ইতিপূর্ব্বেই আমরা

দেখিলাম যে ক্ষেত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যাগুলি কোন প্রাকৃতিক সত্যের ব্যাখ্যা নহে—যে উক্ত ব্যাখ্যাগুলিকে ধরিয়া লইতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়াই ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রসঙ্গসমূহ দুষ্ট নহে। ক্ষেত্র তত্ত্বে ব্যক্ত ত্রিভুজ, সরল রেখা, ও কোণের ব্যাখ্যা পাওয়া গেলে, নির্দ্দিষ্ট ত্রিভুজদ্বয়ের একটির একটি ভুজ ও দুইটি কোণ অপরটির একটী ভুজও দুইটি কোণের সহিত সমান হইলে, উক্ত ত্রিভুজদ্বয়ও পরস্পর অবশ্য সমান হইবে। ব্যাখ্যাগুলি ক্ষেত্র তত্ত্বের প্রসঙ্গপুঞ্জের ভিত্তি স্বরূপ। ভিত্তির স্থায়িত্বের উপর ক্ষেত্রতত্ত্বের সত্যনিচয় নির্ভর করে।

তবে ক্ষেত্রতত্ত্বের সত্য নিচয় ব্যাখ্যা পুঞ্জ হইতেই সমুদ্ভাসিত। ক্ষেত্রতত্ত্বের সত্য নিচয়, ধরিতে গেলে, ব্যাখ্যা সমূহ দ্বারা ব্যক্ত আকার পুঞ্জের উৎপন্ন ধর্ম্ম মাত্র। দুইটি ত্রিভুজের, একটির একটি ভুজ ও দুইটি কোণ, অপরটির একটি ভুজ ও দুইটি কোণের সহিত সমান হইলে, ত্রিভুজদ্বয়ও পরস্পরের সহিত সমান হইবে। এই প্রসঙ্গটি ক্ষেত্রতত্ত্বে ত্রিভুজ, সরল রেখা ও কোণের যেরূপ ব্যাখ্যা আছে তাহার ফল মাত্র। উক্ত ব্যাখ্যাগুলি যদি সত্য হয় তাহা হইলে এ প্রসঙ্গটিও সত্য হইবে। কিন্তু আমরা এই মাত্র দেখিলাম যে ব্যাখ্যাগুলি সর্ব্বতোভাবে সত্য নহে। তবে কি ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রসঙ্গপুঞ্জ সর্ব্বতোভাবে সত্য নহে? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে ক্ষেত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যাপুঞ্জ হইতে এই প্রসঙ্গ গুলি যত দূর সমুদ্ভাসিত তত দূর ইহারা সত্য। আর ক্ষেত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যা পুঞ্জও মিথ্যা নহে। তাহারা সর্ব্বতোভাব সত্য নহে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া একবারে মিথ্যাও নহে। নির্দ্দিষ্ট সত্তের সমগ্র ধর্ম্মাবলীর মধ্যে এক বা দুই ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক এই ব্যাখ্যাগুলি বিরচিত হয়। অন্যান্য ধর্ম্ম নিচয় আবর্জ্জিত হয়। অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মাবলীর এক বা

দুইটি'কে অধিকতম প্রাধান্য দান করিয়া, অপর গুলিকে এত দূর অগ্রাহ্য করা হয়, যে তাহারা একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়ে। তবে ক্ষেত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যাগুলির প্রত্যেকেই নির্দ্দিষ্ট সত্তের এক বা দুইটি প্রাকৃতিক ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া বিরচিত। সেই অবলম্বিত ধর্ম্ম গুলি বিশ্ব ছাড়া নহে। ক্ষেত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যা কেবল সত্তের এক বা দুইটি ধর্ম্ম সম্বন্ধে অত্যুক্তি মাত্র। অতএব ক্ষেত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যা কিয়দংশে সত্য। এবং ক্ষেত্রতত্ত্বের সত্যনিচয় যত দূর উক্ত ব্যাখ্যা পুঞ্জ হইতে সমুদ্ভাসিত তত দূর সত্য। কিন্তু কার্য্যে প্রয়োগ হইলে উক্ত প্রসঙ্গ পুঞ্জ সম্যক্ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় না; উক্ত প্রসঙ্গপুঞ্জের সহিত অন্য এক প্রসঙ্গমালা সংযোজিত করিতে হয়, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিলাম। অতএব ক্ষেত্রতত্ত্ব একেবারে অসংশয়িত নহে।

ক্ষেত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যাপুঞ্জ নির্দ্দিষ্ট সত্তের প্রাকৃতিক ধর্ম্মের উপর নির্ভর করে। উক্ত সত্তের উক্ত ধর্ম্ম আছে কি না, তাহা কেবল পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জানা যায়। 'রেখা' এই সত্টির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও স্থূলতা আছে, ইহা আমরা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জানিতে পারি। 'রেখার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও স্থূলতা আছে' এই প্রসঙ্গ একটি উন্নয়ন। 'প্রস্থ বিহীন দৈর্ঘ্যকে রেখা বলে' এই প্রসঙ্গটি ক্ষেত্রতত্ত্বের একটি ব্যাখ্যা, এবং ইহা একটি উন্নয়ন অতএব ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রসঙ্গনিচয় এই রূপ কতকগুলি উন্নয়ন হইতে অনুমিত। ক্ষেত্রতত্ত্ব একটি অবনয়ন সিদ্ধ বিজ্ঞান বটে, কিন্তু ইহার মূল যে উন্নয়ন তাহার কোন সন্দেহই নাই। এই রূপে সমস্ত অবনয়ন সিদ্ধ বিজ্ঞানেরই মূল উন্নয়ন।

৪। কিন্তু কেবল ব্যাখ্যানিচয় হইতেই ক্ষেত্রতত্ত্বের সমগ্র [illegible]ভাসিত হয় নাই। ব্যাখ্যা ব্যতীত ক্ষেত্রতত্ত্বের অন্য

একটী মূল আছে। ব্যাখ্যা দ্বারা কেবল ব্যাখ্যাত সত্তের কোন্ কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে ক্ষেত্রতত্ত্বের উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে এই মাত্র ব্যক্ত হয়। ব্যাখ্যাদ্বারা ত্রিভুজের কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক ধর্ম্মকে আবর্জ্জিত করিয়া কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক ধর্ম্মকে অবলম্বন করিতে হইবে, কেবল এই মাত্র ব্যক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু একটি ত্রিভুজের অপর আর একটি ত্রিভুজের সহিত কি কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে, তাহা ব্যাখ্যা দ্বারা ব্যক্ত হয় না। 'ক' ত্রিভুজ 'খ' ত্রিভুজের সহিত সমান—এই সত্যটী কেবল ব্যাখ্যার সাহায্যে জানা যায় না। ক্ষেত্রতত্ত্বের স্বতঃ সিদ্ধ গুলির সাহায্যে এই রূপ সত্যনিচয় অনুমিত হইয়া থাকে। আমরা এক্ষণে স্বতঃসিদ্ধের সমালোচনা করিব।

যাহাকে আমরা সচরাচর স্বতঃ সিদ্ধ বলিয়া থাকি তাহা কি বাস্তবিকই স্বতঃসিদ্ধ? তাহা কি একেবারে পর্য্যবেক্ষণ নিরপেক্ষ? এই প্রশ্ন গুলির উত্তর দিতে আমরা এক্ষণে চেষ্টা করিব। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ক্ষেত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যাপুঞ্জ সম্যক্ রূপে পর্য্যবেক্ষণসাপেক্ষ—যে তাহারা পর্য্যবেক্ষণ হইতে উন্নয়ন মাত্র। এক্ষণে যদি প্রতিপন্ন হয় যে ক্ষেত্র তত্ত্বের স্বতঃসিদ্ধ গুলিও পর্য্যবেক্ষণসাপেক্ষ উন্নয়ন, তাহা হইলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে ক্ষেত্রতত্ত্ব একটি উন্নয়নসাপেক্ষ বিজ্ঞান। গাণিতিক বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত স্বতঃ সিদ্ধ গুলিরই বিষয় সমানতা বা অসমানতা। সমানতা একটী অনুভূতি তাহা বোধ হয় সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সেই অনুভূতিটীর উৎপত্তি কি? ক খ সরল রেখা, গ ঘ সরল রেখার সহিত সমান বলিলে বুঝায় যে ক খ এর দৈর্ঘ্য গ ঘ এর দৈর্ঘ্যের সহিত সমান; অর্থাৎ বিস্তৃতির এক নির্দ্দিষ্ট [illegible] র্দ্দায় এক নির্দ্দিষ্ট অংশের সহিত সমান। এই জ্ঞান [illegible]

কিরূপে লাভ করি? দেখিতে হইবে এই জ্ঞানটি প্রকৃতিদত্ত কি বহুবিস্তীর্ণ পর্য্যবেক্ষণ হইতে অর্জ্জিত। আমরা বলি যে ইহা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা অর্জ্জিত। কেন না ক খ সরল রেখা গ ঘ সরল রেখার সহিত সম্যক্ সদৃশ—প্রত্যেক অংশে সদৃশ—বলিয়াই আমরা বলি যে এই রেখাদ্বয় সমান। এই সাদৃশ্যটি আমরা ইন্দ্রিয় পরিচালনা দ্বারা মাত্র জানিতে পারি। সমানতার জ্ঞান তবে ইন্দ্রিয় পরিচালনা দ্বারাই অর্জ্জিত হইয়া থাকে। শৈশবাবস্থায় আমরা সমানতাব প্রত্যেক ঘটনাকেই বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখি। এমত অনেক সময়ে ঘটে যে একটি শিশু অল্পতা বা আধিক্যের ভয়ে এক নির্দ্দিষ্ট পাত্র হইতে দুগ্ধপান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। শিশুকে তাহার পাত্রাপেক্ষা সুন্দরতর কিন্তু একমাপবিশিষ্ট পাত্র আনিয়া দিলেও সে আপনার সেই পুরাতন পাত্রটী হইতে পান করিতে চাহে—সে নূতন পাত্রকে দূরে নিক্ষেপ করে। ইহার কারণ কি? কেবল এই মাত্র যে শিশু তখন জানে না যে দুইটি পাত্রই এক মাপ বিশিষ্ট যে পাত্রদ্বয়ের মধ্যে যেটি হইতেই পান করুক না কেন তাহার ক্ষতি নাই—শিশু তখন জানে না যে পাত্রদ্বয় সমান। কিন্তু ক্রমে তাহার মনে সেই জ্ঞান সমুদ্ভাসিত হয়। যত পর্য্যবেক্ষণ বাড়িতে থাকে, যত বহুদর্শন হইতে থাকে, ততই তাহার সমানতা সম্বন্ধে জ্ঞানও সংবর্দ্ধিত হইতে থাকে। তখন সে আর পূর্ব্বোল্লিখিত পাত্রদ্বয়ের মধ্যে ইতর বিশেষ করে না। ক্রমে সমানতা নির্ব্বাচনে তাহার এত অধিক নৈপুণ্য হয়, যে কেবল দেখিবামাত্রই সে বলিয়া দিতে পারে যে নির্দ্দিষ্ট পাত্রদ্বয় সমান। অতএব ইহা বোধ হয় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে সমানতার জ্ঞানটি বহুবিস্তীর্ণ পর্য্যবেক্ষণসাপেক্ষ। সমানতা সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের আশৈশব পর্য্য-

বেক্ষণ হইতেই অর্জ্জিত। সমানতার জ্ঞানটি প্রকৃতি দত্ত নহে।

"কতকগুলি বস্তু এক নির্দ্দিষ্ট বস্তুর সহিত সমান হইলে পরস্পরে সমান হইবে"—একটী গাণিতিকতত্ত্বের স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু বাস্তবিকই কি ইহা স্বতঃসিদ্ধ? বাস্তবিকই কি ইহা পর্য্যবেক্ষণ নিরপেক্ষ? আমরা এই মাত্র দেখিলাম যে সমানতার জ্ঞান স্বতঃ আমাদের মনে আবির্ভূত হয় না, যে সমানতার জ্ঞান বহুবিস্তীর্ণ পর্য্যবেক্ষণের ফল। কিন্তু উপরোক্ত প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের উৎপত্তি কি? প্রথমতঃ উপরোক্ত প্রাকৃতিক নিয়মটী সমানতা জ্ঞানের উপর সংস্থাপিত। আর সমানতা জ্ঞানটি পর্য্যবেক্ষণসাপেক্ষ। অতএব উপরোক্ত প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে জ্ঞান, পর্য্যবেক্ষণ-সাপেক্ষ। তৎপরে, এই প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের বিশ্লেষণ করিলে দৃষ্ট হইবে যে উক্ত নিয়মটি একটি উন্নয়ন মাত্র। ক ও গ রেখাদ্বয় প্রত্যেকেই ঘ রেখার সহিত সমান, এবং তন্নিবন্ধন ইহারা পরস্পরের সহিত সমান—এইরূপ অসংখ্য প্রাকৃতিক ঘটনার পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই আমরা উক্ত নিয়মটী আবিষ্কৃত করিয়াছি। এইরূপ পর্য্যবেক্ষণের পূর্ব্বে আমরা এই নিয়মটি জানিতাম না। একটি শিশু, যে উক্তরূপ পর্য্যবেক্ষণ করে নাই, সে কখনই উক্ত নিয়ম জানে না। অতএব গাণিতিকতত্ত্বের স্বতঃসিদ্ধপুঞ্জ স্বতঃসিদ্ধ নহে—উহারা আমাদিগের আশৈশব বহুবিস্তীর্ণ পর্য্যবেক্ষণ হইতেই সমুদ্ভাসিত—উহারা নির্দ্দিষ্ট ঘটনাসমূহের পর্য্যবেক্ষণ হইতে উন্নয়ন মাত্র।

৪। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ব্যাখ্যা ও স্বতঃসিদ্ধ হইতেই ক্ষেত্রতত্ত্বের সত্যনিচয় সমুদ্ভাসিত। আমরা আরও দেখিয়াছি

যে ক্ষেত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যানিচয় উন্নয়নমাত্র। আমরা এইমাত্র দেখিলাম যে ক্ষেত্রতত্ত্বের স্বতঃসিদ্ধগুলিও স্বতঃসিদ্ধ নহে—কেবল উন্নয়নমাত্র। অতএব ক্ষেত্রতত্ত্বও যে একটি উন্নয়ন-সাপেক্ষ বিজ্ঞান তাহা বলা বোধ হয় বাহুল্যমাত্র। তবে যখন ক্ষেত্রতত্ত্ব ও রসায়ন, উভয়েই উন্নয়নসাপেক্ষ, তখন ক্ষেত্রতত্ত্বকে আমরা অসংশয়িত বলি কেন, আর রসায়নকেই বা সংশয়াবিষ্ট বলি কেন?

আমরা দেখিয়াছি যে ক্ষেত্রতত্ত্বের একটি মূল (অর্থাৎ ব্যাখ্যানিচয়) অসংশয়িত নহে। এক্ষণে যদি প্রতিপন্ন হয় যে ক্ষেত্রতত্ত্বের স্বতঃসিদ্ধগুলিও অসংশয়িত নহে তাহা হইলেই দৃষ্ট হইবে যে ক্ষেত্রতত্ত্বকে সচরাচর যতদূর অসংশয়িত বলা যায়, বাস্তবিক ক্ষেত্রতত্ত্ব ততদূর অসংশয়িত নহে। সমানতা সাদৃশ্যের উৎকর্ষ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ক খ সরল রেখা গ ঘ সরল রেখার সহিত সমান বলিলে বুঝায় যে ক খ সরল রেখা গ ঘ সরল রেখার সহিত অত্যন্ত সদৃশ। অর্থাৎ যে ক খ সরল রেখার প্রত্যেক অংশ গ ঘ সরল রেখার নির্দ্দিষ্ট অংশনিচয়ের প্রত্যেকের সহিত অত্যন্ত সদৃশ—এত সদৃশ যে একের সহিত অপরের কোন প্রভিন্নতাই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু বাস্তবিক দেখিতে গেলে প্রকৃতিতে এরূপ প্রবল সাদৃশ্য ঘটে না। বাস্তবিক দেখিতে গেলে প্রকৃতিতে এরূপ সমানতা নাই। সমান বস্তুসমূহের মধ্যে একটী অপরটির সহিত কোন না কোন ধর্ম্মে ভিন্ন হইবেই; কারণ উক্ত বস্তুসমূহের প্রত্যেকেই আমাদের মনে ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট উপলব্ধিনিচয়কে উৎপন্ন করে। যেমন দুই জন মনুষ্য পরস্পরের সহিত একেবারে সদৃশ হইতে পারে না—যেমন দুই জনে কিছু না কিছু প্রভিন্নতা থাকিতেই থাকে, সেইরূপ দুইটী সৎ এ বিশ্বে একেবারে সমান হইতে

পারে না—দুইটী মতে সাদৃশ্য অত্যন্ত প্রবল হইলেও কিছু না কিছু প্রভিন্নতা থাকিবেই। ইহা প্রকৃতির একটী নিয়ম। অতএব ক্ষেত্রতত্ত্বের মূলীভূত সমানন্তর নিয়ম, বাস্তবিক ধরিতে গেলে বিশ্বস্থ সরল রেখা বা বিশ্বস্থ কোন চক্র ইত্যাদির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য হয় না। অতএব যখন প্রতিপন্ন হইতেছে যে ক্ষেত্রতত্ত্বের দুইটি ভিত্তিই প্রকৃতিতে সম্পূর্ণরূপে সত্য নহে তখন ক্ষেত্রতত্ত্বকে একেবারে অসংশয়িত বলা ভ্রান্তিমাত্র। কিন্তু ক্ষেত্রতত্ত্বের স্বতঃসিদ্ধগুলি সম্পূর্ণরূপে সত্য না হইলেও কতক পরিমাণে সত্য বটে,—এতদূর সত্য যে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া ধরিলে কিছু ক্ষতি নাই। তবে কি ক্ষেত্রতত্ত্বের সত্যনিচয়ও সংশয়াবিষ্ট? উক্ত সত্যপুঞ্জ যতদূর স্বতঃসিদ্ধ ও ব্যাখ্যাগুলি হইতে সমুদ্ভাসিত ততদূর অসংশয়িত। কিন্তু সচরাচর যতদূর অসংশয়িত বলিয়া পরিচিত ততদূর নহে। উক্ত সত্যগুলি যতক্ষণ নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা হইতে অনুমান বলিয়া দৃষ্ট হইবে ততক্ষণ অসংশয়িত বটে। উক্ত ভূমিকাগুলি সংশয়াবিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সেই ভূমিকা হইতে অনুমানটি সম্পূর্ণ অসংশয়িত।

৫। গণিত বিভাগটি গাণিতিকতত্ত্বের বিভাগসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সরল। গণিতের সত্যগুলিকে অবরুষ্টরূপে দেখিয়া যদি আমরা সংরাতরূপে দেখি তাহাহইলে প্রতিপন্ন হইবে যে ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছি তৎসমুদয়ই গণিতের সত্যনিচয় সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। বিজ্ঞানবৃন্দের মধ্যে গণিতই সর্ব্বাপেক্ষা সামান্য, এবং তন্নিবন্ধন অবরুষ্ট। কিন্তু অবরুষ্ট হইলেও গণিতের সত্যনিচয় আমাদের প্রতিদিন কার্য্যে প্রয়োগ হইয়া থাকে। 'চারি' বলিলেই চারিটি অশ্ব বা চারিটি মনুষ্য বা চারিটি কোন পদার্থ বুঝাইবে। অনুএই

গণিতের সত্যনিচয় আমাদের দ্বারা সংজ্ঞাতরূপেই জ্ঞাত। তবে উক্ত সত্যনিচয়কে সংজাত বলিয়া ধরিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু বলিয়াছি তৎসমুদয়ই গণিত সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে।

এইখানে আমরা তর্কতত্ত্বের অবনয়নখণ্ড সমাপ্ত করিলাম।

সমাপ্ত।